চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 97 Thursday, 9 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৯৭ সংখ্যা ❋ ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৯, বৃহস্পতিবার, ৯ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের শিক্ষায় যুক্ত হতে চায় ইউনেস্কো, মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে চায় খোদ ইউনেস্কো। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে ইউনেস্কোর অধীনে থাকা ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট ফর লাইফ লং লার্নিং এর আধিকারিকরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি পেয়েই নবান্ন শীর্ষ আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন বলেই সূত্রের খবর। মূলত ইউনেস্কোর অধীনে থাকা এই সংস্থা বিভিন্ন দেশে শিক্ষার প্রসারে কাজ করে থাকে। বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বুনিয়াদি শিক্ষা সহ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের কী প্রয়োজন, সেই বিষয় সুপারিশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে এই সংস্থা। নবান্ন সূত্রে খবর, স্কুল শিক্ষায় একাধিক সামাজিক প্রকল্প ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়ে এসেছে রাজ্য। ইউনেস্কোর অধীনে থাকা সংস্থা এই সামাজিক প্রকল্পগুলিকেই বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। মূলত রাজ্যের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছে এই সংস্থা বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। সূত্র খবর চলতি সপ্তাহেই ইউনেস্কোর এই সংস্থার সঙ্গে বৈঠক বসতে চলেছে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। শিক্ষাব্যবস্থা কোন

কোন দিকগুলি নিয়ে তারা যুক্ত হতে চায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হবার পর বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি পেয়েছে এই কন্যাশ্রী প্রকল্প। শুধু তাই নয় রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেও বিভিন্ন সময় প্রশংসিত করেছে দেশ-বিদেশের একাধিক সংস্থা তাদের রিপোর্টে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর তরফে বাংলার দুর্গা পুজোকে বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বাংলা দুর্গাপূজোকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি ইউনেস্কোর এই স্বীকৃতিকে সম্মান জানিয়ে রাজ্যে আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষ পদযাত্রা। ইউনেস্কো এর দুই প্রতিনিধিকেও এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এবার বাংলার দুর্গা পুজোর পর রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ইউনেস্কোর যুক্ত হওয়াকে যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল। বিশেষত যখন রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষত স্কুল শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে একাধিক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তদন্ত করছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে ভুয়ো নিয়োগের একাধিক প্রমাণ এসেছে। শুধু তাই নয়। হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি বাতিল হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইউনেস্কোর অধীনে থাকা এই সংস্থার রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন স্কুল শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরাও। স্কুল শিক্ষার স্কলারশিপ এর পাশাপাশি আমাদের সবুজ সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে সাইকেল দেওয়া, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য টাকা দেওয়া, ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বই সহ একাধিক প্রকল্প গত কয়েক বছর ধরে নিয়ে এসেছে রাজ্য। এই সামাজিক প্রকল্পগুলিকেও রাজ্য বিশেষভাবে বৈঠকে তুলে ধরবে ইউনেস্কোর প্রতিনিধিদের সামনে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।

রাতভর ঘুম নেই! চায়ের কাপ নিয়ে খবরের কাগজের খোঁজ কেষ্টর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে যুদ্ধ শুরু। দিনভর ধকল শেষে দিল্লি পৌঁছেও স্বস্তি মেলেনি। মঙ্গলবার রাত দেড়টা পর্যন্ত চলেছে শুনানি। শেষে অনুব্রত মণ্ডলকে তিন দিনের জন্য ইডি হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক রাকেশ কুমার। জানা গিয়েছে, কেষ্ট দিল্লি পৌঁছনো মাত্রই বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে রাতেই শুনানির ব্যবস্থা করে ইডি। ভার্চুয়ালি পেশ করে শুনানি শুরু করা হয় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। জেরার জন্য তৈরি হয় ৬ সদস্যের বিশেষ দল। মঙ্গলবার রাতে দিল্লিতে ইডির সদর দফতর প্রবর্তন ভবনেই ছিলেন অনুব্রত। তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল আলাদা একটি ঘর। গতকাল বিমানবন্দরে শারীরিক অসুবিধার কথা জানিয়েছিলেন। তাই বুধবার সকালেও ফের তাঁর মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়। জানা গিয়েছে, সকালে নাকি চা-বিস্কুট

হাতে নিয়ে বাংলা খবরের কাগজের খোঁজ নিয়েছিলেন কেষ্ট। কিন্তু, তৃণমূলনেতার সেই ইচ্ছে পূরণ করা যায়নি। গতকাল ছিল দোল। ছাপা হয়নি কোনও কাগজ। তাই বাংলা কাগজ না পড়েই দিন শুরু করতে হয়েছে অনুব্রতকে। এছাড়া, এদিন বাড়িরও খোঁজখবর নেন তিনি। চা-বিস্কুটের পরে কেষ্টকে চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো হাল্কা ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়। রুটি-তরকারি দিয়ে প্রাতঃরাশ সেরে তৈরি হয়ে যান সারাদিনের প্রশ্নোত্তরের ঝড় সামলানোর জন্য। দিল্লিতে নিয়ে জেরা করলে অনুব্রতর উপরে চাপ অনেকটাই বাড়ানো যাবে বলেই মত ছিল ইডি কর্তাদের। নিজের পরিচিত চারপাশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অপরিচিত পরিবেশে অভিযুক্তকে জেরা করে আরও অনেক তথ্য সামনে আসার সম্ভাবনা থাকে বলে জানিয়েছিলেন গোয়েন্দা। দীর্ঘ আইনি এবং প্রশাসনিক টানাপড়েনের পরে অবশেষে সেই সুযোগ পেয়েছে ইডি। এবার গরুপাচার কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত এনামুল হক এবং কেষ্টর প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে সামনে বসিয়ে ত্রিমুখী জেরা করবেন তাঁরা। দেখা যাক, গরু পাচার কাণ্ডে আর কোন নতুন কী তথ্য সামনে আসে।

সিদ্ধান্ত মমতা-অভিষেকদের বৈঠকে

সংসদে আগ বাড়িয়ে অনুব্রতর ব্যাপারে কোনও কথা নয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ আগামী সপ্তাহ থেকেই শুরু হচ্ছে সংসদের বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব। সেখানে দলের রণকৌশল ঠিক কী হবে, তা স্থির করার জন্য বৈঠকে বসেছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে ঠিক হয়েছে সংসদে অনুব্রত প্রসঙ্গ তোলা হবে না। অন্ততপক্ষে আগ বাড়িয়ে তো কোনও মন্তব্য করা হবে না। যে অনুব্রত মণ্ডল গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে দলীয় নেতৃত্বকে বারবার তাঁর পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে, সেই অনুব্রতর মাথা থেকে কি তবে সরে যাচ্ছে দলের হাত? প্রশ্ন উঠছে এমনটাই। আগামী ১৩ মার্চ থেকে সংসদের অধিবেশন শুরু হচ্ছে। তার আগে সম্প্রতি কলকাতায় এই রণনীতি সংক্রান্ত বৈঠক হয়েছে বলে সূত্রের খবর। জানা গিয়েছে, এই বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও ব্রায়ান। তৃণমূল সূত্রের দাবি, এই বৈঠকেই স্থির হয়েছে অনুব্রত মণ্ডল ইস্যুতে আপাতত ‘ধীরে চল’ নীতি নেবে দল। আগ

বাড়িয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করবেন না ইডি হেফাজতে থাকা নেতার বিরুদ্ধে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে, বাংলা ছাড়ার পরেই কি অনুব্রত মণ্ডলকে ছেঁটে ফেলার পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস? উল্লেখ্য, সিবিআই অনুব্রতকে গ্রেফতার করার পর প্রায় ৬ মাস কেটে গিয়েছে। এখনও জেলা সভাপতি পদেই বহাল আছেন অনুব্রত মণ্ডল। এর আগে বীরভূম নিয়ে বৈঠক করেছেন অভিষেক, বীরভূমে গিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তারপরও পুরনো পদেই রয়ে গিয়েছেন জেলবন্দি অনুব্রত। রাজনৈতিক মহলের মতে, কেষ্ট মণ্ডলকে বাদ দিলে বীরভূমের মাটি ধরে রাখতে হিমশিম খেতে হতে পারে তৃণমূলকে, আর সে কারণেই সম্ভবত পার্থর ব্যাপারে কঠিন হলেও, অনুব্রতর ক্ষেত্রে সুর ছিল নরম। তাঁকে জেল থেকে বের করে বীরের সম্মান দিয়ে ফেরানোর কথা বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার রাজ্যের জেল ছেড়ে অনুব্রত গিয়েছেন দিল্লিতে। আপাতত ইডি হেফাজতে আছেন তিনি। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, এমতাবস্থায় দলের কী অবস্থান হবে, তা ভেবে ফেলার সময় এসেছে তৃণমূলের।

‘এই পদক্ষেপ এড়ানো যেত’, মোদিকে চিঠি বাম মুখ্যমন্ত্রীর!

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চঃ দিল্লির আবগারি নীতিতে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া। তাঁর গ্রেফতারি কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত দেখছে বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় এজেন্সির বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়েছে ৯টি বিরোধী দল। যদিও সেই তালিকায় ছিল না বামেরা। এবার প্রধানমন্ত্রী মোদিকে চিঠি দিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনরাই বিজয়ন। মনীশ সিসোদয়ার গ্রেফতারি কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মনীশ সিসোদিয়া একজন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ডাকে বারবার সাড়া দিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হয়েছেন। যদি তদন্তে বাধা হয় তাহলে গ্রেফতার অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তবে এক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ এড়ানো যেত। তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, মনীশ সিসদিয়ার বাড়ি এবং বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে নগদ টাকা বা অন্যান্য কিছু পাওয়া যায়নি। ফলে, সারাদেশে এমন একটি ধারণা তৈরি হয়েছে যে, রাজনৈতিক কারণেই টার্গেট করা হয়েছে দিল্লির উপমন্ত্রীকে এবং এই ধারণা খারিজ করা জরুরি। দুদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ৯টি বিরোধী দলের নেতা প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে চিঠি দেন। যদিও সেখানে নাম ছিল না কংগ্রেসেরও। কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের স্বাক্ষরিত প্রধানমন্ত্রীকে এই চিঠি ভবিষ্যতে জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী জোটের এক অন্য সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করা হচ্ছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের হেনস্থা করতেই সিবিআই, ইডি-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু দুর্নীতিতে অভিযুক্ত রাজনীতিক যাঁরা পরবর্তীতে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, শুভেন্দু অধিকারী এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেও নিশানা করা হয়েছে বিরোধীদের দেওয়া চিঠিতে। চিঠিতে রাজ্যপালের অফিসের বিরুদ্ধে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাজে হস্তক্ষেপের অভিযোগও করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে রাজ্যপালরা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিভেদ সৃষ্টি করছেন। বিরোধী নেতারা দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। পাশাপাশি, এ নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন তাঁরা। দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারি নিয়ে রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই কংগ্রেস ছাড়া অন্য বিরোধী দলগুলির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠানো যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। যদিও এ রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, ওঁরা আতঙ্কিত, ভয় পেয়েই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন।

আবাস যোজনার পাওনা টাকা চেয়ে কেন্দ্রকে চিঠি রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ আবাস নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগের শেষ নেই। কেন্দ্রের চিঠির এবার পাল্টা উত্তর দিল রাজ্য। পাওনা টাকা নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দেগে রাজ্য বলল, সময় পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রের অংশের টাকা না আসায় বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্রুত অর্থের দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকে চিঠি করল রাজ্য। চিঠিতে রাজ্য উল্লেখ করেছে, কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রণালয়ের সমস্ত বিধি নিষেধ মেনেই তৈরি করা হয়েছে আবাস প্লাসের চূড়ান্ত উপভোক্তা তালিকা। সেই মতো অনুমোদনের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সময় পেরিয়ে গেলেও কেন্দ্রের অংশের টাকা না আসায় বাড়ি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন্দ্র যেন তাড়াতাড়ি সেই টাকা বরাদ্দ করে দেয়, এই মর্মে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের সচিকে চিঠি দিল রাজ্য। ৬ মার্চ এই মর্মে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রক রাজ্যের মুখ্য সচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদীকে একটি চিঠি দিয়ে বেশ কিছু জেলায় বেনিয়মের কথা জানিয়ে কড়া পদক্ষেপ করতে বলে। কেন্দ্র তাদের চিঠিতে পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর, কালিম্পঙ, দার্জিলিং এবং নদিয়া জেলার আবাস প্লাসের অনুমোদন নিয়ে এনএলএম বা কেন্দ্রীয় দলের পর্যবেক্ষণে বেশ কিছু বেনিয়ম ধরা পড়েছে বলে জানায়। চিঠিতে বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় দলকে উপভোক্তার ভুয়ো বাড়ি দেখানো হয়েছে, কোথাও পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তাঁদের কাচা রান্নাঘর দেখিয়ে বাড়ি নেই বলে নাম তোলা হয়েছে। পরিদর্শনে আসা কেন্দ্রীয় দলের কাছে অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরাই। এমনকি কেন্দ্রীয় দল অভিযোগ করেছে, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বদলে অনেক জায়গায় বাংলা আবাস যোজনার লোগো ব্যবহার হয়েছে। কয়েকটি পুরনো বাড়ির ক্ষেত্রে এধরনের ভুল থাকলেও স্থানীয় প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। এবার সেই চিঠির উত্তরই এ বার পাঠাল রাজ্য। সূত্রের খবর, কেন্দ্র চিঠিতে যে যে বেনিয়মের কথা বলেছে, সেগুলি কোনওটাই পুরো সত্যি নয় বলে রাজ্য জানিয়েছে। যদিও রাজ্যের এই চিঠি পাঠানোকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘টাকা কেন্দ্রের কিংবা কোনও দল বা ব্যক্তির নয়। ওই টাকা মানুষের টাকা। যে টাকা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ করের মাধ্যমে কেন্দ্রের কোষাগারে জমা করেন। কেন্দ্রের লক্ষ্য ২০২৫ সালের মধ্যে প্রত্যেক ভারতীয় মাথার ওপর পাকা বাড়ির ছাদ। রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, মিথ্যা কাগজ তৈরি করায় প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে দেরি হচ্ছে। মানুষের ক্ষোভ স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের বিরুদ্ধে। যদি রাজ্য মনে করে বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার হচ্ছে, তাহলে রাজ্য বিজেপির পরিষদীয় দল সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।’’ অন্যদিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘‘রাজ্য সরকারই চাইছে যাতে মানুষ টাকা না পায়। রাজ্যের যে শেয়ার তা যেন দিতে না হয়। সেই টাকাটা লুঠপাট হয়ে যাচ্ছে। এই জন্যই এত চিঠিচাপাটি। প্রসঙ্গ রাজ্য কেন্দ্রের নয়। গরিব মানুষ যাতে টাকা পায়, রাজ্যকেই সুনিশ্চিত করতে হবে।’’

ডিএ-র দাবিতে বনধ ব্যর্থ করতে স্কুলে স্কুলে নোটিস তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ডিএ-র দাবিতে আগামী ১০ মার্চ বনধ ডেকেছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছেন বামেরাও। যদিও নবান্ন সূত্রে খবর, ১০ মার্চের সরকারি কর্মচারীদের এই কর্মসূচিকে ঘিরে ফের কড়া নির্দেশিকা জারি হতে পারে। কিন্তু তার মাঝেই প্রত্যেকটি স্কুলে স্কুলে নোটিস পাঠাতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। নোটিস পাঠিয়ে স্কুলে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের আবেদন জানানো হচ্ছে, দাবি আদায়ের জন্য বিচারাধীন বিষয় অনৈতিক ধর্মঘটের নামে ছাত্র-ছাত্রী স্বার্থ বিঘ্নিত করা চলবে না। ১০ তারিখ কর্মনাশা বনধ ব্যর্থ করে বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠন চালু রাখার আবেদনে প্রত্যেকটি স্কুলে এই নোটিস পাঠাতে শুরু করেছে তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষা সমিতি রাজ্য সভাপতি দিব্যেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমরা এই বনধের বিরোধিতা করছি। তার জন্যই আমরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন জানিয়েছি যাতে ওই দিন পঠন-পাঠন স্বাভাবিক রাখা হয় স্কুলগুলিতে।’’ প্রসঙ্গত মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হলেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার শুরু হচ্ছে আগামী ১৪ মার্চ থেকে। সেক্ষেত্রে শুক্রবার অর্থাৎ ১০ মার্চ দিনটি রাজ্যের স্কুলগুলির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বিশেষত যে স্কুলগুলি পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পাশাপাশি, পরীক্ষা সংক্রান্ত একাধিক কাজ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে হবে। তার জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-

শিক্ষিকারও প্রয়োজন রয়েছে। যদিও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ দাবি করেছে, এর প্রভাব পরীক্ষার প্রস্তুতিতে কোনও রকম পড়বে না। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নাম না করে সরকারি কর্মচারীদের একাংশের এই আন্দোলনকে কড়া বার্তা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তিন শতাংশ ডিএ বাড়ানোর ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মার্চ মাস থেকে তা কার্যকর হতে চলেছে। যদিও সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা কেন্দ্রীয় হারে ডিএ-র দাবিতে অনড়। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে আগামী ১০ মার্চ সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে সদস্যদের তরফে ডাকা এই বনধকে কেন্দ্র করে প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন সরকারি দফতরে। এর প্রভাব পড়তে পারে বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলগুলিতেও। যদিও সম্প্রতি সরকারি কর্মচারীদের তরফে দু’দিন যে কর্মবিরতির ডাক দেওয়া হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কড়া নির্দেশিকা দিয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয় স্কুলগুলিতে। সেক্ষেত্রে আগামী ১০ মার্চের ক্ষেত্রেও এই ধরনের কোনও নির্দেশিকা পর্ষদের তরফে জারি করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে তার আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের তরফে স্কুলে স্কুলে এই চিঠিকেও রাজনৈতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সাম্প্রতিক সময় দু’দিন কর্মবিরতির ডাক দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সংগঠনের সে অর্থে তৎপরতা নজরে না এলেও ১০ মার্চকে কেন্দ্র করে কেন এই চিঠি, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেল বাংলার দুই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ফের জাতীয় স্তরে পুরস্কৃত বাংলা। এবার পশ্চিমবঙ্গের লেবার রুম পুরস্কৃত হল জাতীয় স্তরে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট জেলা হাসপাতাল ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালের লেবার রুমকে পুরস্কার দিল কেন্দ্র। প্রসূতি বিভাগের গুণমান যাচাইয়ের জন্য দেশজুড়ে এই লক্ষ্য প্রকল্পে পরিদর্শন করা হয়েছিল। সেই পরিদর্শনের নিরিখে বাংলার এই দুই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ পুরস্কৃত হল। জানা গিয়েছে, বসিরহাট জেলা হাসপাতাল ও বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালই ভাল পরিষেবা ও গুণমানের গুণমানের মাণদণ্ড উত্তীর্ণ করেছে ৮৭ থেকে ৯৫ শতাংশ সাফল্যের সঙ্গে। সেই কারণে উভয় হাসাপাতালকেই কেন্দ্রের তরফে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগে বাংলার দুয়ারে সরকার পুরস্কৃত হয়েছিল রাষ্ট্রপতির দরবারে। কেন্দ্রের স্বীকৃতি পায় বাংলার দুয়ারে বাংলার প্রকল্প। প্ল্যাটিনাম অ্যাওয়ার্ড পায় দুয়ারে সরকার প্রকল্প। সেই কারণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে পুরস্কার নেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এরপরই টুইট করে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের টুইটার হ্যান্ডেল। সেখানে লেখা হয়, ‘‘বাংলা পথ দেখায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই আজ এই সাফল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কল্যাণমূলক উদ্যোগ ‘দুয়ারে সরকার’ আজ ডিজিটাল ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২২-এ প্ল্যাটিনাম পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।’’

৭ দিনে ৪২, রাজ্যে আজ আরও ২ শিশুর মৃত্যু

অথচ শিশু সুরক্ষা কমিশন হাসপাতাল ঘুরে বলল, ‘কমেছে শিশুভর্তি, মৃত্যুর সংখ্যা’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ ফের অ্যাডিনো সংক্রমণের বলি হল দুই শিশু। গতকাল এবং আজকে সকালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। একই সঙ্গে বি সি রায় হাসপাতালে ভর্তি একটি শিশুরও এ দিন সকালে মৃত্যু হয়েছে। যদিও সেই শিশুটির মৃত্যুর কারণ নিউমোনিয়া বলে ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মৃত দুই শিশুর অ্যাডিনো পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল বলেই খবর। এদের মধ্যে একটি শিশুর নাম শেখ শামিম। ৬ মাস বয়সি এই শিশুটিকে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উলুবেড়িয়া হাসপাতাল থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছিল। গতকাল রাত ৭টা নাগাদ শিশুটির মৃত্যু হয়। অন্যদিকে হুগলির বাসিন্দা সঞ্চিতা বারিক নামে ৬ মাস বয়সি একটি শিশুও এ দিন ভোর রাতে মারা যায়। অ্যাডিনো আক্রান্ত এই শিশুকন্যার বাড়ি হুগলিতে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি শিশুটিকে চুঁচুড়া ইমামবড়া হাসপাতাল থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রেফার করা হয়েছিল। দুটি শিশুরই অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক ছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। শিশু দুটিকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সম্রাট বিশ্বাস নামে দশ মাস বয়সি এক শিশুরও এ দিন সকালে মৃত্যু হয়। বনগাঁর বাসিন্দা ওই শিশুটি আগেও বি সি রায় হাসপাতালে ভর্তি ছিল। গত ২৩

ফেব্রুয়ারি তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বাড়ি ফিরে ফের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শিশুটির শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দেয়। পরিবারের সদস্যরা তাকে প্রথমে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। ১৩ দিন বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর শিশুটিকে গত ৬ মার্চ বি সি রায় হাসপাতালে রেফার করা হয়। শিশুটির সর্দি, কাশি এবং জ্বর ছিল। তার উপর ফুসফুসে সংক্রমণ ছিল শিশুটির। হাসপাতালে সূত্রে খবর, শিশুটির ফুসফুসে ফুটো ছিল। সেই কারণে তার অস্ত্রোপচারও হয়েছিল। সেই অস্ত্রোপচার থেকেই সংক্রমণ ছড়ায়। লিভারেও সমস্যা ছিল শিশুটির। কিন্তু কেন কলকাতার সরকারি হাসপাতালে এই হারে শিশুমৃত্যু? পর্যালোচনা করতে গিয়ে চিকিৎসকদের কথাতেই উঠে আসছে ‘রেফার রোগ’ তত্ত্ব। মঙ্গলবারের একটি কেস স্টাডিও তার প্রমাণ। বুধবারই বিসি রায় শিশু হাসপাতালে পরিদর্শনে আসেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় ও সদস্য অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন, সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদের রেফার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। হুগলির বৈচী গ্রামের দশ মাসের এক শিশু সায়ন পালকে দোলের দিন আনা হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা যাচ্ছে, তাকে যখন আনা হয়, তখন পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। এরকম ভাবে রেফার নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরফে স্বাস্থ্যভবনে জানানো হয়েছে। তাদের প্রশ্ন, কেন শিশুর শারীরিক অবস্থা একটু স্থিতিশীল না করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে? এর আগে নবান্নে এই বিষয়টিই উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভবনের তরফেও ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে বারবার নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ‘শেষ মুহূর্তে রেফার নয়।’ কিন্তু পরিস্থিতি যে এক ফোঁটাও বদলায়নি, তার প্রমাণ মিলছে হাতেনাতেই। বুধবারই বিসি রায় শিশু হাসপাতালে পরিদর্শনে আসেন রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন সুদেষ্ণা রায় ও সদস্য অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন, সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসকও রয়েছেন প্রচুর, কোথাও একটি বেডে দুটি শিশুর থাকার মতো ঘটনা ঘটছে না। দুর্ব্যবহারের অভিযোগও সঠিক নয়। কেন রেফার রোগ বেশি? কমিশনের বক্তব্য, যেহেতু আম জনতা মনে করছেন, এখানে চিকিৎসা পরিষেবা ভাল, তাই এখানেই নিয়ে আসছেন তাঁরা।

নিউটাউনে উদ্ধার বিপুল টাকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ মার্চঃ শহরে আবারও টাকার পাহাড়। নিউটাউনে ভুয়ো কল সেন্টারে পুলিশি হানায় উদ্ধার ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। উদ্ধার হয়েছে ১১টি ঘড়ি। দুটো সোনার আংটি। সূত্রের খবর, গত ৪ তারিখে ঘটনার তদন্তে প্রথম নামে পুলিশ। পাকড়াও করা হয় চার ভিন রাজ্যের বাসিন্দাদের। তাঁরা গুজরাট ও দিল্লিতে থাকেন বলে জানা যাচ্ছে। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাঁদের কাছ ১৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এই ঘটনার তদন্ত চলতে চলতেই গত ৬ তারিখে লিলুয়াতে হানা দেয়। সেখানে আরও দুজনকে পাকড়াও করা হয়। তাঁদের কাছে থাকা মোট ৬টি বিলাসবহুল গাড়ির সন্ধান পায় পুলিশ। এই ঘটনার রেশ ধরেই আরও ৩টি জায়গার সন্ধান পায়। খোঁজ মেলে নিউটাউনের এই ভুয়ো কল সেন্টারের। গতকালই সল্টলেকের একটি জায়গায় হানা দিয়েছিল পুলিশ। সেখান থেকে বেশ কিছু টাকা এবং নথিপত্র উদ্ধার হয়। উদ্ধার হয় বেশ কিছু কম্পিউটার, ল্যাপটপ। তারপরই এদিন নিউটাউনে হানা। সূত্রের খবর, কল সেন্টারের আড়ালেই চলত অসাধু কাজের চক্র।

রঙের উৎসবে মেতেছে গোটা দেশ, মথুরা-বৃন্দাবনে হোলি উদযাপন, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃদেশ জুড়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে রঙের উৎসব হোলি। উত্তর প্রদেশের মথুরা ও বৃন্দাবনে দেশ-বিদেশ থেকে এই উপলক্ষে বহু মানুষের সমাগম ঘটেছে। লাঠ-মারহোলি এখানে বিশেষ জনপ্রিয়। উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোলি উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বার্তায় তিনি জানান, হোলি হল জীবন ও প্রকৃতির ঔদার্যের প্রতীক। এই উৎসব দেশের বৈচিত্র্যেরমধ্যে ঐক্যের আদর্শ তুলে ধরে।হোলি উপলক্ষে বৃন্দাবনের শ্রী বাঁকে বিহারী মন্দিরে বুধবার সকালে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভিড় ছিল। রঙের উৎসবে হোলিতে মেতে ওঠেন মানুষজন। হোলি উপলক্ষে পঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে সরোবরে পুণ্যস্নান করেন ভক্তরা, সরোবরে স্নান করার পর স্বর্ণ মন্দিরে প্রার্থনাও করেন তাঁরা।

১০ মার্চ বাঁশ সংক্রান্ত কর্মশালার উদ্বোধন, আয়োজিত হবে বিশেষ প্রদর্শনীও

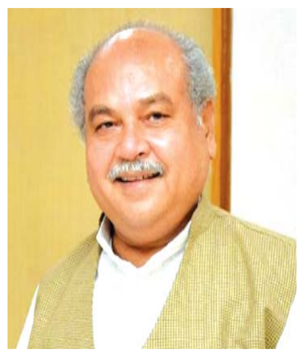

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর আগামী ১০ মার্চ নতুন দিল্লিতে বাঁশ সংক্রান্ত একটি কর্মশালার উদ্বোধন করবেন। এর আগে বৃহস্পতিবার দু'দিনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হচ্ছে বলে মন্ত্রক জানিয়েছে। বাঁশ থেকে তৈরি চিরাচরিত এবং আধুনিক উপায়ে উদ্ভাবিত বিভিন্ন পণ্য এতে তুলে ধরা হবে।ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা শিল্পজাত বহু পণ্য এই প্রদর্শনীতে জায়গা পাবে। পড়ুয়া, গৃহসজ্জা এবং আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী সহ বহু মানুষ এর ফলে উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

আরব সাগরে জরুরি অবতরণ নৌসেনার হেলিকপ্টারের, তিনজন ক্রু সদস্যই সুরক্ষিত

মুম্বই, ৮ মার্চ ঃমুম্বই উপকূলে আরব সাগরের জলে জরুরি অবতরণ করল নৌবাহিনীর একটি অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার (এএলএইচ)। ওই হেলিকপ্টারে তিন জন বিমানকর্মী ছিলেন। উপকূলের ধারে সমুদ্রের জলেই নামতে হয় কপ্টারটিকে। খবর পেয়ে দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকাজ। তিন জনকেই নিরাপদে উদ্ধার করা গিয়েছে। নৌবাহিনী জানিয়েছে, রুটিন যাতায়াতের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার মুম্বই থেকে উড়েছিল, উপকূলের কাছে সেটি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তক্ষণা উদ্ধারকাজ চালিয়ে ৩ জনকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নৌবাহিনী আরও জানিয়েছে, আচমকাই ক্ষমতা হারাতে থাকে চপারটি এবং উচ্চতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। আরব সাগরের জলে জরুরি অবতরণ হেলিকপ্টারটি, ৩ জন ক্রু মেম্বারকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়। বুধবার ভারতীয় নৌবাহিনীর ওই অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার (এএলএইচ) রুটিন যাতায়াতের সময় জরুরি অবতরণ করে মুম্বই উপকূলের ধারে। কপ্টারটির নাম ' মাঝ আকাশে এই কপ্টারে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল বলে মনে করা হচ্ছে, যে কারণে পাইলট জরুরি অবতরণে বাধ্য হন।নৌবাহিনীর তরফে টুইট করে বিষয়টি জানানো হয়েছে। ওই সময়ে উপকূলের ধারে নৌসেনার যে কর্মীরা নজরদারির কাজে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরাই উদ্ধারকাজে হাত লাগান। জলের মধ্যে থেকে তিন জনকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকাজে কোনও রকম বিলম্ব হলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারত বলে মনে করা হচ্ছে। কী ভাবে এই ঘটনা ঘটল, কেন জলের উপর কপ্টারটিকে অবতরণ করালেন পাইলট, ঠিক কী যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছিল, সেই সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য খতিয়ে দেখার জন্য নৌসেনার তরফে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী, শাহ, নাড্ডার উপস্থিতিতে ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ ডা. মানিক সাহা সহ ৯ জনের

আগরতলা, ৮ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিজেপির কো-অর্ডিনেটর সম্বিত পাত্র, নেডা-র আহ্বায়ক অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, দলের নির্বাচনী প্রভারী ড. মহেশ শর্মা, প্রদেশ বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সাংসদ বিপ্লবকুমার দেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিধায়ক প্রতিমা ভৌমিক, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, মুখ্যমন্ত্রীগণ যথাক্রমে সিকিমের প্রেমসিং তামাং, অরুণাচল প্রদেশের পেমা খান্ডু, মণিপুরের নংথমবাম বীরেন সিং, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা সহ বহুজনের উপস্থিতিতে

দ্বিতীয়বারের মতো ত্রিপুরার বিজেপি জোট-০২ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন ডা. মানিক সাহা। তাঁকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য। অন্য বহুজনের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনোদ তাওড়ে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভুপেন্দ্র যাদবও।ডা. মানিক সাহা ছাড়াও তাঁর মন্ত্রিসভার অন্য আট সদস্য যথাক্রমে রতনলাল নাথ, প্রণজি সিংহরায়, সুশান্ত চৌধুরী, সান্ত্বনা চাকমা, বিকাশ দেববর্মা, সুধাংশু দাস, টিঙ্কু রায় এবং শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া (জোট শরিক আইপিএফটি)-কেও পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যপাল।আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দানে লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে আজ বুধবার সকাল এগারোটা ১০ মিনিটে ভারতের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর ডা. মানিক সাহা এবং তাঁর নয় সদস্যের মন্ত্রীমণ্ডল শপথ নিয়েছেন।

নারীরা সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছেনঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ' নারী দিবস' উপলক্ষে দেশের মহিলা নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, আজকের নারীরা সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছেন। স্থাপন করছেন নজির বিহীন রেকর্ড। তিনি বলেন, মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সাম্য রক্ষায় এখনও আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি মেয়েদের, শুধুমাত্র পরিবারের গৌরব নয়, গোটা দেশের গর্ব হিসেবে অভিহিত করে, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব

দেন।বুধবার, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে দেশ জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছরের মূল ভাবনা- লিঙ্গ সমতার জন্য উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি। মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিনটি উদ্যাপন করা হচ্ছে।

দিল্লিতে রাজনাথের বাড়িতে হোলি উদযাপন, রঙ খেললেন জিনা রাইমন্ডো, অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরাও

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ দিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বাসভবনে উদযাপিত হল রঙের উৎসব হোলি। রঙ খেললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, কিরেণ রিজিজু, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। এছাড়াও মার্কিন বাণিজ্য সচিব জিনা রাইমন্ডোও রঙের উৎসবে সামিল হয়ে রং খেলেছেন। রঙের উৎসবে সামিল হয়ে মার্কিন বাণিজ্য সচিব জিনা রাইমন্ডো বলেছেন, এখানে আসাটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের,

আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই প্রথমবার হোলিতে অংশ নিলাম এবং আমি যথেষ্ট আনন্দিত।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, মার্কিন বাণিজ্য সচিব জিনা রাইমন্ডো এখানে এসেছেন। তিনি সেখানকার একজন দৃঢ়চেতা রাজনীতিবিদ। তিনি হোলি উদযাপন উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, তাই আমি তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, আমেরিকা ও ভারত বন্ধু। আমাদের অনেক ভালো অংশীদারিত্ব এবং জোট রয়েছে যা আমরা তৈরি করছি।...আমরা স্থিতিস্থাপক সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করছি। আমরা আমাদের সম্পর্ককে দুই বন্ধু বিশ্বস্ত অংশীদার হিসাবে প্রসারিত করছি।

গুয়াহাটিতে কইনাধরা রাজ্য অতিথিশালায় গাছের চারা রোপণ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

গুয়াহাটি, ৮ মার্চঃগুয়াহাটির খানাপাড়ায় কইনাধরা রাজ্য অতিথিশালায় একটি মূল্যবান ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় বিজেপি জোট-০২ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া এবং মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে কইনাধরা পাহাড়ে রাজ্য অতিথিশালা চত্বরে গাছের চারা রোপণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ডে জোট সরকারের শপথ গ্রহণ শেষে গতকাল বিকাল প্রায় পাঁচটা নাগাদ গুয়াহাটির লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ বিমানবন্দরে অবতরণ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিমানবন্দর থেকে কইনাধরা যাত্রাপথে গুয়াহাটির রাজপথে নাচেগানে মোদীকে স্বাগত জানান প্রায় ২০ হাজার জনতা। রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দল সমবেত গান ও নৃত্য পরিবেশন করেছে। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর যাত্রাপথে সকলকে হাত নেড়ে অভিবাদন-সম্ভাষণ জানিয়েছেন।এদিকে গতকাল রাতে তাঁর পৌরোহিত্যে কইনাধরায় রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সরকার পরিচালনায় মন্ত্রিবর্গকে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে দিকনির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সকলকে সততা, নিষ্ঠা এবং সর্বোপরি আন্তরিকতার সঙ্গে জনতার সেবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। বৈঠক শুরু হয়েছিল রাত প্রায় সাড়ে সাতটা থেকে।প্রধানমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট বৈঠক অসম তথা গোটার কাছে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত বলে বর্ণনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রীরো হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি তাঁর সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়েছেন ড. শর্মা।

হোলি পালন করতে গিয়ে পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার শিকার হিন্দু ছাত্ররা

লাহোর, ৮মার্চ ঃ পাকিস্তানে হোলি উসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে রঙের উৎসব আয়োজন করায় আক্রান্ত পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু হিন্দু পড়ুয়া। গত সোমবার হোলি উৎসব উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে রঙের উৎসবে মেতে উঠেছিলেন হিন্দু ছাত্ররা। আর তখনই তাদের উপরে চাাও হয় ইসলামি জামিয়াত তুলবা (আইজেটি) নামে একটি কট্টরবাদী মুসলিম সংগঠনের সদস্যরা। হিন্দু পড়ুয়াদের ব্যাপক মারধর করা হয়। হামলায় গুরুতর জখম হয়েছেন কমপক্ষে ১৫ হিন্দু ছাত্র।আক্রান্ত পুয়াদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই সোমবার পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসে হোলি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। নিজেদের মধ্যেই রং খেলায় মেতে উঠেছিলেন হিন্দু ছাত্ররা। আচমকাই ইসলামি জামিয়াত তুলবা নামে একটি কট্টরবাদী মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে লাটিসোটা নিয়ে হামলা চালানো হয়। উসবে মেতে ওঠা হিন্দু ছাত্রদের বেধড়ক মারধর করা হয়। আচমকা আক্রমণের মুখে পড়ে হতচকিত হয়ে পড়েন হিন্দু ছাত্ররা। অনেকেই প্রাণভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রুমে লুকিয়ে পানে।পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ ক্যাম্পাসে হোলি উৎসবের অন্যতম আয়োজক সিন্ধ কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক কাশিফ ব্রোহি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, হোলি উৎসবে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার পরেই ইসলামি জামিয়াত তুলবার পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হবে তা আঁচ করা যায়নি। পুলিশের কাছে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও হামলায় অভিযুক্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।

তুরস্কে সাধারণ নির্বাচনে ৬ দলের জোটের প্রার্থী কামাল কিলিকডারোগলু

আঙ্কারা, ৮ মার্চঃআগামী মে মাসে তুরস্কে সাধারণ নির্বাচনে । এই নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ৬ বিরোধী দল জোট বাঁধছে। ইতিমধ্যে তুর্কি প্রেসিডেন্ট পদে জোটের প্রার্থী হিসাবে ঠিক করা হয়েছে ' তুরস্কের গান্ধী' নামে খ্যাত কামাল কিলিকডারোগলুকে।তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। প্রায় দুই দশক ধরে তুরস্কের ক্ষমতায় রয়েছেন তিনি। আগামী নির্বাচনে জিতে আসন ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর এরদোয়ান। গত ফেব্রুয়ারি মাসে সে দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে চরম বিপাকে রয়েছেন সেদেশের মানুষ। তৈরি হয়েছে অর্থনৈতিক সংকটও। ফলে জনগণের মধ্যে এরদোয়ানের বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ ঘটছে। এই পরিস্থিতিতে গণক্ষোভকে কাজে লাগাতে তুরস্কের প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টির (সিএইচপি) উদ্যোগী হয়েছে। এই দলের শীর্ষনেতা কামাল কিলিকডারোগলুকে বর্তমান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আরও ৫ বিরোধী দল সমর্থন করেছে।প্রসঙ্গত, ৭৪ বছর বয়সী কিলিকডারোগলু স্বল্পভাষী হিসাবে পরিচিত। শান্ত স্বভাবের কারণে তাকে অনেক সময় ' গান্ধী কামাল' অথবা ' গান্ধী' নামে ডাকা হয়। আগে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন কিলিক ডারোগলু। আগামী নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী তিনি। নির্বাচনে জয়ী হলে ঐকমত্য ও পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ শাসন করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

দিল্লি আবগারি মামলায় কে কবিতাকে সমন ইডি-র, ৯ মার্চ হাজিরার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ দিল্লি আবগারি নীতি মামলায় বিআরসি এমএলসি ও তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর মেয়ে কে কবিতাকে সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বৃহস্পতিবার, ৯ মার্চ কে কবিতাকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, রেকর্ড করা হবে ভারত রাষ্ট্র সমিতি (তেলঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি)-র এমএলসি কে কবিতার বয়ান।দিল্লির সুরাকাণ্ডে তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর মেয়ে কে কবিতার নাম জ।য়িছে আগেই। দিল্লি সুরাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত অমিত অরোরার সঙ্গে কবিতার টেলিফোনে ঘন ঘন

কথা হত বলে জানা গিয়েছে। ধৃত অমিত দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার ঘনিষ্ঠ বলে তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে দাবি। যদিও সিবিআই এবং ইডি-র তৎপরতার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছে কেসিআরের দল।

দিনের শুরুতে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য, দেশের স্বার্থে দিনব্যাপী ধ্যানে অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃদিনের শুরুতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন, আর দিনের বাকিটা সময় দেশের স্বার্থে দিনব্যাপী ধ্যান করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বুধবার সকালে

রাজঘাটে গিয়ে বাপুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এরপর ধ্যানে মগ্ন হন তিনি, রঙের উৎসব হোলি উদযাপন করেননি কেজরিওয়াল।সত্যেন্দ্র জৈন এবং মণীশ সিসোদিয়ার গ্রেফতারির প্রেক্ষিতে এবার হোলি উদযাপন করেননি কেজরিওয়াল। পরিবর্তে তিনি ধ্যানে বসেন। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কেজরিওয়াল সারাদিন প্রার্থনা ও ধ্যান করেন। দেশের স্বার্থে সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি ধ্যান করবেন কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল এদিন জানান, যারা স্কুল-হাসপাতাল তৈরি করেছে তাঁদের কারাগারে পাঠাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী! যারা বিপুল অর্থ লুট করেছে তাঁদের আলিঙ্গন করছেন মোদীজি। দেশের অবস্থা উদ্বেগজনক।

পেঁয়াজ চাষিদের অবশ্যই আর্থিক সাহায্য দিতে হবে মহারাষ্ট্র সরকারকেঃছগন ভুজবল

মুম্বই, ৮ মার্চ ঃ পেঁয়াজের দাম পড়ে যাচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে এনসিপি বিধায়ক ছগন ভুজবল বললেন, পেঁয়াজ চাষিদের অবশ্যই আর্থিক সাহায্য দিতে হবে মহারাষ্ট্র সরকারকে। বুধবার মুম্বইয়ের সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এনসিপি বিধায়ক ছগন ভুজবল বলেছেন, মহারাষ্ট্র সরকারকে পেঁয়াজ চাষিদের আর্থিক সাহায্য দিতে হবে। গুজরাট সরকারও তাঁদের সাহায্য করছে। মহারাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো, যদি এমনটা দাবি করা হয়, তাহলে কেন কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না?।এনসিপি বিধায়ক ছগন ভুজবল আরও বলেছেন, তাছাড়া জাতীয় কৃষি সমবায় বিপণন ফেডারেশনের

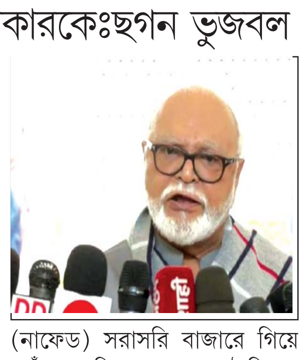

(নাফেড) সরাসরি বাজারে গিয়ে পেঁয়াজ নিলাম করা উচিত। এরফলে কমপক্ষে কুইন্টাল প্রতি ১০০-২০০ টাকা দাম বাড়িয়ে দেবে...যদি সরকার তাঁদের যথাযথভাবে সাহায্য না করে, তাহলে কৃষকরা রাস্তায় নেমে আসতে পারে এবং এর ফলে বিশৃঙ্খলতার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

পিআইবি কলকাতার উদ্যোগে আয়োজিত ' মিট দ্য অ্যাচিভার্স' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতী ও সফল চারজন মহিলা

কলকাতা,৮মার্চঃনিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই সফল। এমনকি নিজেদের পেশার জগতেও তাঁরা উকর্ষের অধিকারী। শুধু তাই নয়, গৃহকোণেও তাঁদের সাফল্য কম কিছু নয়। নিজেদের সন্তানদের দক্ষতার সঙ্গে লালনপালনের পাশাপাশি স্ত্রী, পুত্রবধূ, কন্যা এবং ভগিনী হিসেবেও সুচারুরূপে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।এমনই একঝাঁক সফল মহিলাদের নিয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আজ সাক্ষী রইল কলকাতা শহর। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র উদ্যোগে কলকাতার প্রেস ক্লাবে ' মিট দ্য অ্যাচিভার্স' শীর্ষক এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই সফল মহিলারা। তাঁরা হলেন - জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জেডএসআই)-এর ডিরেক্টর ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, আইসিএমআর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কলেরা অ্যান্ড এনটেরিক ডিজিজেস (নাইসেড)-এর ডিরেক্টর ডা. শান্তা দত্ত, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হেলথ অ্যান্ড পাবলিক হাইজিন (এআইআই এইচঅ্যান্ডপিএইচ)-এর ডিরেক্টর ডা. মধুমিতা দোবে এবং ২০১৫ সালে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার ক্ষেত্রে একমাত্র সফল মুসলিম মহিলা প্রতিনিধি শ্রীমতী তেহরিনা নাসরিন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন আয়কর আধিকারিক। সমস্ত রকম সামাজিক বিরূপ সমালোচনা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েও ১২ ঘন্টা ৩৮ মিনিট সময়কালের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন তিনি। তাঁর সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ হয় যখন তিনি ২০২২ সালে ৪ ঘন্টায় ২৩ মিনিটে অতিক্রম করেন জিব্রাল্টার চ্যানেল। হাওড়ার উলুবেড়িয়ার একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে এইভাবেই খ্যাতির শীর্ষে উঠে এসেছেন তিনি।আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডা. শান্তা দত্ত বলেন, দেশের মহিলাদের সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র সরকারি প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। এজন্য এগিয়ে আসা উচিত বেসরকারি সমস্ত পক্ষেরই। মহিলাদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে আজ অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে একথা যেমন সত্য, তেমনই সত্য একথাও যে মহিলাদের প্রতি ইতিবাচক সাহায্য ও সহযোগিতার হাত আরও প্রসারিত করা উচিত।ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে মহিলাদের মানসিকতাকে আরও ইতিবাচক করে তোলার ওপর জোর দিয়ে বলেন যে ডারউইনের বিবর্তনবাদের কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে। তিনি বলেন, মহিলারা এখন অনেক ক্ষেত্রেই পারদর্শী। একাধারে তিনি যেমন জননী, অন্যদিকে তিনি কারোর না কারোর স্ত্রী, কন্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী এবং ভ্রাতৃবধূ। শুধু তাই নয়, কোনও না কোনও সংস্থায় একজন দক্ষ কর্মী হিসেবেও তাঁরা যথেষ্ট সাফল্যের ছাপ রেখেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি এইভাবেই তাঁরা অনেক দায়িত্বই সামলান।মহিলাদের আয়ু পুরুষদের থেকে যে অনেক বেশি, একথা একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। এই কারণেই হয়তো একইসঙ্গে তাঁরা অনেক দায়িত্বই সামলাতে পারেন। আজ এমনটাই জানালেন ডা. মধুমিতা দোবে। তিনি বলেন, আজকের দিনে যা প্রয়োজন তা হল মহিলাদের সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন তিনি।শ্রীমতী তেহরিনা নাসরিন বলেন, যে পরিবেশে তিনি ব। হয়ে উঠেছেন সেখানে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি এক সময় অনেক বঞ্চনারও তাঁকে শিকার হতে হয়েছে। কিন্তু, যাকে তিনি তাঁর জীবনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেই মাসাদুর রহমান বৈদ্যের সাহায্য ও অনুপ্রেরণাতেই তিনি আজ এতদূরে আসতে পেরেছেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে তিনি স্নাতকোত্তর হয়েছেন এবং ইংলিশ চ্যানেলের ৬.৯ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউয়ের মোকাবিলা করে একজন মুসলিম মহিলা হিসেবে রেকর্ড গড়ে তুলেছেন। তবে এজন্য সমাজের ভ্রূকুটিকেও উপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে।

সহজ কথাটা না বুঝলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভবিষ্যৎ অন্ধকার, মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ মানুষ বিজেপিকে ভোট দিতে আসবেন মূলতঃ তার মতাদর্শে আকৃষ্ট হয়েই, কোথায় কটা নির্বাচিত কমিটি তা দেখে নয়। এই সহজ কথাটা না বুঝলে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির ভবিষ্য অন্ধকার।গত মঙ্গলবার দুপুরে টুইটারে এই মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। তিনি লিখেছেন, সাগরদীঘিতে তৃণমূলের মুসলিম ভোট কেন কমে গেল তা নিয়ে. তাঁরা দুশ্চিন্তায় আছেন, বিশ্লেষণ করছেন। কিন্তু বিজেপির হিন্দু ভোট কেন কমে গেল তা নিয়ে বিজেপির কোনো চিন্তা নেই, একমাত্র চিন্তা নিজেদের অমুক মন্ডলে কেন তমুককে বসানো হল তা নিয়েই। একটা পার্টি যখন এরকম অন্তর্মুখী হয়ে যায় তখন তার অগ্রগতির কোনো আশা থাকে না। এই অন্তর্মুখীনতা আমি উনিশশো-নব্বইয়ের দশক থেকে দেখে আসছি, এটা একটা অভিশাপ।জনসাধারণ কি চাইছেন, সেটা দিতে দলের কি কৌশল নিতে হবে, সেটা নিয়েই প্রথমে ভাবতে হবে, সাংগঠনিক ব্যাপার নিয়ে তার পরে।এর জবাবে সীতানাথ মার্দন্য, শুভেন্দু অধিকারী ও সৌমিত্র খানকে যুক্ত করে তথাগতবাবুকে টুইটারে লিখেছেন, স্যার এই ব্যাপারে আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। ২০২১ সালে সাগরদিঘীতে বিজেপি-র প্রার্থী ছিলেন মাফুজা খাতুন। স্বাভাবিক ভাবেই সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি পেয়েছিল। এইবার বিজেপি-র সংখ্যালঘু প্রার্থী না থাকায, সেই বাড়তি সংখ্যালঘু ভোট বিজেপি পায়নি। হিন্দু ভোট বিজেপি-র একটিও কমেনি।

৩-হাজারের গণ্ডি পেরোলো সক্রিয় রোগীর সংখ্যা, মৃত্যু থামলেও বাড়ছে আক্রান্ত

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩-হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গেল, ৬৭ দিন পর ৩-হাজারের গন্ডি পেরোলো সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩২৬ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,০৭৬-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৩২৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৮৮,৬৯৩ জন। মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭৭৫।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৪,৮৪২ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০২ হাজার ৯২৮ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৪, ৩১,৬৫১। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসি এমআর) জানিয়েছে, ৭ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৬৩,০৮৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৯ মার্চ ঃবৃহঃবার, ২৪ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৯মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৪ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৪ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৬এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৭৮শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টিহয়নি বুধবার। জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৮মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা -৪২ মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন।

রাশিফল

মেষ রাশিঃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। আজ আপনার বাড়ির বাইরে যাওয়ার আগে আপনার প্রবীণদের আশীর্বাদ লাভ করুন, এটি আপনার উপকারে আসবে।
বৃষভ রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আপনার লগ্নি এবং ভবিষ্য লক্ষ্য সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখুন।।
মিথুন রাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে। শুভ দিন হবে
কর্কট রাশিঃ আপনি কিছু আঘাতের সম্মুখীন হলে চরম সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। বিবাহের যোগ হবে।
সিংহ রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। এই চিহ্নের কিছু নেটিভ তাদের বাচ্চাদের মাধ্যমে আজ আর্থিক
কন্যা রাশিঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। অর্থ সঞ্চয়হবে
তুলা রাশিঃআপনার উচ্চ উদ্দীপনা সত্ত্বেও আপনি এমন কারোর অভাব অনুভব করবেন
বৃশ্চিক রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। শুভ রং হতে লাল
ধনু রাশিঃ বিদেশ যাত্রার সুযোগ। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজ।
মকর রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার দিন। পরিশ্রমের বিকল্প নেই আজ
কুম্ভ রাশিঃ কোন বন্ধু আপনার মুক্ত মানসিকতা এবং ধৈর্য্যশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে। অর্থ সঞ্চয়
মীন রাশিঃবহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। আজকের জন্যই বাঁচার আপনার যে প্রবণতা সেটিকে এবং

দ্রুত নগরায়নে বড় গাছের সংখ্যা কমছে, বাসস্থানের সংকটে পেঁচারা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মার্চ ঃ কৃষি জমির পাশেই পেঁচার জন্য বাসা বানিয়ে রাখেন পশ্চিম এশিয়ার কয়েকটি দেশের কৃষকেরা। এর কারণ হিসাবে জানা যায়, পেঁচারা জমির ধারে থাকা ইঁদুর খেয়ে ফসলকে রক্ষা করে থাকে। জর্ডন, ইজরায়েল, প্যালেসস্টাইনের মতো দেশের কৃষকেরা এই পদ্ধতি অবলম্বন করে বাস্তুতন্ত্রে পেঁচাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। অথচ এই পেঁচাকে ঘিরে নানান কুসংস্কারের অন্ত নেই আমাদের দেশে। একদিকে দিনের পর দিন গাছের সংখ্যা কমছে, তার উপর কুসংস্কার, এই দুই সাঁড়াশি আক্রমণে পেঁচার সংখ্যা ক্রমশই কমছে। যা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন পরিবেশ কর্মী থেকে পরিবেশ প্রেমী ও বনদপ্তর। এই বিষয়ে সকলকে সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করছেন সকলেই। মূলতঃ বড় গাছের কোঠর, পরিত্যক্ত বাড়ি, চিলেকোঠা, অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ঘর পেঁচাদের বসবাসের ঠিকানা। একপ্রকার বিপন্ন হতে বসেছে লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকা এই নিশাচর প্রাণী। বড় গাছ সরকারি, বেসরকারি ভাবে কাটা হচ্ছে। চোরাকারবারিরাও রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে গাছ পড়ে যাচ্ছে। ফলে গাছের কোঠরের সংখ্যা ও কমছে। হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য - সদস্যাদের অভিমত, দ্রুত নগরায়নের ফলে নির্বিচারে বড় গাছ থেকে ছোট গাছ কাটা হচ্ছে। এছাড়াও আয়লা, আমফানের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বহু গাছ উপড়ে গিয়েছিল হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায়। অপরদিকে আবার বাড়িতে পেঁচা ঢুকলে কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে তাকে তাড়িয়ে দেওয়াও হচ্ছে। বিগত কয়েক মাস আগে গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ২ নং ব্লকের অন্তর্গত নারিট গ্রামের একটি বাড়ির চিলেকোঠায় একটি লক্ষী পেঁচা তার বাচ্চাদের নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বাড়ির লোকের নজরে আসায় তারা পেঁচার বাচ্চাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাশের একটি বাঁশ বাগানে রেখে আসে। এই একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে আমতা ১ নং ব্লকের খড়দহ গ্রামে। সেখানে চিলেকোঠায় আশ্রয় নেওয়া পেঁচা ও তার বাচ্চাদের রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও চিনা মাঞ্জা সুতো পেঁচা ও অন্যান্য পাখিদের প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগেই বাগনানের শীতলাপুরে একটি পুকুরের উপর টাঙানো জালে জড়িয়ে গিয়েছিল একটি লক্ষী পেঁচা। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের মাজুতে গাছে জড়িয়ে থাকা চিনা মাঞ্জা সুতোয় জড়িয়ে যায় একটি পেঁচা। এই রকম অজস্র ঘটনার সাক্ষী হাওড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম, পরিবেশ প্রেমী, পরিবেশ কর্মী থেকে বন দপ্তর। বিগত বছরেই

হাওড়ার বিভিন্ন এলাকায় চিনা মাঞ্জায় ৪০ থেকে ৫০ টি পেঁচা আটকে পড়েছিল। এই বছরে এখনও পর্যন্ত হাওড়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ১০ থেকে ১৫ টি আটকে পড়েছিল বলে জানান হাওড়া জেলা যৌথ পরিবেশ মঞ্চের সদস্য -সদস্যারা। বাগনানের পরিবেশ কর্মী চিত্রক প্রামাণিক বিগত বছরেই শুধু বাগনান ও আশপাশ এলাকা থেকে ১০ টি আহত পেঁচাকে উদ্ধার করে বন দফতরের কর্মীদের হাতে তুলে দিয়েছেন নতুবা প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দিয়েছেন। পেঁচাদের রক্ষার জন্য শুরু হয়েছে এলাকায় এলাকায় সচেতনতার প্রচার। তবে তাতে করে যে খুব একটা কাজ হচ্ছে তা দাবি করা যাবে না। বন্যপ্রাণী সংরক্ষক ইন্দ্রজিত আদক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'হাওড়া জেলায় এখনও পর্যন্ত সাতটি প্রজাতির পেঁচার দেখা মিলেছে। যার মধ্যে রয়েছে ব্রাউন ফিস আউল, উরাসিয়ান বার্ণ আউল, কোলরেড স্কুপ আউল, স্পটেড আউল, ওরিয়েন্টাল স্কুপ আউল ইত্যাদি। এদের রক্ষা করাটা আমাদের অবশ্যই দরকার। পেঁচার এই বিপন্নতার কথা এক বাক্যে স্বীকার করে বন দফতরের হাওড়া আরবান রেঞ্জের আধিকারিক নির্মল মন্ডল বলেন, 'জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রুত নগরায়ন ঘটছে। বড় গাছের সংখ্যা দিনের পর দিন কমছে। পেঁচারা সাধারণ বড় গাছের কোঠরে থাকতে ভালোবাসে। গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে একই গাছে যেমন পেঁচা বাসা বাঁধছে তেমনই অন্য পাখি ও বাসা বাঁধছে। সেক্ষেত্রে নিভৃতে থাকতে চাওয়া পেঁচা তার সহজাত পরিবেশ হারিয়ে ফেলছে। পেঁচাদের রক্ষা করার জন্য সচেতন নাগরিক, পরিবেশ প্রেমী, পরিবেশ কর্মী, বন দফতরের পাশাপাশি সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে '।

উষ্ণতায় কাটবে মার্চ মাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ মার্চ মাস এবার উষ্ণতায় কাটবে পশ্চিমবঙ্গে, দিনের পাশাপাশি রাতের তাপমাত্রাও বাড়বে। ১১ মার্চের পর দিনের তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। অতএব উষ্ণ ফেব্রুয়ারির পরে এবার উষ্ণতর মার্চের পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও জানানো হয়েছে। ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশাতে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে ঝাড়খন্ড এবং ওড়িশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে আংশিক মেঘলা আকাশ দেখা যাবে। আগামী কিছু দিন কলকাতায় আংশিক মেঘলা থাকবে আকাশ। তবে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেও জানানো হয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহে রোদের তাপ আরও বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে কোথাও কোথাও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। উত্তরবঙ্গে হালকা ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার পারিশ্রমিক বাড়ানোর সিদ্ধান্ত শিক্ষা সংসদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার পারিশ্রমিক এবং পরিবহন ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন সংসদের সচিব তাপসকুমার মুখোপাধ্যায়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, স্ক্রুটিনিয়ার বা নম্বর পরীক্ষক এবং কো-অর্ডিনেটরদের বাড়তি পারিশ্রমিক ও পরিবহণ ভাতা দেওয়া হবে। আগে প্রতিটি খাতা দেখার জন্য পরীক্ষকদের এক টাকা করে দেওয়া হত। এখন পরীক্ষকরা পাবেন দেড় টাকা করে। স্ক্রুটিনির জন্য খাতা পিছু ৫ টাকার পরিবর্তে এখন ৬ টাকা করে দেওয়া হবে এবং রিভিউ বা স্ক্রুটিনির ক্ষেত্রেও পরীক্ষকরা একই পরিমাণ টাকা পাবেন। এছাড়া, টিএ হিসেবে প্রধান পরীক্ষকরা ২০০ টাকার জায়গায় ২৫০ টাকা করে পাবেন। পরীক্ষক এবং স্ক্রুটিনিয়ারদের দূরত্ব অনুযায়ী ৫০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত টিএ দেওয়া হবে। শিবির কো-অর্ডিনেটরদেরও বরাদ্দ ১৫০০ থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করা হয়েছে। শিবির কো-অর্ডিনেটররা টিএ বিল হিসেবে এখন ৫০ টাকার জায়গায় ১০০ টাকা করে পাবেন। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ওয়েবসাইটেও এই সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সংসদ। এই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হচ্ছে ১৪ মার্চ থেকে। চলবে ২৭ মার্চ পর্যন্ত।

শুক্রবারের ধর্মঘট প্রত্যাহারের আর্জি তৃণমূল কর্মচারী ফেডারেশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের আর্জি জানাল তৃণমূল কর্মচারী ফেডারেশন। বুধবার এই সংগঠনের নেতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, ''রাজ্যে অ্যাডিনোভাইরাস সংক্রমণের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে সরকারি কর্মচারীদের উচিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা। আমরা নীতিগত কারণেই বন্ধ বা ধর্মঘটের বিরোধী। কিন্তু এ বার নীতিগত কারণের থেকে মানবিক কারণই আমাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।'' মনোজবাবু বলেন, ''অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণের কারণে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে আরও অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে মহার্ঘ্য ভাতার দাবিতে প্রশাসনিক ধর্মঘট করা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেটা অবশ্যই ধর্মঘটী সরকারি কর্মচারীদের ভেবে দেখা উচিত।'' অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ায় সম্প্রতি বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে সকলকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রয়োজনে আবারও সবাইকে মাস্ক পরারও অনুরোধ করেছেন তিনি। তার পরেই অ্যাডিনোভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ করে ধর্মঘটের বিরোধিতায় নেমেছে শাসক তৃণমূল সমর্থিত সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন।

জাতীয় অশমশক্তি উত্তোলন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ব্যায়ামবীর তপন বিশ্বাস কাঠমান্ডুর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৮ মার্চ ঃ ৫৭ বছর বয়সে ও নিজের অদম্য জেদ ও সাহসকে ভর করে জয়নগর মজিলপুরের ব্যায়ামবীর তপন বিশ্বাস পাড়ি দিলেন নেপালের উদ্দেশ্যে। আর তার এই কাজে তাঁর পাশে থেকে তার এই যাত্রার সাফল্য কামনা করলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সহ গোটা জয়নগরবাসী। জাতীয় অশমশক্তি উত্তোলন ২০২২ এর প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে নেপালের কাঠমান্ডু শহরে আগামী ১০ মার্চ থেকে ১৩ মার্চ। আর এই প্রতিযোগিতার পাওয়ার লিফটিং- এ ভারতের হয়ে অংশ নিতে তাঁর এই যাত্রা। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের গহেরপুর বিবেকানন্দ সমিতির ব্যায়ামাগারে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করে চলেছেন প্রতিদিন। গরীব ঘরের সন্তান হয়ে সামান্য জমিতে চাষাবাদকে সামনে রেখে নিজের জেদ ও অদম্য ইচ্ছায় আজ সফল একজন ব্যায়ামবীর তিনি। জয়নগর মজিলপুর জে এম ট্রেনিং স্কুলের মিড ডে মিলের রাধুনির কাজ করে অতিকষ্টে দিন গুজরান তাঁর। তাঁর দুটি মেয়ে ও স্ত্রী আছে। মেয়ে দুজনের বিবাহ দিয়েছেন এই চরম দারিদ্রতার মধ্যেও। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে ভেঙে পড়েন নি তিনি। চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সাধনার কাজ। ইতিমধ্যে রাজ্য স্তরে পাওয়ার লিফটিং এ ১২ বার প্রথম স্থানে ও ৫ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ২০১৮ সালের ২২ এপ্রিল তিনি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৯২ সালে কলকাতার বেলেঘাটা তরুন সংঘের হওয়া রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় ২ য় এবং জয়নগরে ১৯৯৮ সাল ও ২০০০ সালে হওয়া রাজ্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। গুরগাঁও শহরের বাদশাপুরে হওয়া জাতীয় বেঞ্চপ্রেস প্রতিযোগিতায় ৮০ কেজি ওজন তুলে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হন। বর্তমানে চরম দারিদ্রের ভেতরে থেকেও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই তো নেপালের কাঠমান্ডুতে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। আর তাঁর এই সাফল্যের পেছনে তাঁর ক্লাব গহেরপুর বিবেকানন্দ সমিতিও এগিয়ে এসেছেন। এগিয়ে এসেছেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা সহ এলাকার বহু সাধারণ মানুষ। সবাই চায় তাঁর এই প্রতিভা দেশের বাইরে ও ছড়িয়ে পড়ুক। জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের এক চিলতে ভাঙা ঘরে দাঁড়িয়ে নেপালে যাওয়ার ঠিক আগে বুধবার তিনি জানালেন তাঁর এই কাজের পাওয়া না পাওয়া সহ একাধিক বিষয়। সফল গরীব এই ব্যায়ামবীর তপন বিশ্বাস কাঠমান্ডুতে যাবার আগে একরাশ আশা নিয়ে পাড়ি দিলেন জয়নগর থেকে। আর জয়নগরের মানুষ ও চান তাঁর এই আশা পূরণ হোক।

পৃথক তিন বাইক দুর্ঘটনায় উলুবেড়িয়ায় মৃত ৬

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৮ মার্চ ঃ পরপর তিন বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ৬ আরোহী। তিনটি দুর্ঘটনাই ঘটেছে উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত একাধিক এলাকায়। রং খেলে বেড়াতে বেরিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়েছেন অধিকাংশ বাইক আরোহী। তাঁরা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বুধবার রং খেলে বাইক নিয়ে বেড়াতে গিয়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ যুবকের। আহত হয়েছেন আরও এক যুবক। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের বাইক রাস্তার পাশের বৈদ্যুতিক পোস্টে ধাক্কা মারে। মর্মান্তিক এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উলুবেড়িয়া থানা চন্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলগাছিয়ার জয়রামপুরে। পুলিশ জানিয়েছেন, মৃত দুই যুবকের নাম নিতাই পাল (২৯) ও প্রদ্যুৎ মাইতি (২২)। তাঁদের বাড়ি বাগনান থানার বাঙালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুরে। আর রথীন্দ্র ভর্তি রয়েছেন ফুলেশ্বরের এক বেসরকারি হাসপাতালে। তাঁর অবস্থা যথেষ্ট সংকটজনক বলেই হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। আরেকটি বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আমতায় মুখোমুখি বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিনজনের। আহত আরও দুজন। মঙ্গলবার সন্ধ্যেয় ঘটনাটি ঘটেছে আমতা রানিহাটি রোডের চাখানা এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃতরা হলেন কৌশিক কোলে, কার্তিক পাত্র ও শেখ শাহিল। কৌশিক ও কার্তিকের বাড়ি আমতার সোমেশ্বরে। শাহিলের বাড়ি ডোমজুড়। সকলেরই বয়স ২৫ বছরের মধ্যে। আরও একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে কাউঝুড়ি এলাকায়।

উত্তরপাড়ায় মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন

বনস্পতি দে, হুগলি, ৮ মার্চ ঃ হুগলির উত্তরপাড়ায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করলো মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস বুধবার দুপুরে এদিন উত্তরপাড়া পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কার্যালয়ে এই ওয়ার্ডের মহিলা কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদবের নেতৃত্বে তৃণমূল মহিলা কর্মীরা

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করেন। তারা এই ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের গ্রিটিংস বসন্ত উৎসবের শুভেচ্ছা বার্তা আবির ও ফুল প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের হাতে তুলে দিলেন । এই প্রসঙ্গে হুগলি জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এই পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব বলেন, আমরা প্রত্যেক বছর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করি এবার আমি প্রথম কাউন্সিলর এই ওয়ার্ডের প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মহিলাদের হাতে গ্রিটিংস শুভেচ্ছা বসন্ত উৎসবের বার্তা আবির ও ফুল মহিলাদের হাতে তুলে দিলাম তারা খুব খুশি হয়েছেন। ঘরের কাজকর্ম সেরে, পার্টির সংগঠন গুছিয়ে আমি কাউন্সিলার হিসাবে সাধারণ মানুষের পাশে আছি থাকবো প্রত্যেক মহিলাদের প্রতি আমার বক্তব্য মা দুর্গার যেমন দশটা হাত তেমনি তোমরা সবরকম কাজ করে সমাজের কাছে এগিয়ে যাও ।

হরিদেবপুরে তরুণীর মৃত্যুতদন্তে নয়া মোড়, গ্রেফতার আরও ১

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ ডালিয়া চক্রবর্তী নামে তরুণীকে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বুধবার সকালে অর্জুন দাস নামে আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। মৃতার স্বামী রাহুল চক্রবর্তী অবশ্য

আগেই অরুণাভ পাত্র-সহ আরও বেশ কয়েক জনের বিরুদ্ধে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অরুণাভকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযুক্ত দু'জনকে জেরা করে নয়া তথ্য মিলছে বলে দাবি পুলিশের। তাদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে এই ঘটনার কিনারা করতে চাইছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে অরুণাভর বয়স ৩৭। তিনি হাওড়ার জগাছা এলাকার বাসিন্দা। অর্জুন দাসের বয়স ৫১। তিনি দত্তপুকুর এলাকার বাসিন্দা। সকালে দেহ উদ্ধারের পর তরুণীর মোবাইল ফোন থেকে অরুণাভ পাত্রের খোঁজ পায় পুলিশ। বিকেলে সোনারপুর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে লালবাজারের গোয়েন্দারা। দোলের দিন সকালে হরিদেবপুরে পাওয়া গিয়েছিল অজ্ঞাতপরিচয় তরুণীর দেহ। পরে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণী নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ছিল, গলায় ফাঁস দিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্তে নেমে তারা জানতে পেরেছে ডালিয়া 'এসকর্ট সার্ভিসে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওই ব্যবসায় ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়ার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় অরুণাভর। প্রথমে একটি 'সিকিয়োরিটি এজেন্সি'তে কাজ করা অরুণাভ ডালিয়ার এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। পুলিশের অনুমান, অর্থের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে বচসার জেরেই ডালিয়াকে খুন করেছেন অরুণাভ। সোমবার বিকেল ৪ টে নাগাদ নরেন্দ্রপুরের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ডালিয়া। তার পর সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ সর্বশেষ অবস্থানের মাধ্যমে শেষ বারের মতো ডালিয়ার অবস্থান জানতে পারেন তাঁর স্বামী রাহুল। প্রাথমিক তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, হরিদেবপুর এলাকার একটি ভাড়া ফ্ল্যাটে অরুণাভর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ডালিয়া। সেখানেই তাঁদের মধ্যে বচসা হয়। তার পর শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় ডালিয়াকে। পুলিশ মনে করছে, ডালিয়ার দেহকে সরানোর উদ্দেশ্যেই অর্জুনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন অরুণাভ। ঘটনাচক্রে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, শ্বাসরোধ হওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ডালিয়ার। তবে সব দিক খতিয়ে দেখে তবেই এই ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ।

চটজলদি আন্দোলনে নেমে প্রতিবাদের প্রেক্ষিতটাকে ধরতে উদ্যোগী সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত ভোটকে সামনে রেখে সিপিএমের আন্দোলনে জোর বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছে। অন্য মেজাজে দেখা যাচ্ছে দলকে। যেখানে গেরুয়া শিবির অনেক পিছিয়ে গিয়েছে লাল ঝান্ডার থেকে। সিপিএমের এক রাজ্য নেতার দাবি, গতবারের মতো এ বারের নির্বাচনে শাসকদলকে ফাঁকা মাঠে ছাড়া হবে না। আটঘাট বেঁধেই মাঠে নামবে পার্টি। বামেদের দলে তরুণদের নেতৃত্বে আনা হয়েছে। গ্রামে গঞ্জে মিছিল-জাঠা সফল হয়েছে। মানুষের ভাল সাড়া মিলছে। রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম নিজে সারা রাজ্য ছুটে বেড়াচ্ছেন। বাকি নেতারাও দৌড়াচ্ছেন। বিভিন্ন কর্মসূচিতে ছাত্র-যুবদের মেজাজটাও দেখা যাচ্ছে। বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তীদের নেতৃত্বে সিপিএমের আন্দোলনের ঝাঁঝ বেড়েছে। বুধবার আলিমুদ্দিনের এক সিপিএম নেতা জানান, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আন্দোলন হোক অথবা শাসক দলের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পেলে কর্মসূচি। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাত ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বৈঠক বা আলোচনা করে সময় নিয়ে কর্মসূচি নয়। জ্বলন্ত বা হাতে-গরম ইস্যু এলেই সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গি আন্দোলন। বিজেপি নামার আগেই বিষয়টাকে ধরে নেওয়া। দলের নির্দেশ, বিরাট জমায়েতের অপেক্ষা না করে ছোট ছোট দলেই নামতে হবে। মিটিং, মিছিল থেকে শুরু করে রাস্তা অবরোধ সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে কর্মীদের। এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সামনে পঞ্চায়েত ভোট, তারপর লোকসভা নির্বাচন। বড় জমায়েতের থেকে স্ট্রিট কর্নার, এলাকা ভিত্তিক স্কোয়াড, বাড়ি বাড়ি প্রচার ও খাটিয়া বৈঠকে জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ, বড় জমায়েতের থেকে এই ছোট

কর্মসূচিতে মানুষের কাছে দলের বক্তব্য আরও বেশি করে পৌঁছানো যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে পথে নামতে কিছু নেতা কর্মী সমর্থকদের প্রস্তুত রাখা হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই বাহিনীকেই দেখা যাবে কেন্দ্র বা রাজ্যের পাশাপাশি গ্রামের কোনও সমস্যা নিয়েও পথে নামতে। ইতিমধ্যেই পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি কর্মসূচিতে সাফল্য পেয়েছে আলিমুদ্দিন। অনেক সময় দিনক্ষণ ঠিক করে সভা সমিতি বা বিক্ষোভ কর্মসূচি করার সিদ্ধান্ত নিতে সময় লেগে যায়। অনেক সময় আবার প্রশাসনের তরফ থেকে অনুমতিও মেলে না। ফলে সবকিছু গুছিয়ে আন্দোলনে নামতে গিয়ে বিষয়টাই হারিয়ে যায়। তাই এ বার থেকে সরকার বা শাসকদলের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ পেলেই তৎক্ষণাত রাস্তায় নেমে পাতে হবে। এমনই পরিকল্পনা বঙ্গ সিপিএমের।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝিল থেকে উদ্ধার প্রাক্তন ছাত্রের মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ সোমবার থেকে দোলের আনন্দে মাতোয়ারা যাদবপুরের পড়ুয়ারা। রঙের উৎসবে মেতে গোটা ক্যাম্পাস। তারমধ্যে আচমকা ঘটে গেল বড় দুর্ঘটনা। ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকা ঝিল থেকে উদ্ধার হল এক প্রাক্তন ছাত্রের মৃতদেহ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন বিকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় যাদবপুর ক্যাম্পাসে। সূত্রের খবর, এদিন বিকালে ঝিলপাড়ে পাঁচ বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন ওই প্রাক্তন ছাত্র। খেলছিলেন দোলও। তখনই মুখ ধুতে গিয়ে জলে পড়ে যায় বলে খবর। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর ছাত্রছাত্রীরাই কর্তৃপক্ষকে ঘটনার কথা জানান। খবর যায় পুলিশে। ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ চলে যুবকের। বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। তৎক্ষণাত তাঁকে এসএসকেএম

হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত ছাত্রের নাম মহঃ আসিফ মণ্ডল। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে যাদবপুর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিয়ে বিগত কয়েক মাসে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছে যাদবপুর ক্যাম্পাস। জারিও হয়েছে নির্দেশিকা। তবে তা আপত্তিও জানিয়েছেন অনেকে। বিতর্কের মুখে গেটের সামনে বিজ্ঞপ্তি ঝোলানোর পরেও তা প্রত্যাহার করা হয়। এমনকী দোলের আগেও ক্যাম্পাসের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষের তরফে জারি হয় নির্দেশিকা। কোনওভাবেই যাতে ক্যাম্পাসের পঠনপাঠন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়। এরইমধ্যে এবার এই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপানউতর। কিছুদিন আগেই ওই যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন সহ-উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, ঘটনাটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অনভিপ্রেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো ছিল। তবে সিকিউরিটি দিয়ে তো আর সবকিছু আটকানো যায় না। ক্যাম্পাসে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের একসঙ্গে দোল খেলতে আগেও দেখা গিয়েছে। এবারও হয়েছে। তবে এবারে তুলনামূলকভাবে আগের থেকে অনেক কম উদ্‌যাপন দেখা গিয়েছে ক্যাম্পাসে। তারমধ্যেও এরকম একটা ঘটনা ঘটনা ঘটে গেল।

বাঁধাঘাটে বাইক দুর্ঘটনার বলি ২ যুবক, মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন দাবি পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মার্চ ঃ দোলের দিন রাতে হাওড়ার বাঁধাঘাট এলাকায় বাইক দুর্ঘটনার বলি ২ যুবক। এরা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলে দাবি পুলিশের। দোলের দিন রাতে মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে বাইক চালাতে গিয়ে মৃত্যু হয় ওই দুই যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে হাওড়ার মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার বাঁধাঘাটে বড়মার মন্দিরের সামনে। এদের কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন মালিপাঁচঘড়া থানার ওসি, গোলাবাড়ি ট্রাফিক গার্ডের আইসি সহ পুলিশ আধিকারিকরা। গোলাবাড়ি ট্রাফিক গার্ড সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ সালকিয়া বাঁধাঘাটের শ্রীঅরবিন্দ রোডে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। ওই দুই যুবক মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে বাইক নিয়ে যাবার সময় প্রথমে এক পথচারীকে ধাক্কা মারেন। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার ট্রান্সফর্মার পোলে গিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে দুজনেই এরা রাস্তায় ছিটকে পড়েন। মারাত্মক এই দুর্ঘটনার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় এদের দু'জনকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় টিএলজয়সওয়াল হাসপাতালে। সেখান থেকে এদের স্থানান্তরিত করা হয় গোলাবাড়ির আইএলএস বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা এদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত যুবকদের নাম রোহন গুপ্তা (২৪) এবং পীযূষ আগরওয়াল (২৬)। এরা দু'জনেই ব্যবসায়ী। এরা বাঁধাঘাটের বাজলপাড়া এলাকার বাসিন্দ। এদের দুজনের মাথাতেই হেলমেট ছিল না। মদ্যপ অবস্থায় এরা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। বাইক চালাচ্ছিলেন পীযূষ। রোহন ছিলেন বাইকের পিছনে। পুলিশ জানিয়েছে, যে পথচারীকে এরা ধাক্কা মারে সেই পথচারীও দুর্ঘটনায় জখম হন। দুই যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় বাঁধাঘাটের বাজলপাড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এপিডিআরের উদ্যোগে সুন্দরবনের অসহায় মহিলাদের নিয়ে কুলতলিতে নারী দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ৮ মার্চ ঃ সুন্দরবনের অসহায় মানুষ, মৎস্যজীবিদের উপর সরকারি অবহেলা সহ একাধিক কাজে এলাকায় থেকে তাদের নায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে কাজ করে চলেছে এপিডিআর নামে একটি গণসংগঠন। আর বুধবার সুন্দরবনের কুলতলির কাঁটামারিতে ১১৩ তম আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পালিত হল এপিডিআর জয়নগর ও মৈপিঠ শাখার যৌথ উদ্যোগে। তাতে অংশগ্রহণ করেন ৮০ এর বেশি সুন্দরবনের শ্রমজীবী মহিলা। যাঁরা ভাগ করে নেন তাঁদের প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াই সংগ্রামের কথা। এঁরা বেশিরভাগই রুটিরুজির টানে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল, কেউ মীন, কাঁকড়া ধরেন, কেউ বা মধু সংগ্রহ করেন। অনেক সময়ই জীবিকার প্রয়োজনে নদীতে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের মুখে পড়ে প্রাণ হারাতে হয় তাদের। তাঁরা বা তাঁদের পরিবারের কেউ বাঘে আক্রান্ত বা নিহত হলে মেলে না ন্যায্য ক্ষতিপূরণ। এই ক্ষতিপূরণের দাবিতে বনদপ্তর থেকে শুরু করে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে গেলেও মেলে সেই বঞ্চনা। এর বিরুদ্ধে লড়ছেন তাঁরা। জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে লড়াই করে স্বামীকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনা সুন্দরবনের জ্যোৎস্নাশী এদিন তাঁর লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। একদিকে জঙ্গলে বাঘের সঙ্গে লড়াই, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক বঞ্চনার বিরুদ্ধের লড়াই। অন্যদিকে আর এক বঞ্চনার কথা শোনালেন ছবি হালদার, জানালেন একশো দিনের কাজে জঙ্গলে গাছ লাগিয়েছেন দু'বছর হয়ে গেল। অথচ এখনো প্রাপ্য মজুরি পান নি। মজুরির দাবিতে বারবার চিতুরি বিট অফিসে গেলে ও তাদের দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। টাকা তো মেলেই না। এই সমস্যা এলাকার অনেকেরই। প্রাপ্য মজুরির দাবিতে তাঁরা লড়ছেন। এছাড়াও অনেকে মাঠের কাজ করেন। মজুরি পান। যদিও পুরুষদের সমান মজুরি অর্থাৎ সমকাজে সমবেতন তাঁরা পান না। এর পাশাপাশি রয়েছে গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই। দিনের শেষে তরকারিতে নুন বেশি হলে বা যৎসামান্য কারণে স্বামী বা ছেলের হাতে মার খেতে হয়। এর বিরুদ্ধেও মহিলারা আওয়াজ তুলছেন। সর্বোপরি এদিন এই বিশেষ দিনটি পালনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের শ্রমজীবী মহিলারা শপথ নেন সমস্ত বঞ্চনা-নির্যাতন-দুর্ব্যবহার বৈষম্য- দুর্যোগের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই চালাবেন, একজোট হয়ে। এপিডিআরের পক্ষে তাঁদের ন্যায্য অধিকারের দাবিতে এই লড়াইয়ের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেন নিশা বিশ্বাস, মিঠুন মন্ডল প্রমুখ। এদিন এপিডিআরের রাজ্য সম্পাদক রঞ্জীত শূর ও জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। এদিন ঝুমুর গানে নৃত্য পরিবেশন করে এলাকার খুদে বাচ্চারা। সুন্দরবনের মানুষের লড়াই নিয়ে করেন সোনালী সাপুই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৯৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪ ফাল্গুন, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

জাতীয় জাগরণে ‘দোল’ এবং ‘রাখি’

ভারতের জাতীয় জাগরণে ‘দোল’ এবং ‘রাখি’ উৎসব বিশেষ দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। রাখি উৎসবকে বিপ্লবীরা তাদের নিজস্ব উৎসব বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি উৎসবকে সবার উৎসব বলে গ্রহণ করে। তিনি তখন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের দিকে তাকিয়ে রাখি উৎসবকে পালন করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দিবস পালন করা কালীন হিন্দু মুসলিমদের সবার হাতে রাখি পরিয়ে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম ধ্বনি দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলার ভাগকে রুখে দেবে। বাংলা ভাগ করা চলবে না। বাংলাকে ভাগ করতে গেলে রক্ত গঙ্গা বইতে থাকবে বাংলার সর্বত্র। পবিত্র বাংলা ভূমি রক্তে রাঙা হয়ে উঠতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং রাস্তায় নেমে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গান গেয়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা করতে শুরু করলেন। সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়সহ বাংলার আরও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সবার মুখে একটি স্লোগান শুনতে পাওয়া গিয়েছিল বাংলা ভাগ করা চলবে না। সারা বাংলা জুড়ে সেই সময়ে একদিন অরন্ধন পালন করা হয়েছিল। কেউ সেই সময়ে ঘরে রান্না করেনি। সবাই অনাহারে একদিন কাটিয়েছিল। একদিনের অনশন। জল পান করতেও কেউ দ্বিধা বোধ করতে থাকে। বাংলার বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের রূপ দেখে ইংরেজ শাসকেরা ভয় পেয়ে যায়। তারা তখন আপোষ করার পথ খুঁজে বের করার কথা ভাবতে থাকে। চিন্তা করতে থাকে বাংলার কলকাতায় আর রাজধানি রাখাটা ঠিক হবে না। কলকাতায় রাজধানি রাখতে গেলে ব্রিটিশ সরকারকে তার গুণগার দিতে হবে। সেই কারণে কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। রাখি উৎসব সেই সময় থেকে বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। রাখি উৎসব পালন করতে তখন কোনও মুসলিমরা বাধা দেয়নি। তারা হাতে রাখি পরতে শুরু করে দিয়েছিল। কলকাতা ফেডারেশন হল থেকে বাগবজারের বসু বাড়িতে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পদযাত্রা গিয়ে সমাপ্ত হয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে উপস্থিত হিন্দু মুসলিমরা রাখি পরে বাংলার ভাগের বিরোধিতা করতে শুরু করে। বিকালে কলকাতার টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে বহু হিন্দু এবং মুসলমানরা উপস্থিত থেকে এক কণ্ঠে বাংলার ভাগের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ‘বন্দেমাতরম’, ‘বাংলার মাটি বাংলার ফল’ এবং ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি গেয়ে ছিলেন নিজ কণ্ঠে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা করার ফলে সারা বাংলা জুড়ে প্রবল আন্দোলন দেখা দিতে শুরু করলো। তখন ঘরে ঘরে ‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটা শোনা যেত। এবং ইংরেজ শাসকদের দেখতে পেলেই ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দিতে থাকতো। তারপর থেকেই বাংলার রাখি উৎসব জনপ্রিয় হতে শুরু করে। দোলকে নিয়ে এসেছিলেন চৈতন্যদেব। তিনি বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে বৃন্দাবনের হোলিকে বাংলায় দোল উৎসবে পরিণত করেছিলেন। হোলিকে দোল হিসাবে গ্রহণ করে চৈতন্যদেব তন্ত্র সাধক এবং সমাজের রক্ষণশীলপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার হাতিয়ার তৈরি করলেন। সংকীর্তনকে সঙ্গে নিয়ে দোলকে সঙ্গী করে দিনি জগাই এবং মাধাই বধ করেছিলেন। তারপরে কাজি দলন। নগর সংকীর্তন বন্ধ করে দেওয়ার ফতোয়া জারি করেছিলেন নবদ্বীপের কাজি।

পয়লা নম্বর অপরাধী বিনয় মিশ্র

গোরু এবং কয়লা পাচারের পয়লা নম্বর অপরাধী বিনয় মিশ্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়লা ও গরু পাচারে অভিযুক্ত যুব নেতা বিনয় মিশ্রকে চেনেন না বলে জানিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়লা এবং গরু পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রের ওপরে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছে। এদিকে সিবিআই গরু ও কয়লা পাচার কাণ্ডে জড়িতদের বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করছে। সেই সূত্র ধরে বিজেপি দলের নেতারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার চলাছে। গরু এবং কয়লা পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্র এখন অনেকিটা ফিকে হয়ে গিয়েছে। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও গরু ও কয়লা পাচারের ব্যাপার নিয়ে জেরা করতে শুরু করেছে ইডি। বলা হচ্ছে বিনয় মিশ্রের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ রয়েছে। বিনয় মিশ্র ব’কলমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে টাকা দিত। কয়লা ও গরু পাচারের কারবার রমরমা করেছিল বিনয় মিশ্র। একটি বিরাট নেটওয়ার্ক কাজ করতো এই কয়লা ও গরু পাচার নিয়ে। বাংলাদেশের বহু অপরাধীরা এই পাচার কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত বলে মনে করেইডি। এই নিয়ে ইডি তদন্ত করছে এবং বাংলাদেশের অপরাধীদের সঙ্গে কাদের যোগাযোগ রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। কয়লা পাচার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে আঙ্গুল তোলা হয়েছে। কয়লা তো কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেনি। শর্ষের মধ্যে ভূত রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত তদন্ত শেষ করতে পারেনি। বহু কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকেরা এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। কোল ইণ্ডিয়ার কর্তারাও কয়লা কেলেঙ্কারীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। তাদের নাম এখনও পর্যন্ত কেন সমানে এল তা তা নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিনয় মিশ্র কয়লা এবং গরুর পাচার কাণ্ডের নায়ক ছিলেন। তিনি গত কয়েক বছর ধরে কাদের সঙ্গে কথা বলেছেন কত টাকা লেনদেন করেছেন তা জানার জন্য টেলিফোন বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছে। তাদের কথাকে টেপ করা হয়েছে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অহংকার। অহংকার পতনের মূল কারণ। সীতা হরণ করতে গিয়েই রাবণ বিপদে পড়ে গেলেন। কোনও সময়ে নারী অপহরণ কাজে লিপ্ত থাকবে না। নারীকে অপমানিত করা মানেই নিজের পরাজয়কে ডেকে নিয়ে আসা। ঈশ্বর নারীকে একটি শক্তি দিয়েছেন সেই শক্তি হল সাহসের শক্তি। সহনশীলতার শক্তি।

নারীরা কীভাবে পুরুষ সমাজ দ্বারা নিস্পেষিত হতে শুরু করেছিল তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বাংলার মনীষীরা

রবীন্দ্রকুমার শীল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চলে আসে যাঁর নাম বাংলায় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করাটা বাংলায় একেবারে অসম্ভব। তিনি নারীদের কুসংস্কার সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। নারীরা কীভাবে পুরুষ সমাজ দ্বারা নিঃপেষিত হতে শুরু করেছিল তা তিনি নিজের চোখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মায়ের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তার কারণ তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের রীতিকে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে এই কারণে তাজ্যপুত্র করেন। তিনি রাধানগর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতা থেকেই শুরু করতে হবে নারী মুক্তির আন্দোলন। তিনি নারী জাতিকে পুরুষ সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় বের করতে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে শুরু করলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। নারী জীবনকে রক্ষা করাই ছিল তঁর মূল লক্ষ্য। সতী হওয়াটা সেই সময়ে নারী কাছে খুব গর্বের বিষয় ছিল। তবে আবার কোনও কোনও সময়ে নারী সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। যারা সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না তাদেরকে ধরে বেঁধে মারতে মারেত শ্মশানে নিয়ে আসা হতো এবং জ্বলন্ত চিতাতে অচৈতন্য মহিলাকে ছুড়ে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই নির্মম চিত্র দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন প্রথম কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক। তিনি একটি মহিলাকে শ্মশান থেকে উদ্ধার করে তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই দৃষ্টান্ত থেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং সতীদাহ প্রথা রোধ করতে তিনি ইংরেজ শাসকদের সাহায্য চান। কিন্তু হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীপন্থীরা অতি শক্তিশালী ছিল। তার ফলে রাজা রামমোহন রায়কে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল সতীদাহ প্রথা রোধ করতে। তিনি বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পার্লামেন্টে উপস্থিত থেকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের শ্লোক তুলে ধরে দেখিয়ে ছিলেন ব্যাখ্যা দিলেন নারী অধিকার রয়েছে তার ইচ্ছা মতো জীবিকা নির্বাহের। সতীদাহ প্রথাকে হিন্দু শাস্ত্র কোনও সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি বলে গ্রহণ করেনি। সতীদাহ প্রথা রোধ হয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ছিল প্রকৃত নারী নারী মুক্তি দিতে গেলে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এগিয়ে এসেছিলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। তিনি বিলাত থেকে এসে এখানে একটি মহিলাদের স্কুল খেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগে একটি নামমাত্র মহিলা স্কুল ছিল। বঙ্গ মহিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। বেথুন সাহেব এসে স্কুল খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন পিণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি বেথুন সাহেবকে সাহস দিয়ে স্কুল নির্মাণ করালেন। কিন্তু স্কুল তো নির্মাণ করলেই হলো না ছাত্রী কোথায়। তখন মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং মহিলা স্কুলের ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন। এরপরে এসে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। যদিও এর আগেই বিদ্যাসাগর মহিলা শিক্ষা প্রসার এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি জেলায় একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা জন উদ্যোগী হলেন। তারপরে বেথুন স্কুলে সভাপতি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে তিনি এই স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপরে উদ্যোগী হন। মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে নারী মুক্তির কথা ভাবা একেবারে অবান্তর সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তার ওপরে রয়েছে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ইচ্ছা। নারীরা বৈধব্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মচার্য পালন করতে থাকবে অজীবন তা তিনি সহ্য করতে পারেননি। বাল বিধবারা যাতে আবার বিবাহ করে ঘর সংসার করার অনুমতি পায় সমাজ থেকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন নারী মুক্তির শক্তিশালী পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। নারী মুক্তি আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ভূমিকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন। বাংলার বহু পণ্ডিতেরা এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর বাড়ির সেখানকার মহিলাদের শিক্ষা দান করতেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে আর সক্রিয় করতে তুলে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বাগবজারে একটি মহিলা স্কুল নির্মাণ করেন। সেখানে মহিলাদের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি কুটির শিল্প এবং হস্ত শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কুটির শিল্প প্রশিক্ষণে মহিলারা যাতে অংশ গ্রহণ করে উপার্জন করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সময়কার বাজার উপযোগী পণ্য মহিলা যাতে ঘরে প্রস্তুত করতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। মহিলারা যদি নিজস্ব শক্তিতে উপার্জন করতে পারে। পুরুষ শাসিত সমাজ এই সব রোজগেরে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এটা উপলব্ধি করেই াদ্ধকরিগরি শিক্ষা দেওয়ার গিকে অগ্রসর হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আবার বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেননি কারণ তখন তিনি গবির মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) কারমাটারে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সাঁওতাল মানুষদের চিকিৎসা দিতে থাকলেন। তার ফলে বহু বিবাহ রোধ করা নিয়ে তিনি আর বেশি আর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেননি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার বহু বিবাহ পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন মুসলিম চার থেকে পাঁচটি বিবাহ করে বহু সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। সেখানে একজন হিন্দু একটি মহিলাকে বিবাহ করে সংসার স্থাপন করে। বহু বিবাহ বন্ধ করতে গেলে মুসলিমদের বহু বিবাহকে বন্ধ করা উচিত বলে মনে করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবেই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য আসতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মত। তারপবে দেখতে পাই বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোনও আইন নির্মাণ না করে। সমাজের অভাব বোধই হিন্দুদের বহু বিবাহ প্রথাকে রোধ বাধ্য করতে হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষরা সচেতন হতে সচেতন করে দিয়েছিল। বহু বিবাহ সমাজের ক্ষতিকারক সেটা উপলব্ধি করতে শুরু করে শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তার ফলে বহু বিবাহ প্রথা ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে।

বাংলার প্রতিবাদী মহিলা নেত্রী চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব নারী দিবসের কথা আলোচনা করতে গেলে যার নাম সবার আগে উপস্থিত হয় তিনি হলেন মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসক হওয়ার নেপথ্যে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর স্ত্রী ছিলেন খুবই অসুস্থ। পরে তিনি এক পুত্র রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সেই পুত্র সন্তান ছিলেন খুবই রোগগ্রস্ত। প্রায় সময়ে দ্বরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি করে নজর দিতে হতো। তার ফলে তাঁর মহিলা শিক্ষা আন্দোলন সাময়িক ব্যাহত হতো। শিক্ষক দ্বারকানাথের কষ্টকে লাঘব করা জন্য কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি চিকিৎসক হবেন এবং শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করবেন। শিক্ষক দ্বারকানাথ এই বিবাহের ব্যাপারে একেবারে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কাদম্বিনীর গোঁ এর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। তার ফলে চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেই সময়ে এই বিবাহ নিয়ে সারা কলকাতা একেবারে তোলপার হয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে গিয়েছিল গোটা সমাজ। এই অসম বয়সী বিবাহকে রোধ করাতে সমাজ বহু প্রচেষ্টা করে। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূত লাভ করেনি। বিবাহকে সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি এই বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মমতে হয়েছিল। নারী মুক্তি নিয়ে আন্দোলন যেমন বাংলার মহিলারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন পাশাপাশি আবার কবি সাহিত্যিক এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বহু কবি সাহিত্যিক তখন তাদের রচনার মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তির জয়গান

গেয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলেন কবি মাইকেল মধুসূদন। তিনি ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করে নারী মুক্তির জয়গান গাইলেন। নারী শক্তির জাগরণ ঘটালেন। ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ রচনা করে তিনি ভারতীয় মহিলাদের শৌর্য কীর্তির প্রকাশ ঘটালেন। ‘ব্রজাঙ্গনা’কাব্য রচনা করে নারী প্রেমের পক্ষে স্বাধীন মত প্রকাশ করলেন। গিরিশ ঘোষ প্রথম মহিলা অভিনীত নাটক পরিবেশন করতে শুরু করলেন। ‘নটী বিনোদিনী’ বাংলার রঙ্গ মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নারী মুক্তির জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। রানী রাসমনির নাম অতি অবশ্যই করতে হয়। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সুসম্পন্ন করতে অর্থ দান করেন। রানী রাসমনি নারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ব্যাপরে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের নামকে স্মরণ করতেনন। ব্রিটিশ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্ক সেই সময়ে বাংলার সমাজ সংস্কারকদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হন। মতিলাল শীলও এক সময়ে বিধবা বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নারী মুক্তিকে সমর্থন করতেন। তাঁর বহু গল্প উপন্যাসে নারী মুক্তির কথা বলা হয়েছে। ‘চতুরঙ্গ’ বা ‘গোরা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ নারীকে পুরষদের সমকক্ষে করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নারী মুক্তিকে সমর্থন করতে শুরু করেছিলেন। তঁর রচিত বহু উপন্যাসে নারীরা প্রধান চরিত্র রূপে উপস্থিত হতে থাকে। রানি স্বর্ণময়ী দেবীও নারী মুক্তি এবং শিক্ষা ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আচার্য জগদীশ বসুর স্ত্রী অবলা বসুও নারী জাতির মুক্তির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তারপরে রয়েছেন মহিলা কবি কামিনী রায়। তিনি তো মহিলা কবি হিসাবে সেই সময়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। প্রিয়ংবদা দেবীও বাংলার উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি ছিলেন। প্রথম দিকে মহিলারা কবি পদ্য লেখার ওপরে বেশি করে ঝোঁক দিয়েছিলেন। তারপরে মহিলারা গদ্য সাহিত্য রচনা করতে আগ্রহী হয়। মহিলা ক্রমশ মাথা উঁচু করে চলতে শেখার পর দেখতে পাওয়া গেল তারা বহু পত্রিকা সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে শুরু করেছে। সেই সব পত্রিকাতে শুধু মহিলাদের লেখা থাকতো তা নয়, বহু পুরুষদের লেখায় সমৃদ্ধ থাকতো।

নারী জাগরণে বাংলার পত্রপত্রিকা

নারী জাগরণে বাংলার পত্রপইত্রকা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। বাংলায় মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ‘খ্রীষ্ট্রীয় মহিলা’ (১৮৮১ সালে)। দুই শতাব্দী ধরে বাংলার মহিলা পত্রিকাগুলি মহিলাদের জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তার মধ্যে রয়েছে ‘মাতৃভূমি’ পত্রিকা (১৯৪৫ সালে) বিগত দুশো বছর ধরে বাংলার মহিলাদের দুরবস্থার বিবরণ দেওয়া থেকে শুরু করে তাদেরকে জাগরণ কররা ক্ষেত্রে এই সব পত্রিকাগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইংরেজরা আসার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় নারী জীগরণ হতে শুরু করে। ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান ক্রমশ উন্নতির দিকে এগোতে থাকে। বাংলার মহিলাদের সনচতন করতে এই সব পত্রপত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকার প্রকাশ ১৮১৮ সালে। ১৮৭০ সালে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা ‘বঙ্গ মহিলা’। সেই সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোক্ষদায়িনী দেবী। তিনি ছিলেন উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন। বঙ্গ জীবনে নারীদের মুক্তির কথা প্রকাশ করতে শুরু করে ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’, ‘মাসিক পত্রিকা’ এবং ‘অবলা বান্ধব’ পত্রিকা। ‘মাসিক পত্রিকা’ সম্পাদক ছিলেন প্যারী চাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার, ১৮৫৪ সাল)। ‘বামাবোধিনী পত্রিকা’ সম্পাদক ছিলেন উমেশ চন্দ্র দত্ত ১৮৬০ সাল) । ‘অবলা বান্ধব’ পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মহিলা মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করছিলেন। ‘খ্রীষ্টীয় মহিলা’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কুমারী কামিনী শীল। খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার পত্রিকা হলেও এখানে মহিলা শুধু কে/া

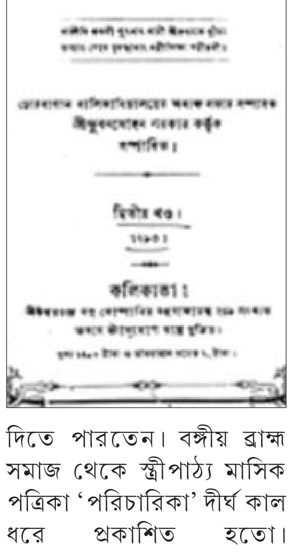

বঙ্গমহিলা।

মাসিক পত্রিকা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কলিকাতা।

দিতে পারতেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা ‘পরিচারিকা’ দীর্ঘ কাল ধরে প্রকাশিত হতো। ‘অন্তঃপুর’ নামেও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। জোড়াসঁকো ঠাকুর বাড়িতে থেকে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ‘ভারতী’ (১৮৭৭ সাল) সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ‘বালক’ (১৮৮৫ সাল)। সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। ‘পুণ্য’ (১৮৯৭ সাল)। সম্পাদক প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ১৮৮৪ সালে ভারতীয় পত্রিকা প্রকাস ন্ধ হয়ে গেলে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রকাশ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বেশ কয়েক বছর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চার বছর ধরে ‘পুণ্য’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রন্ধন প্রণালী এই পত্রিকায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে এই পত্রিকা যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল। সুপ্রভাত নামে একটি মহিলা পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন কুমুদিনী মিত্রের অনুরোধে। ‘সেবা ও সাধনা’ নামে একটি মহিলা পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে। ‘আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা’ প্রকাশ লাভ করে (১৯১৩ সাল)। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিরণময়ী সেন। এই সব পত্রিকায় দেশ বিদেশের সংবাদ বা মহিলাদের খবরের চেয়ে স্বদেশি মহিলাদের নিয়ে বেশি করে আলোচিত হতে দেখা গিয়েছে। সেই সময়ে বাংলার মহিলাদের সমাজে কতখানি অবস্থান করতো তা নিয়ে বিশেষ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। মহিলারা সমাজের কোনও স্থানে অবস্থান করতো তা অনুধাবন করা যায় এই সব পত্রিকা থেকে। বাংলার মহিলাদের জাগরিত করাই ছিল এই সব পত্রপত্রিকার মূল লক্ষ্য। বাংলায় মহিলাদের মুখপত্র প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তাঁরা কোনও সময়ে মহিলাদের অন্তঃপুরে আটকে রাখার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। সব সময়ে এই শিল্পিত পুরুষ সমাজ চেয়েছিল যে মহিলা যাতে শিক্ষিত হয়ে সমাজের হা/ ধরে দেশকে আরও শক্তিশালী করার দায়িত্ব পালন করে।

আন্তর্জাতিক নারীদিবসে গুগুলের অ্যানিমেশনে নারীশক্তির জয়গান

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদক ঃ যে কোনও বিশেষ দিনেই অন্যভাবে সেজে ওঠে গুগল ডুডল। স্বাধীনতা দিবস থেকে গান্ধীজয়ন্তী, হোলি থেকে বড়দিন বদলে ফেলা হয় গুগল ডুডলকে। এবার আন্তর্জাতিক নারীদিবসের অ্যানিমেশনে নারীশক্তির জয়গান গাওয়া হল বিশেষ ডুডলের মাধ্যমে। নারীরাই নারীদের শক্তি। তাঁরাই পরস্পরকে সমর্থন করে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেন। আন্তর্জাতিক নারীদিবসে এই বার্তাই ফুটে উঠল গুগলের ডুডল। অভিনব অ্যানিমেশনের মাধ্যমে বুধবার নারীদিবস উদযাপন করল গুগল। নারীই মাতৃ, নারীই সম্পদ, নারীই শক্তিস্বরূপিণী। জীবনের চড়াই-উতরাইয়ে তাঁরাই একে অপরের অবলম্বন হয়ে ওঠেন। পাশে দাঁড়ান, শক্তি জোগান। ডুডলের অ্যানিমেশনের

নারীরাই নারীদের শক্তি

মাধ্যমে সেই বার্তাই তুলে ধরেছে গুগল। প্রতিটি ‘জিওওজিএলই’ ইংরেজি অক্ষরগুলি নানাক্ষেত্রে মহিলাদের কাঁধেকাঁধ মিলিয়ে চলার লড়াইকে ফুটিয়ে তুলেছে। শুধুই প্রভাবশালী মহিলারা নন, একজন সাধারণ মা কীভাবে তাঁর সন্তানকে লালন করেন এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে দেখেই শিক্ষা পান, সে ছবিও সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে ডুডলে। বিশ্বজুড়ে মহিলারা নিজেদের অধিকারের অন্বেষণ চালান। উচ্চশিক্ষা থেকে সুবিচারের জন্য আন্দোলন, সর্বত্রই শামিল হতে চান। আর সেই পথ দেখান অন্য নারীই। মহিলাদের উন্নতি সাধনে কিংবা সমাজে সমান অধিকার পেতে অথবা ন্যায় বিচারের জন্য ঢাল হয়ে দাঁড়াতে হবে মহিলাকেই। নারীরা কীভাবে পুরুষ সমাজ দ্বারা নিঃপেষিত হতে শুরু করেছিল তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেখানে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। গুগল যেন এ বার্তাও দিতে চাইল ডুডলের মাধ্যমে। ডুডলটি তৈরি করেছেন অ্যালিসা উইনান্স।

রাঙিয়ে দিয়ে যাও

দেবাশিষ মোদক, খাতড়া, ৮ মার্চ ঃ খোল দ্বার খোল, লাগলো যে দোল। প্রতি বছরের মতো এবারও বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিল খাতড়া শিশু তীর্থ আবৃত্তি শিক্ষায়তন। বুধবার শিক্ষায়তনে আবৃত্তি শিক্ষার্থীরা বসন্ত উৎসব উদযাপনে মাতোয়ারা হয়। রানিবাঁধ থেকে আগত আদিবাসী ভাই-বোনেদের ধামসা মাদলের বোল এবং নৃত্যে সংমিশ্রণে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে শুরু হয় এই বসন্ত উৎসব। সকাল থেকে এদিন নাচে, গানে, রঙিন আবীর খেলায় মেতে ওঠে ও একে-অপরকে রাঙিয়ে তোলে। খাতড়া শিশু তীর্থ আবৃত্তি শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষা মুনমুন ব্যানার্জী জানান, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বসন্ত উৎসব উদযাপন হয়েছে। রঙিন উৎসবে সামিল হয়ে খুশি শিক্ষার্থী থেকে অভিভাবক-অবিভাবিকা ও সুস্থ সংস্কৃতি মনোভাবাপন্ন মানুষেরা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক পার্থসারথি গরাই, অমিতাভ ব্যানার্জি, সজল মিশ্র সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। পাশাপাশি শিক্ষায়তনের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

আগুনে পুড়ে ছাই বেআইনি কাটিং তেলের গোডাউন

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ৮ মার্চ ঃ গ্রামের ভিতরে পুলিশের চক্ষু আড়ালে বেআইনি কাটিং তেলের ব্যবসা চলছিল। আর সেই কাটিং তেলের গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন লাগার ঘটনায় গুরুতর আহত এক কর্মী। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লকের নোনাচক গ্রামে। একটি বেআইনি পেট্রল-ডিজেলের গোডাউনে আগুন লাগে। আগুনের তীব্রতা যথেষ্ট ছিলো। প্রাথমিক অনুমান সিগারেটের আগুন থেকে আগুন লাগে গোডাউনে। এই ঘটনায় একজন জখম হন। বেশ কিছু অংশ পুড়ে যায়। ঘটনাস্থলে দমকলের ২টি ইঞ্জিন ও কোলাঘাট থানার পুলিশ যায়। ঘটনাস্থলে যান তমলুকের এসডিপিও সাকিব আহমেদ। আগুন ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রনে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের ভিতরে একটি বাড়ির সামনেই শুকদেব প্রামানিকের অবৈধ কাটা তেলের ব্যবসা ছিল। আর সেই তেলের গোডাউনে সকালে প্রায় ১২ খানা চোরাই পেট্রোল-ডিজেলের ড্রাম আসে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। সেখানে কাজ করছিলেন এক যুবক। তখনই কোন কারণে আগুন লাগে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় পুরো গোডাউন ও একটি মোটর সাইকেল। ওই কর্মী গুরুতর আহত হন। তাকে স্থানীয় কোলাঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি জায়গায় এভাবেই বেআইনি চোরাই পেট্রোল ও ডিজেল মজুত রাখার কারবার চলে। বেশি দামে সেই পেট্রোল বিক্রির কারবার চলছে প্রকাশ্যে। যে কোন মুহূর্তে ওই গ্রামে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পুলিশ-প্রশাসন এখনই ব্যবস্থা নিক দাবী স্থানীয় বাসিন্দাদের। উল্লেখ্য, ৬ নং. জাতীয় সড়কের পাশে থাকা কোলাঘাট থানার বিভিন্ন এলাকায় রমরমিয়ে চলে এই কাটিং তেলের ব্যবসা। অভিযোগ, পুলিশের নাকের ডগায় তেল সংস্থার গাড়ি প্রকাশ্যে দাঁড় করিয়ে তেল চুরির অবৈধ কারবার চালায় একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা।

কেষ্টর দিল্লিযাত্রা উদযাপন বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ মার্চ ঃ বীরভূম তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি যাত্রার পরেই আনন্দে মেতে পথে নেমে আবির খেললেন বীরভূম জেলার বিজেপি নেতা-কর্মীরা। বুধবার ঢাক বাজিয়ে, গেরুয়া আবির উড়িয়ে, গুড় এবং বাতাসা বিলি করা হচ্ছে বীরভূম জেলার বিভিন্ন জায়গায়। জেলা বিজেপির তরফ থেকে বীরভূমের বিভিন্ন জায়গায় অনুব্রতের দিল্লিযাত্রা নিয়ে শুরু হয়েছে 'হোলি সেলিব্রেশন'। বীরভূম বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার দাবি, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই অনুব্রতের আজ এই অবস্থা। তিনি বলেন, চড়াম চড়াম ঢাক আর বীরভূমে বাজবে না, আমরাই শেষ বার ঢাক বাজিয়ে দেব। গুড়, বাতাসা খেতে খেতে সেই বাতাস আমরা সবাইকে শোনালাম। আজ বীরভূমে একটাই সুর, আহা কী আনন্দ আকাশে, বাতাসে! বীরভূমের মানুষ গণতন্ত্র ফিরে পাবেন। রাস্তায় আর উন্নয়ন দাঁড়িয়ে থাকবে না। কোথাও আর ভোট লুট হবে না। যাঁরা গুন্ডামি করতে চাইবেন তাঁরা কেষ্ট মণ্ডলের অবস্থা দেখুন। আজকের আবির খেলা হল, রং দে তু সবুজ নয়। গেরুয়া রং আমাদের সবার মনে রয়েছে। সেই গেরুয়া রংই বীরভূমের আকাশে, বাতাসে ভাসছে। বিকেলে চড়াম চড়াম শব্দে ঢাক বাজিয়ে এলাকা পরিক্রমা হবে বলেও জানানো হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারি, আগামী দিনে আরও নেতা, মন্ত্রীর ঠাঁই হবে জেলে। যদিও বিজেপির কেষ্টর দিল্লিযাত্রা উদযাপনকে গুরুত্ব দিচ্ছে না তৃণমূল। বিজেপির এই উদযাপন সম্পর্কে বীরভূমের তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, আমরা এ সব নিয়ে ভাবছি না। বিজেপি এ রকম অনেক সার্কাস করবে। আমরা মানুষের উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত। তার জবাব নির্বাচনে বিজেপি পেয়ে যাবে। পাশাপাশি অনুব্রত মণ্ডলকে ইডি দিল্লি নিয়ে যাওয়ায় বীরভূমের রাজনীতিতে তার কোনও প্রভাব পড়বে না। এমনই বললেন, বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির সদস্য কাজল শেখ। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া আর কোনও দল থাকবে না। গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে মঙ্গলবারই অনুব্রতকে আসানসোল জেল থেকে দিল্লিতে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত ইডি হেফাজতে থাকবেন তিনি। তার পর তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠাতে পারে আদালত। সেক্ষেত্রে অনুব্রতর ঠিকানা হবে দিল্লির তিহাড় জেল। অনুব্রত এই প্রবাসের ফলে বীরভূম ও লাগোয়া এলাকায় তৃণমূলের ভোটের ফলে প্রভাব পড়তে পারে বলে এই গুঞ্জন শুরু হয়েছে দলেরই অন্দরে। সেই গুঞ্জন খারিজ করে কাজল শেখ এদিন বলেন, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ায় বীরভূমের রাজনীতিতে তার কোনও প্রভাব পড়বে না। বীরভূমে যে কোর কমিটি রয়েছে তারা দল পরিচালনা করবে। তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে চলে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই জেলার অজবারত হবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রতর বিপরীত গোষ্ঠীর নেতা বলে পরিচিত কাজল শেখ। যার জেরে দীর্ঘদিন দলে কোণঠাসা ছিলেন তিনি। কেষ্টর গ্রেফতারির পর তড়িঘড়ি বীরভূমে গিয়ে দলের কোর কমিটি গঠন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ঠাঁই হয় কাজল শেখের।

এলাকায় দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে নারী দিবসের বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী

তনুজ জৈন, মালদা, ৮ মার্চ ঃ সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। কিছু দিনের মধ্যেই ঘোষণা হবে দিনক্ষণ। এরই মধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দল। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে গেলেন তৃণমূল নেত্রী। শুনলেন এলাকার মানুষের অভাব-অভিযোগ। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুজাতা সাহা। নারী দিবসের দিন রাজনীতির ময়দানে দিলেন এক বিশেষ বার্তা। বুঝিয়ে দিলেন আমি নারী, আমি সব পারি। বাড়ির হেঁশেল সামলে এলাকার মানুষের পাশেও থাকতে পারি। তুলসিহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড়োল বাজারে বুধবার বিকেলে জনসংযোগ কর্মসূচি করেন তৃণমূল নেত্রী সুজাতা সাহা। ওই এলাকায় প্রত্যেক এলাকাবাসীর বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান তিনি। রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বোঝান সাধারণ মানুষকে। শুনেন মানুষের অভাব-অভিযোগ। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অঞ্চল তৃণমূলের কর্মীরা। নেত্রীকে পাশে পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষও। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সুজাতা সাহা বলেন, আমাদের নেত্রী আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা। তিনি অনেক অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন। তিনি আমাদের অনুপ্রেরণা। তার দেখানো পথেই আমরাও সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করি। তার অঙ্গ হিসেবে আজকের এই কর্মসূচি। হরিশ্চন্দ্রপুরের রাজনীতিতে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলে ইতিমধ্যে ময়দানে নেমে পড়েছে। তবে এই পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ যে শুধু নেতাদের দেখে নয়, হরিশ্চন্দ্রপুরের নেত্রীদের দেখেও সামনে এগিয়ে আসবেন সেই বার্তা দিলেন সুজাতা সাহা।

বাড়ির কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৮ মার্চ ঃ হোলির সকালে বাড়ির কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মৃত বৃদ্ধার নাম বিনতি চন্দ্র(৮৫)। বুধবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের সালানপুর থানার রূপনারায়নপুর পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার রূপনগরে। বৃদ্ধার নাতি অপূর্ব চন্দ্র বলেন, বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আমার বাবা, মা ও ঠাকুমা এই বাড়িতেই প্রায় ১৮ বছর ধরে আছি। এদিন সকালে অন্যান্য দিনের মতোই মা দুধ আনার জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। বাবা নাড়ুগোপাল চন্দ্র সকালের দিকে বাথরুমে ছিলেন। সেই সময় বাবা উপর থেকে কিছু একটা শব্দ শুনতে পান। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো হাওয়ার জন্য বালতি পড়ে গেছে কুয়োতে। সেই কারণে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি আবার শুয়ে পড়েন। এরপর দুধ নিয়ে বাড়িতে এসে মা দেখেন ঠাকুমার বিছানা ফাঁকা। বাথরুমেও নেই। তারপর তিনি এই বিষয়টি বাড়ির অন্যান্যদের বলেন। তখন বাবা বলেন কিছুক্ষণ আগেই আমি একটা শব্দ শুনেছি। এরপর প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় কুয়োর মধ্যে কাঁটা দিয়ে খোঁজ করা শুরু হয়। তখন কুয়োর মধ্যে ঠাকুরমার দেহ ভেসে ওঠে। কুয়োটি প্রায় ২২ ফুট গভীর এবং ১০-১২ ফুট মত জল আছে। কুয়োর পাড় সিমেন্ট বাঁধানো থাকায় কিভাবে বৃদ্ধা কুয়োর মধ্যে পড়লেন, তা বাড়ির লোকেরা বুঝে উঠতে পারছেন না। জানা গেছে, বৃদ্ধার ছেলে নাড়ুগোপাল চন্দ্র ছত্রিশগড়ে কর্মসূত্রে থাকেন। মায়ের শরীর খারাপ শুনে ৮-১০ দিন আগে তিনি বাড়ি ফিরেছেন মাকে দেখতে। এরই মধ্যে এই অঘটন। অপূর্ব জানান, বেশ কিছুদিন আগে ঠাকুমা বাড়িতে পড়ে গিয়ে কোমরের চোট পেয়েছিলেন। সেই থেকে তিনি ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারতেন না। তার ওপর বয়স অনেকটাই হয়েছে। এই অবস্থায় এমন মর্মান্তিক ঘটনায় বাড়ির সবাই ভেঙে পড়েছেন। বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় আসে। তারা মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান, কোন কিছু করতে গিয়ে অসাবধানতায় টাল সামলাতে না পেরেই বৃদ্ধা কুয়োর মধ্যে পড়ে যান।

আগুনে সর্বস্বান্ত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ মার্চ ঃ আগামী ১৪ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড সহ সমস্ত বইপত্র। ফলে কীভাবে পরীক্ষা দেবে, সেটা ভেবেই চরম দুশ্চিন্তায় ওই ছাত্র ও তার পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ইন্দাসের রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরখণ্ড গ্রামে। স্থানীয় সূত্রের খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে ইন্দাসের রোল গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরখণ্ড গ্রামে মলিন রায় নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আগুন লাগে। বাড়ির সবাই যখন গভীর ঘুমে, ঠিক তখনই এই ঘটনা ঘটে। ঘুম ভেঙে প্রাণ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলেও প্রত্যেকের পরণের কাপড় টুকু ছাড়া সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাদ যায়নি বাড়ির বড় ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অপু রায়ের পড়ার বই, অ্যাডমিট কার্ড, সবার আধার কার্ড, রেশন কার্ড সহ অন্যান্য জরুরী কাগজপত্র ও বাড়িতে রাখা নগদ টাকা সহ খাদ্য সামগ্রীও। স্বভাবতই দোলের পরের দিন পরিবারে নেমে এসেছে চরম শোকের ছায়া। এদিকে এক সপ্তাহ পরেই শুরু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। সারা বছর পড়াশোনা করে সব ধরণের প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষার মুখে সব কিছু পুড়ে যাওয়ায় দিশেহারা রায় পরিবার। বাড়ির ছেলে এখন কিভাবে পরীক্ষায় বসবে সেই দুশ্চিন্তাই তাড়া করে বেড়াচ্ছে সকলকে। আক্ষেপের সুরে মলিন রায় বলছিলেন, ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারছি না। কোথা থেকে কি হয়ে গেল, কে জানে! স্বান্তনা দেওয়ার ভাষা নেই প্রতিবেশীদের মুখেও।

লরি চালকের জেল

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৮ মার্চ ঃ ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাইক চালক এক যুবকের। মঙ্গলবার রাতে রায়গঞ্জ থানার নাগর এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। মৃত যুবকের নাম শম্ভু মাহাতো (২৩)। এই ঘটনায় ট্রাকের চালককে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম বোমাজি নাগার্জুন (৪৫)। বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের ভেনুকন্ডা থানার সিথাইয়া নগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে রায়গঞ্জে কাজে যাওয়ার পথে শিলিগুড়িগামী ওই লরির চাকায় পিষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শম্ভুর। ঘটনায় অভিযুক্ত লরি চালককে গ্রেফতার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭৯/৩০৪ (এ) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতকে এদিন রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রঙয়ের উৎসবে পর্যটকদের দেখা মিলল না দিঘায়

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ৮ মার্চ ঃ নজিরবিহীন দোল দেখল দিঘা। নামমাত্র পর্যটকের বিচরণে দিন কাটাল সৈকত শহর। অথচ গত বছর দোলে পা ফেলার জায়গা ছিল না। এ বছর একেবার অন্যছবি। একই ছবি ছিল মন্দারমণি, তাজপুর বা শঙ্করপুরে। হঠাৎ কেন পর্যটকরা মুখে ফেরালেন দিঘা থেকে শঙ্কা বুকে নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করতে বসেছেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হাওয়ার পরই পর্যটকরা সবচেয়ে বেশি ভিড় করেছিলেন দিঘা এবং তার লাগোয়া পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। কিন্তু এবার পর্যটকদের সংখ্যা দেখে রীতিমতো হতবাক হোটেল ব্যবসায়ীরা। দিঘার হোটেল ব্যবসায়ীদের হিসাব অনুযায়ী, মঙ্গলবার ২০ থেকে ৩০ শতাংশ ভিড় হয়েছিল হোটেলগুলিতে। এমন কি আর পাঁচটা ছুটির দিনে যেমন ভিড় থাকে তেমন ভিড়ও ছিল না পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে। বুধবারের অবস্থাও তথৈবচ। এই বিষয়ে দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোশিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিশেষ দিনগুলিতে হোটেলের দর বাড়িয়ে রাখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশ। ফলে আগ্রহ হারাচ্ছেন পর্যটকরা। গত বছর দোল ও হোলির দিনে দিঘার সব হোটেল ভরা ছিল। এবার অধিকাংশ ফাঁকা। দিঘা থেকে পর্যটকরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এমনটা কাম্য নয়। আমরা সতর্ক হচ্ছি। একই সুর মন্দারমণির হোটেল ব্যবসায়ী সংগঠনের সভাপতি দেবদুলাল দাস মহাপাত্রের গলাতেও। তিনি বলেন, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। তা ছাড়া সর্বত্র হোটেল গজিয়ে উঠেছে। দোলের ছুটিতে বাজার ধরার জন্য অনেকক্ষেত্রে অনলাইন বুকিং হাউসফুল দেখানো হয়েছে। ফলে পর্যটকরা স্পট বুকিং করেছেন। তবে এমনটা নতুন নয়। দুর্গাপুজোর পর থেকে পর্যটকদের আনাগোনা কমেছে দিঘাতে। বিশেষ দিনগুলোতে তেমন ভিড় জমছে না। সেই ছবি দেখা গেল দোলেও। সেটাই পর্যটন ব্যবসায়ীদের কাছে আশঙ্কার।

গালাগালির প্রতিবাদ করায় বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৮ মার্চ ঃ মদ খেয়ে গালিগালাজের প্রতিবাদ করায় এক সিপিএম সমর্থকের বাড়িতে বোমাবাজি করার অভিযোগ উঠল কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বোমাবাজির ঘটনাতে আহত হয়েছেন ওই গ্রামের দুই মহিলা সহ মোট চারজন ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে রঘুনাথগঞ্জ থানার লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইচ্ছাখালি গ্রামে। আহত চার ব্যক্তিকে প্রথমে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তনুজা খাতুন নামে এক মহিলার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় রেফার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ইচ্ছাখালি গ্রামের কিছু যুবক মদ খেয়ে ওই গ্রামের বাসিন্দা হেলালউদ্দিন শেখের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গালাগালি করছিলেন। সেই সময়ে হেলালউদ্দিন এবং তাঁর বাড়ির কয়েকজন এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে মদ্যপ যুবকদের সঙ্গে তাদের বচসা বেঁধে যায়। কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডার পর মদ্যপ যুবকরা এলাকা ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে তারা আবার দলবল নিয়ে ফিরে আসে এবং হেলালউদ্দিনের বাড়ি ভাঙচুর শুরু করে। অভিযোগ, সেইসময় দুষ্কৃতীরা হেলালউদ্দিনের বাড়ি লক্ষ্য করে বেশ কয়েকটি বোমা ছোড়ে। এই ঘটনায় হেলালউদ্দিন ছাড়াও ওই গ্রামের দুই মহিলা সহ আরও এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। সেই রাতেই আহতদের জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। সেখানে তনুজা খাতুনের অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কলকাতায় রেফার করা হয়। হেলালউদ্দিন এবং তাঁর পরিবারের অভিযোগ, লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী মুজিবর শেখ এবং তার দলবলের নেতৃত্বে গতকাল রাতে হামলার ঘটনা ঘটে। আহতদের পরিবারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানায় ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা পলাতক।

বদলার হুঁশিয়ারি

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ মার্চ ঃ তৃণমূল নেতাদের কলার ধরে টাকা উদ্ধার করে সেই টাকায় ঋণ শোধ করুক সরকার। বুধবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ওন্দার প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে এমনই পরামর্শ দিলেন বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা। তিনি বলেন, রাজ্যে ক্ষমতা বদল হলেই আমরা প্রতিশোধ নেব। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া হবে তৃণমূল নেতাদের। এদিন ওন্দা বাজারে এক দলীয় সভায় অমরনাথবাবু বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ডিএ দেওয়ার টাকা নেই। অথচ তৃণমূল নেতাদের বাড়িতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পড়ে রয়েছে। রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু ঋণ ৬০,০০০ টাকা ছুঁয়েছে। তৃণমূল নেতাদের কলার ধরে টাকা উদ্ধার করে সেই টাকায় রাজ্যের ঋণ শোধ করা উচিত। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বিধায়কদের বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচ করতে দিচ্ছে না প্রশাসন। বিডিও, জেলাশাসক টাকা খরচ করতে দেরি করছে। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে বাধা দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। এর পরই তৃণমূলকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন তিনি। বলেন, সরকার বদলালেই প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তবে আমরা শোধ নেব অন্য ভাবে। আজ যারা অত্যাচার করছে সেদিন তাদের ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া হবে। তাই বলছি এখনই সংযত হোন।

আগুনে পুড়ে ছাই তিনটি দোকান

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৮ মার্চ ঃ মঙ্গলবার মাঝরাতে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একের পর এক দোকান। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর থানা ও পটাশপুর ১ ব্লকের বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাটরঙা বাজারে ঘটনাটি ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। সূত্রের খবর, একটি ক্লাব ঘর-সহ তিনটি দোকান আগুনে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা জানান, এদিন ভোররাতে তাঁরা দেখতে পান যে দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে সেখানে। ততক্ষণে আগুনে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে দোকানঘরগুলি। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকলে। যদিও তার আগেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে এলাকাবাসীরা। এদিন সকালে এলাকায় দেখা যায়, সমস্ত কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। বড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপক কুমার মহাপাত্র জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের ধারণা, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লেগেছে। একটি ক্লাবঘর, তিনটি দোকান পুড়ে প্রায় দশ লক্ষ টাকার কাছাকাছি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে পটাশপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. ডেপুসিইজিএসইউজিডব্লুএল০১২৩ তারিখ ঃ ০৪.০৩.২০২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (জিএসইউ), উত্তর মধ্য রেলওয়ে, গোয়ালিওর, আহ্বান করছেন ওপেন অনলাইন ই-টেন্ডার (সিঙ্গেল প্যাকেট ব্যবস্থায়) উল্লেখিত কাজের জন্য ।

কাজের নাম	ই-টেন্ডার নং.	আনুমানিক মূল্য	টেন্ডার খোলার তারিখ
জিএডি, মাটি শোষণ প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য বিবিধ কাজ আরওবি ও আরইউবি কাজের সাথে সংযুক্ত অধীন ডেপুটি সিই-২ / জিএসইউ / জিডব্লুএল।	ডেপুসিই জিএসইউ জিডব্লুএল০১২৩	৩৯.৯৯ লক্ষ	৩১.০৩.২০২৩

সম্পাদনের মেয়াদ / গ্রহণকারী চিঠি জারি হওয়া থেকে মেয়াদ ঃ ০৬ মাস।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) টেন্ডার জমা করা যাবে অনলাইনে ৩১.০৩.২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত। (২) সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্য এবং দরপত্র জমা করতে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in ।

347/23 (P)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

শিয়ালদহ ডিভিশনের নৈহাটি এবং কল্যাণী স্টেশনের মধ্যে অটোমেটিক সিগন্যালিং সহ ৩য় লাইন চালুকরণের জন্য কিছু ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

নৈহাটি এবং কল্যাণীর মধ্যে অটোমেটিক সিগন্যালিং সহ ৩য় লাইন চালুকরণের জন্য, ০৭/০৮.০৩২০২৩ তারিখ রাতে প্রাক্-নন ইন্টারলকিং কাজ শুরু হয়েছে এবং ১০.০৩.২০২৩ তারিখে সকাল ১০টা থেকে ১৫.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং-এর কাজ করা হবে। এর ফলে, শিয়ালদহ—রানাঘাট শাখায় নৈহাটি এবং কল্যাণীর মধ্যে ট্রেনের জমায়েত এড়াতে ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

০৮.০৩/০৯.০৩.২০২৩ (বুধবার/বৃহস্পতিবার)

কাঁচরাপাড়া থেকে শ্যামনগর পর্যন্ত আপ ও ডাউন মেন লাইন সমেত আপ ও ডাউন ব্যান্ডেল লাইনে ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিটের (মধ্যরাত্রি ১২.৩০টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক-এর প্রয়োজন হবে।

● **ইএমইউ ট্রেন বাতিল ঃ** (১) শিয়ালদহ—রানাঘাট ঃ ০৩১৩৯। (২) নৈহাটি—ব্যান্ডেল ঃ আপ ৩৭৫২১/ডাউন ৩৭৫২২ (বৃহস্পতিবার)। (৩) নৈহাটি—কল্যাণী সীমান্ত ঃ ডাউন ৩১১৯২ (বৃহস্পতিবার)। ● **ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন (বৃহস্পতিবার) ঃ** ডাউন — ১৩১০৬ বালিয়া—শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, ১৩১৫৮ মুজফ্ফরপুর—কলকাতা তিরহুট এক্সপ্রেস, ১৫০৫০ গোরখপুর—কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি যাত্রাপথ পরিবর্তন করে নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে চলবে। ● **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ (বৃহস্পতিবার) ঃ** (১) ১৩১৪২ নিউ আলিপুরদুয়ার— শিয়ালদহ তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেস এবং (২) ১৩১৫৪ মালদা টাউন—শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিকে যাত্রাপথে ব্লক শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্যান্ডেল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা হবে। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণ (বৃহস্পতিবার) ঃ** ০৩১৭২ লালগোলা—শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেনটি ৩০ মিনিটের জন্য পুনর্নির্ধারিত হবে এবং যাত্রাপথে হালিসহর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হবে।

০৯.০৩/১০.০৩.২০২৩ (বৃহস্পতিবার/শুক্রবার)

আপ ও ডাউন ব্যান্ডেল লাইনে ৩ ঘন্টা ৩০ মিনিটের (রাত্রি ১১.৩০ মিনিট থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত) জন্য পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লক-এর প্রয়োজন হবে।

● **ইএমইউ ট্রেন বাতিল (বৃহস্পতিবার) ঃ** (১) নৈহাটি—ব্যান্ডেল ঃ আপ ৩৭৫৫৭/ডাউন ৩৭৫৫৮। ● **ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন ঃ** ডাউন — ১৩১০৬ বালিয়া—শিয়ালদহ এক্সপ্রেস এবং ১৩১৬০ যোগবাণী—কলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি যাত্রাপথ পরিবর্তন করে নৈহাটির পরিবর্তে ডানকুনি হয়ে চলবে।

১০.০৩.২০২৩ (শুক্রবার)

● **ইএমইউ ট্রেন বাতিল ঃ আপ ট্রেন — নৈহাটি ঃ** ৩১৪১৫, ৩১৪২৩, ৩১৪২৫, ৩১৪৩৭, ৩১৪৩৯, ৩১৪৪৩। **কল্যাণী সীমান্ত ঃ** ৩১৩১৯, ৩১৩২৩, ৩১৩৩১, ৩১৩৩৩, ৩১৩৩৭, ৩১৩৩৯। **কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ঃ** ৩১৮২৭, ৩১৮১৩। **শান্তিপুর ঃ** ৩১৫২৫, ৩১৫৩৭। **রানাঘাট/এল ঃ** ৩১৬০১। **বর্ধমান ঃ** ৩১১৫১। **কাটোয়া ঃ** ৩১১১১। **ব্যান্ডেল ঃ** ৩৭৫৪১, ৩৭৫৫৫। **ডাউন ট্রেন — নৈহাটি ঃ** ৩১৪২০, ৩১৪৩২, ৩১৪৩৪, ৩১৪৪০, ৩১৪৪৪, ৩১৪৫০। **কল্যাণী সীমান্ত ঃ** ৩১৩২০, ৩১৩২২, ৩১৩৩০, ৩১৩৩২, ৩১৩৩৬, ৩১৩৩৮। **কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ঃ** ৩১৮২৪, ৩১৮০২। **শান্তিপুর ঃ** ৩১৫২৮, ৩১৫৩৮। **রানাঘাট ঃ** ৩১৬৩৪। **বর্ধমান ঃ** ৩১১৫২। **কাটোয়া ঃ** ৩১১১২। **ব্যান্ডেল ঃ** ৩৭৫৪২, ৩৭৫৫৬। **মেল/এক্সপ্রেস/প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল ঃ আপ/ডাউন —** (১) ১২৩৮৩/১২৩৮৪ শিয়ালদহ—আসানসোল—শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, (২) ১৩১৭৯/১৩১৮০ শিয়ালদহ—সিউড়ি—শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস, (৩) ১৩১৭৭/১৩১৭৮ শিয়ালদহ—জঙ্গীপুর রোড—শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, (৪) ১৩১৮৭/১৩১৮৮ শিয়ালদহ—রামপুরহাট—শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস। ● **ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন ঃ দমদম জংশন—ডানকুনি হয়ে চলবে এবং যাত্রাপথে দক্ষিণেশ্বর ও ডানকুনি স্টেশনে থামবে ঃ আপ ট্রেন** — ১৩১০৫ শিয়ালদহ—বালিয়া এক্সপ্রেস, ১৫০৫১ কলকাতা—গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস, ১৩১৮৫ শিয়ালদহ—জয়নগর গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস, ১৩১৫৯ কলকাতা—যোগবাণী এক্সপ্রেস, ১৩১৫৩ শিয়ালদহ—মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস, ০৩১১১ শিয়ালদহ—গোন্ডা মেমু স্পেশাল। ডাউন ট্রেন — ০৩১১২ গোন্ডা—শিয়ালদহ মেমু স্পেশাল।

১১.০৩.২০২৩ (শনিবার) থেকে ১৪.০৩.২০২৩ (মঙ্গলবার)

● **ইএমইউ ট্রেন বাতিল ঃ আপ ট্রেন — নৈহাটি ঃ** ৪১৩১৩, ৩১৪৭১, ৩১৪১৫, ৩১৪২৩, ৩১৪২৫, ৩১৪৩৭, ৩১৪৩৯, ৩১৪৪৩। **কল্যাণী সীমান্ত ঃ** ৩১৩১৯, ৩১৩২৩, ৩১৩৩১, ৩১৩৩৩, ৩১৩৩৭, ৩১৩৩৯। **কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ঃ** ৩১৮২৭, ৩১৮১৩। **শান্তিপুর ঃ** ৩১৫২৫, ৩১৫৩৭। **রানাঘাট ঃ** ৩১৬১৩। **রানাঘাট/এল ঃ** ৩১৬০১। **বর্ধমান ঃ** ৩১১৫১। **কাটোয়া ঃ** ৩১১১১। **ব্যান্ডেল ঃ** ৩৭৫২১, ৩৭৫৪১, ৩৭৫৫৫। **ডাউন ট্রেন — নৈহাটি ঃ** ৩১৪১৬, ৩১৪১৮, ৩১৪২০, ৩১৪৩২, ৩১৪৩৪, ৩১৪৪০, ৩১৪৪৪, ৩১৪৫০। **কল্যাণী সীমান্ত ঃ** ৩১৩২০, ৩১৩২২, ৩১৩৩০, ৩১৩৩২, ৩১৩৩৬, ৩১৩৩৮। **কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ঃ** ৩১৮২৪, ৩১৮০২। **শান্তিপুর ঃ** ৩১৫২৮, ৩১৫৩৮। **রানাঘাট ঃ** ৩১৬৩৪। **রানাঘাট/এল ঃ** ৩১৬০২। **বর্ধমান ঃ** ৩১১৫২। **কাটোয়া ঃ** ৩১১১২। **ব্যান্ডেল ঃ** ৩৭৫২২, ৩৭৫৪২, ৩৭৫৫৬।

মেল/এক্সপ্রেস/প্যাসেঞ্জার ট্রেন বাতিল ঃ ১২৩৮৩/১২৩৮৪ শিয়ালদহ—আসানসোল—শিয়ালদহ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ১১/০৩, ১৩/০৩ ও ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে বাতিল থাকবে এবং ১৩১৭৯/১৩১৮০ শিয়ালদহ—সিউড়ি—শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস, ১৩১৭৭/১৩১৭৮ শিয়ালদহ—জঙ্গীপুর রোড—শিয়ালদহ এক্সপ্রেস, ১৩১৮৭/১৩১৮৮ শিয়ালদহ—রামপুরহাট—শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস ট্রেনগুলি ১১/০৩, ১২/০৩, ১৩/০৩ ও ১৪.০৩.২০২১৩ তারিখে বাতিল থাকবে। ● **ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন ঃ দমদম জংশন—ডানকুনি হয়ে চলবে এবং যাত্রাপথে দক্ষিণেশ্বর ও ডানকুনি স্টেশনে থামবে ঃ** ১৩১০৫/১৩১০৬ শিয়ালদহ—বালিয়া—শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (১১.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে ১৪.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত), ১৫০৪৭ কলকাতা—গোরখপুর পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস (১১/০৩, ১৩/০৩ ও ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৫০৪৮ গোরখপুর—কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস (১৩/০৩ ও ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৫০৪৯/১৫০৫০ কলকাতা—গোরখপুর— কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস (১২.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৫০৫২ গোরখপুর—কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস (১১.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৮৫/১৩১৮৬ শিয়ালদহ—জয়নগর— শিয়ালদহ গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস (১১/০৩ থেকে ১৪.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত), ১৩১৩৫ কলকাতা—জয়নগর এক্সপ্রেস (১১.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৩৬ জয়নগর—কলকাতা এক্সপ্রেস (১৩.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৫৫ কলকাতা—সীতামারহি মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস (১২.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৫৬ সীতামারহি—কলকাতা মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস (১১/০৩ ও ১৪.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৫৩/১৩১৫৪ শিয়ালদহ—মালদা টাউন—শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (১১.০৩.২০২৩ থেকে ১৪.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত), ০৩১১১/০৩১১২ শিয়ালদহ—গোন্ডা—শিয়ালদহ মেমু স্পেশাল (১১.০৩.২০২৩ থেকে ১৪.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত), ১৩১৫৯ কলকাতা—যোগবাণী এক্সপ্রেস (১৩.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৬০ যোগবাণী—কলকাতা এক্সপ্রেস (১২.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৩৭ কলকাতা—আজমগড় সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (১৩.০৩.২০২৩ তারিখে), ১৩১৫৭ কলকাতা—মুজফ্ফরপুর তিরহুট এক্সপ্রেস (১৪.০৩.২০২৩ তারিখে)।

দ্রষ্টব্য ঃ (১) নন-ইন্টারলকিংয়ে কাজের সময়ে অর্থাৎ ১০.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে, ০৩১৭২ লালগোলা—শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি লালগোলা থেকে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। (২) নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজের সময়ে, সমস্ত ইএমইউ ট্রেনগুলি যাত্রাপথে মেন লাইন শাখায় সকল স্টেশনে থামবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ব্যারেজের জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৮ মার্চ ঃ হোলিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আত্মঘাতী হল যুবক। জলে ঝাঁপ দিয়ে ওই যুবক আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুরে। মৃত যুবকের নাম অমৃত সিং (২২)। বুধবার দুর্গাপুর ব্যারেজের উত্তর দিকের অংশ থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার দুপুরে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ব্যারেজে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, দুর্গাপুরের নডিহায় মামার বাড়িতে সপরিবারে থাকতেন অমৃত সিং নামের ওই যুবক। গতকাল বিকালে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। আজ দুর্গাপুর ব্যারেজের উত্তর দিকে অমৃতর মোবাইল ও সাইকেল পড়ে থাকে দেখেন পরিবারের সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানায়। পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীদের দিয়ে ব্যারেজে তল্লাশি শুরু করে। দুপুর নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার হয়। জলে ঝাঁপ দিয়ে ওই যুবক আত্মঘাতী হয়েছেন বলে স্থানীয়দের একাংশ মনে করছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, ওই যুবক ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়িতে বেশি থাকতেন। তিনি গতকাল তাঁর মাকে ৫০০ টাকা দিয়েছিলেন। এরপর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার নাম করে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। কিন্তু, তারপরে আর বাড়ি ফেরেননি। শেষে ঘটনাস্থলের কাছে তাঁর সাইকেল এবং মোবাইল ফোন পড়ে থাকতে দেখা যায়। তখনই স্থানীয়দের অনেকের সন্দেহ হয় জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই যুবক। যদিও আত্মহত্যার কারণ জানতে পারেনি পুলিশ। পরিবারে দাবি, ওই যুবক বেশি কথা বলতেন না চুপচাপই থাকতেন। কী কারণে যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে তা জানার চেষ্টা করছি পুলিশ। পাশাপাশি এটি আদৌ আত্মহত্যার ঘটনা কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় পুলিশের পক্ষ থেকে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

APPOINMENT OF BILLING CLERK

Unit Run Canteen, 507 Army Base Wksp, Kakinara, requires Billing Clerk on contractual basis. Terms and conditions will be received as per requirment of organization. Candidates should be Ex-Serviceman/ Dependents of Ex-Serviceman. Minimum qualification 12th Pass. Having the knowledge of computer and basic account. Experience of handling of Unit Run canteens (will be preferred) and not having any red-ink entry/involved in any legal & court cases. Minimum age 25 years as on 01 Apr 2023. Interested candidates are requested to forward application alongwith biodata/CV in a plain paper at the following address in a sealed envelope by 20 Mar 2023.

Unit Run Canteen
507 Army Base Wksp
Kankinara
PO-ESD(M), Kankinara
Military Station, Kankinara
Dist : 24 Parganas (N)
Kol-743124

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশান শাখা
অফিস অফ ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার
উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ
ই-টেন্ডার নং. প্রয়াগরাজ-সিগ-২২০-২০২২-২৩

ই-টেন্ডারিং টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ার / কোঅর্ডিনেশান / উত্তর মধ্যে রেলওয়ে/ প্রয়াগরাজ, আহ্বান করছেন ই-টেন্ডার প্রস্তাবিত ফর্মে উল্লেখিত কাজের জন্য **বেলা ১২.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত। **টেন্ডারের বিস্তারিত তথ্যাবলী নিম্নোক্ত ঃ-**

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	কাজের নাম	আনুমানিক মূল্য ₹	বায়না মূল্য ₹	সম্পাদনের মেয়াদ
১	প্রয়াগরাজ-সিগ-২২০-২০২২-২৩	সেকশনাল সিগন্যালিং রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি এডিএসটিই / ইটাওয়াহ সেকশানে।	₹ ৮৬০০৮০১.৩০	₹ ১৭২০০০/-	১২ মাস

টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ ২৮.০৩.২০২৩।

২. টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে — www.ireps.gov.in এই ওয়েবসাইটে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে।

৩. তারিখ, সময় ও স্থান টেন্ডার খোলার ঃ টেন্ডার খোলা হবে ই-টেন্ডার মাধ্যমে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, প্রয়াগরাজ অফিসে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে বেলা ১২.৩০ ঘটিকার পর।

সিনি. ডিভি. সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার
উত্তর মধ্য রেলওয়ে, কানপুর

352/23 (ADM)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

ভ্রমণ

পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা ছোট্ট গ্রাম, মার্চের গরমের দাপট থেকে রেহাই পেতে চলে আসুন দার্জিলিঙের কাছেই দাওয়াইপানিতে

মার্চ মাসেই গরম। হাসফাঁস অবস্থা। তাপমাত্রা ৩০-৩৫ ডিগ্রি পেরিয়ে দৌড়াচ্ছে হু হু করে। এই গরমে ফের পাহাড়ে বেড়িয়ে আসতে চায় মন। বেড়িয়ে আসুন এমনই একটি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম থেকে। বৈশাখের গরমের দাপট পড়ার আগে শেষবার একবার শীতের আমেজটা নিয়ে আসুন কলকাতার কাছেই দাওয়াইপানি থেকে। দাওয়াই পানি ছোট্ট একটা পাহাড়িগ্রাম। দার্জিলিঙের খুবই কাছে। অথচ ভিড় নেই। দার্জিলিঙের মত জনকোলাহল নেই। একেবারেই হালকা সেখানকার পরিবেশ নেই। জনকোলাহল থেকে দূরে নিরিবিলি গাছগাছালি পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট গ্রাম দাওয়াইপানি। বসন্তে যেন আরও সুন্দর হয়ে ওঠে গ্রামটি। অসম্ভব সুন্দর এই গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা। খুব বেশি বাড়িঘর নেই। এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকাই হল চাষবাস। কেন নাম দাওয়াইপানি দাওয়াই পানি নামের একটা অর্থ রয়েছে। দাওয়াই মানে ওষুধ আর পানি মানে জল। দুটো মিলে হয় ওষুধের জল। গ্রামবাসীরা বলেন এই গ্রামের একটি নদী রয়েছে যার নাম খোলা। সেই খোলা নদীর জল পান করলেই নাকি অনেক রোগ সেরে যায়। এক ইংরেজ সাহেব এই নদীর জলের গুণাগুণ বুঝতে পেরেছিলেন। সেই থেকে এই জায়গাটির নাম দাওয়াইপানি। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাও দেখা যায়। কাজেই বেড়ানোর পাশাপাশি এখানে এলে শরীরও ভাল হয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর কি দেখার আছে এখান থেকে দার্জিলিং, ঘুম মনেস্ট্রি একেবারেই কাছে। কাজেই দার্জিলিঙের ভিড়ে জায়গা না পেলে দাওয়াই পানি থেকে দার্জিলিং বেড়িয়ে আসতে পারেন। এছাড়াও আশপাশে রয়েছে তাকদা, লামাহাট্টা, রঙ্গারুন। লামাহাট্টায় সুন্দর একটি ইকোপার্ক রয়েছে। তাকদায় রয়েছে অর্কিড সেন্টার। রয়েছে ব্রিটিশ আমলের পুরনো সেনা ছাউনি, ব্রিটিশ বাংলো। এছাড়া ছবির মত সুন্দর ঘুম মনেস্ট্রি তো রয়েইছে। কীভাবে যাবেন দেখে নিন-শিয়ালদহ অথবা হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে এনজেপি। সেখান থেকে গাড়ি বুক করে পৌঁছতে হবে দাওয়াইপানি। আবার দার্জিলিং থেকে গাড়ি করেও যাওয়া যায় এই দাওয়াইপানিতে। দার্জিলিং থেকে দাওয়াইপানির দূরত্ব মাত্র ২০ কিলোমিটার। আর শিলিগুড়ি থেকে দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। এখানে থাকার অনেক জায়গা রয়েছে। হোটেল থেকে হোম স্টে। যেখানে ইচ্ছে থাকতে পারেন। আগে থেকে বুক করে আসাই খুব ভালো হবে কারণ ঘর পেতে কোনও রকম অসুবিধা হবে না।

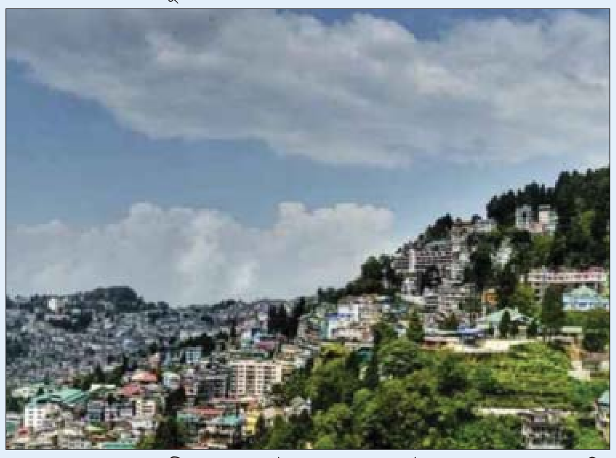

ঘরের কাছেই রয়েছে কোন্নগরে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম শুনেছেন নিশ্চয়। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাইপো। জোড়াশাঁকো ঠাকুর বাড়িতেই তাঁর জন্ম। তবে তাঁর ছোট বেলা কেটেছে এই খানে। জানেন কি গঙ্গার পাড়েই রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বাগানবাড়িটি। তাও আবার কলকাতার একেবারেই কাছে। সারা বছরই খোলা থাকে বাগানবাড়িটি। টিকিট কেটে দেখা যায়। বাংলা বিমুখ বাঙালির কাছে এই সাহিত্যিকের বাড়ি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয় বলেই মনে করা হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেখান থেকে ঘুরে আসা যায়। অবন ঠাকুরের বাংলো অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান নেহাত কম নয়। ঠাকুরবাড়ির নাম রেখেছিলেন তিনিও। একদিকে চিত্রশিল্পী অন্যদিকে সাহিত্য। বিশেষ করে শিশু সাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর লেখা ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। তবে অবন ঠাকুরের ছবি আঁকার প্রতি ভালবাসা ছিল অদম্য। আজও অমর হয়ে রয়েছে তাঁর সৃষ্টি। ওমর খৈয়াম, সুজাতা, বুদ্ধ তাঁর জনপ্রিয় তম ছবি গুলির মধ্যে অন্যতম। অবন ঠাকুরের বাগান বাড়ি বিশ্বভারতীতে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিলেও হুগলি নদীর পাড়ে একটি বাগান বাড়ি ছিল তাঁর। সেখানে তিনি মাঝে মাঝে এসে থাকতেন। হুগলির কোন্নগরে রয়েছে সেই বাগানবাড়ি। অনেকেই সেকথা জানেন না। সেটি সুন্দর করে আজও সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রাজ্য সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। দর্শকদের জন্য খুলেও দেওয়া হয়েছে সেই বাগানবাড়িটি। টিকিট কেটে দেখার সুযোগ রয়েছে। গাছগাছালিতে ঠাসা এই বাগানবাড়িতে গেলে মন ভরে যাবে। দেড়শো বছরের পুরনো এই বাড়িটি। এটি তৈরি করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা। কী রয়েছে এখানে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে হলেও এই বাড়িতে তাঁর শৈশবের দীর্ঘ সময় কেটেছে। এমনকী তার একাধিক ছবি আঁকা সাহিত্য রচনা এই বাড়িটিতে বসেই করেছেন তিনি। শিল্পীর বাড়ি তাঁর বাগান বাড়ির প্রায় প্রতিটি ঘরেই রয়েছে তাঁর আঁকা ছবির সম্ভার। শিল্পীর আঁকা একাধিক ছবি দিয়ে ঘরগুলি সাজানো রয়েছে। তাঁর তৈরি কাটুম কুটুমও রয়েছে এখানে। জাপানি চিত্র শিল্পীতেও পারদর্শী ছিলেন অবন ঠাকুর। কখন যাবেন এখানে অবন ঠাকুরের আঁকা শাহজাহান এবং মাদার ইন্ডিয়া ছবির রেপ্লিকা দেখা যায়। সপ্তাহের সাত দিনই খোলা থাকে। কোন্নগর স্টেশন থেকে আসা যায় টোটো বা অটোতে আবার গাড়িতেও বালি ব্রিজ পেরিয়ে আসা যায় এই অবন ঠাকুরের বাংলোয়। এখানে ছোটদের খেলার জায়গাও রয়েছে। তারা আনন্দ পাবে সব থেকে বেশি। কাজেই সপ্তাহান্তে অনায়াসেই বেড়িয়ে আসা যায় এই অবন ঠাকুরের বাগানবাড়িটিতে। তাই বেরি না করে চলে আসুন এখানে।

‘তিপরাল্যান্ড’ সুর বদল মন্ত্রীর

আগরতলা, ৮ মার্চ ঃ মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েই আইপিএফটির বিধায়ক শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সুর বদলে গেছে। তিপরাল্যান্ডের দাবি মানুষের কাছে দীর্ঘদিন ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, জনগণ প্রকৃত অর্থে উন্নয়নকেই পছন্দ করে থাকেন। আজ শপথ নেওয়ার পর সচিবালয়ে নিজের অফিস কক্ষে বসে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেন আইপিএফটি নেতা শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। তাঁর সাফ কথা, তিপরাল্যান্ড কিংবা গ্রেটার তিপরাল্যান্ড নির্বাচনে বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। বরং জনগণ উন্নয়নের প্রশ্নে ভোট দিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরার মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুবই আনন্দিত। তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, নতুন দায়িত্ব পেয়ে মৌলিক অধিকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাতে অবশ্য সফলতা মিলবে, আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তিপরাল্যান্ডের দাবির প্রভাব ছিল। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে একটা অংশ ওই দাবি হাইজ্যাক করেছে। কিন্তু বিরোধী আসনে থেকে ওই দাবি নিয়ে লড়াইয়ে আখেরে বিজেপি-আইপিএফটি জোটের ফায়দা হয়েছে। নোয়াতিয়ার কথায়, পৃথক রাজ্যের দাবি থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মানুষের কাছে দীর্ঘদিন এই দাবি ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ, জনগণ প্রকৃত অর্থে উন্নয়নকেই পছন্দ করেন এবং অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

২০০তম স্টোর চালু হয়েছে

৮ মার্চঃ ভারতযাত্রায় একটি নতুন মাইলস্টোন স্থাপন করে, আসুস ইন্ডিয়া, তাইওয়ানের টেক জায়ান্ট আজ নয়াদিল্লিতে তার ২০০তম স্টোর চালু করার ঘোষণা করেছে। ৫০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত, শহরের ইলেকট্রনিক কেন্দ্রে অবস্থিত এক্সক্লুসিভ স্টোর-নেহরুপ্লেস, কনসিউ মারপিসি, গেমিংল্যাপটপ, ক্রিয়েটরসিরিজ, অল-ইন ওয়ান ডেস্কটপ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জুড়ে আইকনিক উদ্ভাবনের ফার্স্টহ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্সের সুযোগ দেবে। এক্সক্লুসিভ আসুস স্টোরটি হল ভারতে ভোক্তাদের সামগ্রিক ক্রয়ের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর দিকে কোম্পানির সমন্বিত প্রচেষ্টা।

‘ত্রিপুরার উন্নয়নে অনেক কাজ বাকি,আগামী ৫ বছরে সমাপ্ত করার সংকল্প নিয়েই এগিয়ে যাব’

আগরতলা, ৮ মার্চ ঃ ত্রিপুরার উন্নয়নে অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

এখন সেই কাজ আগামী পাঁচ বছরে সমাপ্ত করার সংকল্প নিয়েই এগিয়ে যাব। আজ ত্রিপুরার মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সচিবালয়ে নিজের অফিস কক্ষে দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তাঁর দাবি, বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের অশুভ এবং সুবিধাবাদী জোট মানুষের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ তাঁদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করেছেন। এদিন তিনি বলেন, মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে ত্রিপুরায় বিজেপি পুনরায় সরকার গঠন করেছে। ষড়যন্ত্র হয়েছিল, মানুষ তার মোকাবিলা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিপরা মথাও বিজেপিকে হারাতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর দাবি, ৬ থেকে ৭ আসনে বিজেপি খুবই কম ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। সুশান্ত বলেন, গত পাঁচ বছরের শাসনকালে দুবছর করোনার প্রকোপ উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে, অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে সেই সমস্ত অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সংকল্প নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। নতুন সরকার সকলের সমন্বয়ে ত্রিপুরাকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাবে, জোর গলায় দাবি করেন তিনি।

সিসোদিয়াকে অন্যান্য ভয়ঙ্কর অপরাধীদের সঙ্গে তিহার জেলে রাখা হয়েছে ঃ সৌরভ ভরদ্বাজ

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ ভয়ঙ্কর অপরাধীদের সঙ্গে তিহার জেলে রাখা হয়েছে দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়াকে। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। তিনি দাবি করেছেন, তিহার জেলে ভয়ঙ্কর অপরাধীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে সিসোদিয়াকে। আপএর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে তিহার জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, মনীশ সিসোদিয়াকে তাঁর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে একটি পৃথক ওয়ার্ড নিয়োগ করা হয়েছে। সিজে০১-এর ওয়ার্ডে, যেখানে তাঁকে রাখা হয়েছে সেখানে ন্যূনতম সংখ্যক কয়েদি রয়েছে, যারা গ্যাংস্টার নয় এবং কারাগারের ভিতরে ভাল আচরণ বজায় রেখেছে। তিহার জেল কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, পৃথক সেলে কোনও ঝামেলা ছাড়াই ধ্যান অথবা অন্য কোনও ক্রিয়াকলাপ করতে পারবেন তিনি। তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জেলের নিয়মানুযায়ী যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। প্রসঙ্গত, বুধবার আপএর বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ দাবি করেছেন, তিহার জেলে ভয়ঙ্কর অপরাধীদের সঙ্গে রাখা হয়েছে সিসোদিয়াকে। সাংবাদিক সম্মেলনে সৌরভ বলেন, হেলিতে আজ এই সম্মেলন আয়োজনের নেপথ্যে কারণ হল কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র ফাঁস করা, যে কারণে মনীশ সিসোদিয়া কারাগারে। তাঁকে (সিসোদিয়া) তিহারের ১ নম্বর কারাগারে রাখা হয়েছে, জেল নং ১ হল সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী এবং খুনিদের স্থান।

নিউতিনসুকিয়া ও ধুবড়ির মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ত্রি-সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও,৮মার্চঃ যাত্রীদের ভ্রমণ আরও সুবিধাজনক করে তোলার লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে এই মাস থেকে উজান ও নিম্ন অসমসংযোগী নিউতিনসুকিয়া ও ধুবড়ির মধ্যে একটি ত্রিসাপ্তাহিক স্পেশালট্রেন পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই স্পেশাল ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন তথা নিউতিনসুকিয়া থেকে মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও রবিবার এবং ধুবড়ি থেকে বুধবার, শুক্রবার ও সোমবার করে চলাচল করবে।ট্রেন নং. ০৫৯২২(নিউতিনসুকিয়া ধুবড়ি)স্পেশাল ১৯ মার্চ থেকে১৭আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ১৪.৩০ঘণ্টায় নিউতিনসুকিয়া থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন০৪.৩০ঘণ্টায় ধুবড়ি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময়, ট্রেন নং. ০৫৯২১(ধুবড়ি নিউতিনসুকিয়া)স্পেশাল ট্রেনটি২০মার্চথেকে১৮আগস্ট, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫.০০ঘণ্টায় ধুবড়ি থেকে রওনা দিয়ে একই দিনে১৯.৪৫ঘণ্টায় নিউতিনসুকিয়া পৌঁছবে। এই স্পেশাল ট্রেনটিতে এসি ৩টিয়ার, স্লিপার ক্লাস, জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস ও জেনারেল সিটিং কামলা গেজভ্যান সহমোট১৫টি কোচ থাকবে। উভয় দিকে যাত্রার সময় স্পেশাল ট্রেনটি ডিব্রুগড়, ধেমাজি, নর্থলখিমপুর, উদালগুড়ি, রঙিয়া, বরপেটারোড, ফকিরা গ্রাম স্টেশন হয়ে চলাচল করবে।এই স্পেশাল ট্রেনের চলাচল নিম্ন অসমের সাথে উজান অসমকে সংযুক্তকরবে, যা এই রুটের যাত্রী ও ব্যবসায়ীদের সুবিধা প্রদান করবে।এইট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বেবিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

নারীরা সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছেন ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ‘আন্তর্জাতিক নারী দিবস’ উপলক্ষে দেশের মহিলা নাগরিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, আজকের নারীরা সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছেন। স্থাপন করছেন নজির বিহীন রেকর্ড। তিনি বলেন, মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সাম্য রক্ষায় এখনও আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া দরকার। এ প্রসঙ্গে তিনি মেয়েদের, শুধুমাত্র পরিবারের গৌরব নয়, গোটা দেশের গর্ব হিসেবে অভিহিত করে, তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেন। বুধবার, ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই উপলক্ষে দেশ জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এ বছরের মূল ভাবনা লিঙ্গ সমতার জন্য উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি। মহিলাদের ক্ষমতায়নের উদ্দেশে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দিনটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

ঢাকার গুলিস্তানে বিস্ফোরণে মৃত্যু বেড়ে ১৮ দেহ শনাক্ত ১৭ জনের, আহত দেড় শতাধিক

ঢাকা, ৮ মার্চ ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলিস্তান অঞ্চলে বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮। আহত অন্তত ১২০। গুরুতর জখম বেশ কয়েকজন শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বার্ন এণ্ড প্লাস্টিক সার্জারিতে চিকিৎসাধীন। দাহ্য বস্তুর উপস্থিতি, এই বিস্ফোরণের কারণ বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক। রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্ঘটনায় এতগুলি মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। গুলিস্তানের সিদ্দিকবাজারে বিস্ফোরণের ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থল এবং আশেপাশের কয়েক মিটার এলাকায় যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। দমকল সার্ভিসের উপপরিচালক বাবুল চক্রবর্তী সকালে বলেন, আমরা সকাল ৯টা থেকে আবার উদ্ধারকাজ শুরু করেছি। সেনাবাহিনীর আরেকটি টিম আসার কথা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিকেল পৌনে পাঁচটার দিকে গুলিস্তানে বিআরটিসির বাস কাউন্টারের কাছে সিদ্দিকবাজারে সাততলা একটি ভবনে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে পাশের আরেকটি পাঁচতলা ভবনও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইআর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ই মার্চ নারীদের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অর্জন ও অবদানের প্রশংসা করার জন্য একটি দিন হিসেবে পালিত হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩-এর থিম হল EmbraceEquity। এটি লিঙ্গ পক্ষপাত দূর করার জন্য সক্রিয় পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে, শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে. বলেছেন। এই দিনটির স্মরণে, পূর্ব রেলওয়ে সোমবার (৬.৩.২০২৩) তার সদর দফতর, ফেয়ারলি প্লেস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথভাবে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস উদযাপন করেছে। শ্রীমতী ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের (ইআরডব্লিউও) সভাপতি মধু অরোরা প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। শ্রী অরুণ অরোরা, তার আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং মহিলা কর্মচারীদের তাদের উজ্জ্বল কর্মক্ষমতার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। শ্রী অরোরা, জেনারেল ম্যানেজারইস্টার্ন রেলওয়ে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস ২০২৩-এর একটি পুস্তিকা উন্মোচন করেছেন যাতে পূর্ব রেলের কাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলা কর্মচারীদের অর্জন রয়েছে। শ্রীমতী মধু অরোরা, সভাপতি পূর্ব রেলের শ্রী অরুণ অরোরা, এবং অন্যান্য PHOD-এর উপস্থিতিতে একটি সংস্কার করা অডিটোরিয়াম- 'UDISHA' উদ্বোধন করেন। পরে তারা ফেয়ারলি প্লেসের আর্ট গ্যালারি পরিদর্শন করেন। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগ এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নের অংশ হিসাবে, পূর্ব রেলের লেভেল১ এবং লেভেল২ কর্মচারীদের কন্যাদের জন্য ট্যাবলেট পিসি বিতরণ করা হয়েছিল শ্রী অরুণ অরোরা, জেনারেল ম্যানেজারইস্টার্ন রেলওয়ে। সমগ্র পূর্ব রেলে রেলওয়ের কর্মচারীদের কন্যাদের মধ্যে মোট ৫৭টি ট্যাবলেট পিসি। এই অনুষ্ঠানে টেকনিশিয়ান, ড্রাইভার, নার্সিং স্টাফ, আরপিএফ, টিকিট চেকিং, ট্রেন ম্যানেজার, ডাক্তার, ওয়েল্ডার, মেকানিক, ইলেকট্রিশিয়ান, হেল্পার ইত্যাদির মতো বিভিন্ন পদে কর্মরত মহিলাদের চিত্রিত করে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটি শর্ট ফিল্মও দেখানো হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে শ্রীমতী ড. ইস্টার্ন রেলওয়ে উইমেনস ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের (ইআরডব্লিউও) সভাপতি মধু অরোরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য মহিলা কর্মচারীদের অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন। শ্রী অরুণ অরোরা, জিএমইআর অসামান্য পারফরম্যান্স প্রদানকারী মহিলা কর্মচারীদের এবং ‘আত্মনিরভার ভারত’ থিমে আয়োজিত সিট অ্যান্ড ড্র এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অর্জনকারী রেলওয়ে কর্মচারীদের কন্যাদের পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রীমতী স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার জরিনা ফেরদৌসী।

ইআর-এর মালদা ডিভিশনের গুডস শেড সাইডিং এ সবুজ উদ্যোগ

৮ মার্চ ঃ একটি টেকসই পরিবেশের জন্য দূষণ সীমিত করার জন্য পূর্ব রেলওয়ের ক্রমাগত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে মালদা বিভাগ পণ্যের শেডসিডিংগুলিতে দূষণ মোকাবেলাকমাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। বারহারওয়া, বাকুড়ি, সাক্রিগালি, করমটোলা, রাজমহল, মহারাজপুর, তালঝাড়ি, মির্জাচৌকি, তিনপাহাড় এবং সাহেবগঞ্জে মোট ১০টি পণ্যের শেডসাইডিং সবুজ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কার্বন ফুটপ্রিন্ট হ্রাস করে একটি পরিচ্ছন্ন এবং সবুজ পরিবেশ অর্জনের জন্য বিভিন্ন ফ্রন্টে বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। পলাতক নির্গমন দমন করার জন্য, ইতিমধ্যেই সাক্রিগালি এবং সাহেবগঞ্জ সাইডিংএ ২টি ওয়াটার মিস্ট স্প্রিংকলার মেশিন চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৮টি সাইডিংয়ে আরও জলের কুয়াশা স্প্রিঙ্কলার স্থাপনের বিষয়ে দরপত্রও পাঠানো হয়েছে, যা শীঘ্রই খোলা হবে। এছাড়াও মালদা বিভাগ সাইডিংয়ের চারপাশে সবুজ বেল্ট গড়ে তুলতে প্রায় ৫০০০ চারা রোপণের পরিকল্পনা করেছে। মালদা বিভাগ দ্বারা একটি বিশাল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়েছিল এবং সাহেবগঞ্জ এবং সাক্রিগালি গুড শেড সাইডিংগুলিতে অসংখ্য গাছ লাগানো হয়েছিল।

করিমগঞ্জের বাংলাদেশ সীমান্তে উদ্ধার তিনটি মহিষ

করিমগঞ্জ (অসম), ৮ মার্চ ঃ বাংলাদেশে পাচারের পথে তিনটি মহিষ উদ্ধার করেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)। করিমগঞ্জ জেলার চান্দপাবাড়ি বিএসএফ ক্যাম্পের জওয়ানরা মঙ্গলবার রাতে টহলদারির সময় মহিষগুলি উদ্ধার করলেও পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। উদ্ধারকৃত তিনটি মহিষের বাজারমূল্য এক লক্ষ টাকা হবে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক মাস ধরে করিমগঞ্জের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে গবাদি পশু বাংলাদেশে পাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় রাতের ঘুম উবে গেছে সীমান্তবর্তী গ্রামের গৃহস্থদের। গত তিনমাসে করিমগঞ্জের সীমান্ত এলাকা থেকে কয়েক লক্ষাধিক টাকা গরু ও মহিষ উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

সংসদীয় গণতন্ত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে ঃ টিংকু রায়

আগরতলা, ৮ মার্চ ঃ প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার ইচ্ছা থাকে সংসদীয় গণতন্ত্রে কাজ করার সুযোগ হোক। ২০১৮ সালে সম্ভব হয়নি। কিন্তু, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে গণদেবতার রায়ে জয়ী হয়ে সেই সুযোগ পেয়ে মানুষের জন্য কাজ করা ইচ্ছা রয়েছে। আজ শপথ গ্রহণের পর সচিবালয়ে নিজের অফিস কক্ষে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা বলেন টিংকু রায়। তাঁর মতে, পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রোজগার বৃদ্ধি সম্ভব হবে। তখন সকলকে সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখেছেন। তাঁকে মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তাই ওই দায়িত্ব পালনে সর্বোচ্চ দেওয়ার চেষ্টা করবেন, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন তিনি। তিনি দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরাবর উন্নয়নের কথা বলেন। কেন্দ্রীয় সরকারেরও উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারও ব্যতিক্রমী নয়। তাঁর মতে, ত্রিপুরায় পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রচুর জাতীয় সড়কের কাজ হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন দ্রুত গতি ধরেছে। তাই, এই ক্ষেত্রকেই সবচেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, পরিকাঠামো উন্নয়ন হলে রোজগার বাড়বে। তখন সরকারি চাকরির প্রয়োজনীয়তা পড়বে না। কারণ, সকলকে সরকারি চাকরি প্রদান সম্ভব হবে না। তাঁর সাফ কথা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশানির্দেশনায় এবং মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরায় পরিকাঠামো উন্নয়ন আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।

মেট্রো রেলওয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে

৮ মার্চ ঃ আজ ০৮.০৩.২০২৩ তারিখে মেট্রো রেলওয়েতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য মেট্রো রেলওয়ের গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরা। এই উপলক্ষে আজ মেট্রো রেল ভবনে একটি ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। এই অধিবেশনে, অংশগ্রহণকারীরা নারীর ক্ষমতায়ন এবং তারা প্রতিদিন যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয় সে সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেয়। শ্রীমতী চন্দ্রিমা রায়, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার, শ্রীমতি। সংহিতা সোরেন, প্রিন্সিপাল চিফ ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, শ্রীমতি অঞ্জলি কেশরী, ডি. প্রধান সংকেত ও টেলিকম প্রকৌশলীসি, শ্রীমতি রুমা অডি, সহকারী পার্সোনেল অফিসারআইসি, মিসেস অপর্ণা ঘোষ, ডি. সচিব (ক্রীড়া ও সাধারণ) এবং অন্যান্য মহিলা কর্মকর্তা, সমস্ত বিভাগের কর্মীরা ইন্টারেক্টিভ অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন এবং লিঙ্গ সমতা নিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা শেয়ার করেছিলেন। এই প্রোগ্রামে একটি ভিডিও দেখানো হয়েছিল যাতে মহিলা মেট্রো অফিসার এবং কর্মীরা তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। উল্লেখ্য, এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'এম্ব্রেস ইক্যুইটি'।

মানি লন্ডারিং আইনের আওতায় আনা হলো ক্রিপ্টো কারেন্সিকে

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি ভারতের আর্থিক লেনদেনের বাজারেও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ডিজিটাল মুদ্রা বা ক্রিপ্টো কারেন্সি। আর অনেকেই বিদেশে অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে ক্রিপ্টো কারেন্সিকে হাতিয়ার করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আর ওই অভিযোগের পরেই নড়েচড়ে বসল অর্থ মন্ত্রক। আজ বুধবার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ‘ক্রিপ্টো কারেন্সি ও ভার্চুয়াল অ্যাসেটও অর্থ পাচার আইনের (মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) আওতায় পড়বে।’ অর্থাৎ ক্রিপ্টো কারেন্সির লেনদেনে জড়িতদের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাতে পারবে ইডি। চিন সহ বিশ্বের কয়েকটি দেশ সব ধরনের ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। বিটকয়েনের মতো ডিজিটাল টোকেন বা মুদ্রা নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ওই পথে হাঁটেনি মোদী সরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারের শীর্ষ মহলের যুক্তি ছিল, দেশের মাত্র ৭.৩ শতাংশের কাছে ক্রিপ্টো সম্পত্তি রয়েছে। তবে যাতে অন্যান্য দেশের মতো বিটকয়েন, ডোজ কয়েনের মতো ক্রিপ্টো কারেন্সি জাঁকিয়ে বসতে না পারে তার জন্য ক্রিপ্টো লেনদেনের উপরে ৩০ শতাংশ কর এবং উৎসের উপরে আরও অতিরিক্ত এক শতাংশ কর ধার্য করা হয়েছে সরকারের তরফে।

পাকিস্তানি এজেন্টদের প্রিঅ্যাক্টিভেটেড সিম কার্ড পাচার, গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে ১০

গুয়াহাটি, ৮ মার্চ ঃ পাকিস্তানি এজেন্টদের প্রিঅ্যাক্টিভেটেড সিম কার্ড পাচার এবং জিহাদিযোগের অভিযোগে নতুন পাঁচজনকে যোগ করে অসমে গ্রেফতারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০। অসমের বিভিন্ন নাগরিকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ও সিম কার্ড চুরি করে তারা। প্রাথমিক তদন্তে ওই সব ফোন এবং সিম থেকে পাকিস্তানে ওটিপি পাঠানোর তথ্যও পেয়েছে পুলিশ। সেগুলি পাকিস্তানি এজেঃটদের কাছে পাচার করত তারা। এ ধরনের জিহাদি কার্যকলাপে জড়িত বিশাল র‍্যা কেটকে পাকড়াও করতে জাল বিছিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। জানা গেছে, এনআইএ-র গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে নগাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম), কলিয়াবরের এসডিপিও এবং জেলা পুলিশের একাধিক কর্মকর্তার অভিযানে নতুন পাঁচ সাইবার ক্রিমিন্যালকে মধ্য অসমের নগাঁও জেলাধীন মরিগাঁও এবং বটদ্রবা বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফতার হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে ১৮টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ২০০-এর বেশি প্রিঅ্যাক্টিভেটেড সিম কার্ড বাজেয়াপ্ত করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। প্রাথমিক তদন্তে পাকিস্তানি এজেঃটের কাছে ওটিপি পাঠানোর তথ্যও পেয়েছে পুলিশ। ধৃতদের বয়ান অনুযায়ী তাদের আরও পাঁচ সাঁকরেদ রয়েছে। ওই পাঁচজনকে গ্রেফতার করতে জাল বিছিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। মরিগাঁও এবং বটদ্রবা থেকে নতুন যে পাঁচ জিহাদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের বাহারুল ইসলাম, ওয়াহিদুজ জামান, বদরউদ্দিন, আশিকুল ইসলাম এবং মিজানুর রহমান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, গত ২৪ ফেব্রুয়ারি মরিগাঁও জেলার অন্তর্গত মইরাবাড়িতে তিন সাইবার অপরাধীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ওই সব সাইবার অপরাধী যথাক্রমে ইশহাক আলি, রাব্বুল ইসলাম ও গিয়াস উদ্দিনকে মইরাবাড়ির শগুনবাড়ি গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের কাছ থেকেও ১১টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ১,৭২০টি সিমকার্ড সহ বেশ কিছু আপত্তিকর জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়া গত বছরের ডিসেম্বরে মরিগাঁও জেলা পুলিশ দুই ভয়ঙ্কর সাইবার অপরাধীকে গ্রেফতার করেছিল। ওইদিন গ্রেফতার দুজনের নাম আব্দুল আজিজ ও আব্দুল মজিত। তালাশি চালিয়ে তাদের হেফাজত থেকে পুলিশ ৫-টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, ২৬২টি সিম কার্ড, ৩১টি এটিএম কার্ড, ৯টি প্যানকার্ড, ৮টি ভোটার আইডি কার্ড, ব্যাংকের চেক বই, একটি প্রিন্টার, দুটি ল্যাপটপ, একটি ওয়াইফাই ডিভাইস উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের মরিগাঁও, বরপেটা, বঙাইগাঁও, ধুবড়ি এবং নগাঁও জেলাকে জিহাদিদের আঁতুরঘর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জিহাদি সংযোগের অভিযোগে এ পর্যন্ত বহুজনকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ।

জলঙ্গীর ঘাটে কিশোরীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য কৃষ্ণনগরে

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৮ মার্চ ঃ বুধবার সকালে নদীর ধারে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। খুন, ধর্ষণ নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু, তার তদন্ত করছে পুলিশ। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানা এলাকার ষষ্ঠীতলা বারোয়ারির নিকট খেয়া সারদা ঘাটের ঘটনা। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতোই বুধবার এলাকাবাসীরা প্রাতঃভ্রমণে গিয়েছিলেন। তখনই জলঙ্গীর ঘাটে অজ্ঞাতপরিচয় এক কিশোরীর দেহ স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে পড়ে। বাসিন্দাদের তরফে খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ওই নাবালিকার আত্মঘাতী হয়েছে নাকি তাকে খুন করা হযেছে তা নিয়েও ধন্দে স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রাথমিকভাবে ওই নাবালিকার পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ওই নাবালিকার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট হাতে এলেই বোঝা যাবে ওই কিশোরীকে খুন করা হয়েছে নাকি আত্মঘাতী হয়েছে ওই কিশোরী।

হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ তৃণমূলের গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বর।

হাসপাতালের চুক্তি ভিত্তিক কর্মীরা কাদের ছত্র ছায়ায় থাকবে এই নিয়ে শুরু হয় দুই গোষ্ঠীর লড়াই। ঘটনায় আহত হন এক মহিলা সহ ছয় জন। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে ফিরে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। তার বক্তব্য, হাসপাতালের মতো জরুরি পরিষেবা ক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই কাম্য নয়। হাসপাতালে তৃণমূলের একটিই সংগঠন রয়েছে। সেটি আই এন টি টি ইউ সি অনুমোদিত। দ্বিতীয় সারা বাংলা হাসপাতালে অস্থায়ী ঠিকা কর্মী সংগঠন তৃণমূল অনুমোদিত কোনও সংগঠন নয় বলে দাবি করেন বিধায়ক। নাম না করে হাসপাতাল চত্বরে তৃণমূলের এক নেতার গুন্ডামী বন্ধ করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরেও বিষয়টি আনবেন বলে জানান তিনি।

৩ কুইন্টাল চালের অন্নে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন মহোৎসব

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ মার্চ ঃ দোল পূর্ণিমা তথা শ্রীমন মহাপ্রভুর ৫৩৮ তম শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে নবদ্বীপের বিভিন্ন মঠ মন্দিরের সাথে মহাপ্রভু পরাস্থিত ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরেও আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। যার সূচনা হয়েছিল গত ১৬ ফাল্গুন, ১ মার্চ, সন্ধ্যায়

শুভ অধিবাসের মধ্য দিয়ে, এর পর প্রতি দিনি অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, সহ শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর, সহ একাধিক অনুষ্ঠান। ৮ মার্চ বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হলো শ্রীমন মহাপ্রভুর অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান। এই বিষয়ে নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি সুদীন গোস্বামী জানান, গতকাল গঙ্গাবারী আনয়নের পর মহাপ্রভুর অভিষেক সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার অনুষ্ঠিত হল তার অন্নপ্রাশন, তিনি আরও বলেন যেহেতু ভগবানের অন্নপ্রাশন সে কারনে এর নিয়ম, নিষ্ঠা থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এটার মাধুর্য আলাদা। এই অন্নপ্রাশনে মহাপ্রভুকে ১৬ টি উপকরণ দেওয়া হয়, রূপোর বল, রূপোর ঝিনুক বাটি, ঝুনঝুনি সহ নানা বিধ দ্রব্য বা সামগ্রী, এছাড়াও এদিন ভোগেও থাকছে ভিন্ন ছবি, ৫৬ রকমের নানা শাক, ভাজা, সব্জি, চাটনি সহ নানা পদ রান্না করা হয়, ভোগ নিবেদনের জন্য, এরই পাশাপাশি ১০৮ টি সরায় ৫৬ ধরনের মিষ্টি দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। তিনি আরও জানান, অন্নকুট মহোৎসবে যেমন অন্নের পাহার বা গিরি গোবর্ধন পর্বতের আকৃতি করা হয় এদিনও এই অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে ৩ কুইন্ট্যাল চালের অন্ন দিয়ে পাহার তৈরীও করা হয়। এভাবেই নিয়ম ও প্রথা মেনে মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল দেশ-বিদেশ থেকে আগত অসংখ্য ভক্ত।

মদ্যপ যুবকদের তান্ডবে পুড়লো টোল কার্যালয়, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ মার্চ ঃ মদ্যপ যুবকদের তান্ডবে পুড়লো টোল আদায়ের কার্যালয়। ঘটনাটি ঘটে খন্ডঘোষ ব্লকের শশঙ্গা পঞ্চায়েতের কাঁটাপুকুর এলাকায়। জানা গেছে, দোল উৎসবে বেশ কিছু যুবক মদ্যপ অবস্থায় শশঙ্গা পঞ্চায়েত অনুমোদিত টোল কার্যালয়ের কর্মীদের সঙ্গে বির্তকে জড়িয়ে পড়ে। মারধোর করা হয়েছে টোলের কর্মীদের। ভাঙচুর করা হয় কর্মীদের বাইক ও মোবাইল ফোন । টোল অফিসে থাকা মোটা অঙ্কের টাকাও লুট করেছে মদ্যপরা বলে অভিযোগ। এরপরেই মদ্যপ যুবকেরা পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের পাশাপাশি দুটি বালির টোল আদায়ের কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়, পুড়ে যায় টোল কার্যালয় টি। ঘটনার খবর পেয়েই হাজির খন্ডঘোষ থানার পুলিশ । এই ঘটনার জড়িত থাকার সন্দেহে দুজনকে আটক করেছে পুলিশ বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাত ৯ টা পর্যন্ত টোল কার্যালয় পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় কোন অভিযোগ জমা পড়েনি, এই ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে। শশঙ্গা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত টোল আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার অভিযোগ , পূর্বে যে পরিমান টাকার টোল ছিল তার থেকে দিগুনে বেশী টাকায় তারা টোলের দায়িত্ব পেযেছেন ই-টেন্ডারের মাধ্যেমে। এই বিষয় টি অনেকেই মেনে নিতে পারছে না, তাই দোল উৎসবের মাঝে কিছু মদ্যপ যুবকে পাঠিয়ে টোল কার্যালয় টি পুড়িয়ে দেবার পাশাপাশি কর্মীদের উপর হামলা চালায় অসাধু ব্যক্তিরা। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খন্ডঘোষ ব্লকের শশঙ্গা পঞ্চায়েত এলাকায়।

মহাসমারোহে উত্তরপাড়ায় পালন হল বসন্ত উৎসব।

দুর্গাপূজা নিয়ে আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য বিদ্যুতের, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট চিঠি পাঠালো আচার্যকে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ মার্চ ঃ দুর্গাপূজা নিয়ে আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্য বিদ্যুতের, প্রতিবাদে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট চিঠি পাঠালো আচার্যকে। আশ্রমিক, প্রাক্তনি, নাগরিকদের বিরুদ্ধে একের পর এক অবমাননাকর মন্তব্যের পর, বাংলার ঐতিহ্য মণ্ডিত দুর্গা পূজা নিয়ে আপত্তিকর এবং অবমাননাকর শব্দ প্রয়োগ করলেন বিশ্বভারতী উপাচার্য। তার প্রতিবাদে দেশের প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্যের হস্তক্ষেপ চাইলো শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। উপাসনা গৃহ বা কাঁচঘর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পত্তি। যদিও উপাসনাগৃহ দেখাশোনার দায়িত্বে বিশ্বভারতী এবং তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে সর্বেক্ষণ বিভাগ। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে উপাসনাগৃহকে ব্যক্তিগত ক্রোধ বা আক্রোশ মেটাবার জায়গাতে পরিণত করেছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। বুধবার সাপ্তাহিক মন্দিরে প্রস্তাবনার নাম করে কখনও আশ্রমিক, আবার কখনও প্রাক্তনী, ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য, সাধারণ নাগরিক কাউকেই রেয়াত করছেন না উপাচার্য। তাঁর পরনিন্দা পরচর্চার জন্যই দিন দিন মন্দিরে উপস্থিতির সংখ্যা দিনকে দিন কমছে। উপাচার্য দুর্গাপূজাকে কটাক্ষ করে বলেন, বাংলায় দুর্গাপূজার প্রচলন হয় বেনিয়া ব্রিটিশদের আনুকূল্য পেতেই। কে কত কাছে ইংরেজদের টানতে পারে, তারজন্য দুর্গাপূজা প্রবর্তন করেন ধণীরা। মন্দিরে কোনো ধর্মের সমালোচনা হবে না বা পৌত্তলিকতা নিয়ে আলোচনা করা যায় না। এমনটাই নিয়ম। সেই নিয়ম ভেঙে শেষ সীমাও লঙ্ঘন করলেন উপাচার্য। মার্চের ২ তারিখ উপাসনালয়ে যথারীতি আশ্রমিক, প্রাক্তনীদের আক্রমণের পর দুর্গাপূজার ঐতিহ্য নিয়ে এই বিতর্কিত আলোচনা শুরু করেন তিনি । উপাসনালয় মূলতঃ একেশ্বর ব্রহ্ম মন্দির হলেও সেখানে সর্বধর্মের সমন্বয় ঘটে। এদিন নিরাকার উপাসনার কথা বলতে শুরু করে বাঙালির দুর্গা পূজার ঐতিহ্য নিয়ে বিতর্কিত বক্তব্য রাখলেন। উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নিজস্ব ব্যক্তিগত একটা মতাদর্শ আছে। গোবলয়ের গৈরিক মতাদর্শ যারা বাঙালির দুর্গা পূজা ও তার ঐতিহ্য নিয়ে চিরদিন মিথ্যা প্রচার করে ভোট রাজনীতিতে ফায়দা লুঠতে বিশ্বাসী। উপাচার্যর এই ধরনের কথায় বাঙালির দুর্গা পূজার প্রতি বহিরাগত বিজেপির আসল চেহারা বের হয়েছে বলে মনে করছে এক পক্ষ। উপাচার্যর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আচার্যকে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট বলেছে যে উপাসনাগৃহ শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পত্তি সেখানে আশ্রমিক, নাগরিক ও প্রাক্তনীদের বিরুদ্ধে অপমানকর কথা বলছেন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। যাতে আপত্তি আছে শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের। ট্রাস্ট এও বলছে যে উপাচার্য এই ট্রাস্টের ট্রাস্টি সদস্য হতে চান নি। ট্রাস্টের সম্পত্তির এভাবে অপব্যবহার করতে তাদের তীব্র আপত্তি আছে। যদিও, এব্যাপারে বিশ্বভারতীর জন সংযোগ আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান নি।

অনুব্রতের মুখের কুলুপ খুলে গেলেই অনেক নাম বেরিয়ে আসবে ঃ সুকান্ত মজুমদার

দেবাশিস কংসবণিক, মায়াপুর, ৮ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডলের মুখের কুলুপ যদি খুলে যায়, তাহলে অনেক নাম বেরিয়ে যাবে। সেই নামগুলো যখন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পাবে, কার্যত ভূমিকম্প হয়ে যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না। তৃণমূল দলটি ভূপতিত হবে। তাই দুজনেই নিজেদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মুখে কুলুপ এটে রেখেছে।' বুধবার নদীয়ার মায়াপুর ইসকন মন্দিরে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই কথাই বললেন সুকান্ত মজুমদার। বহুদিন বন্ধ থাকার পর ফুরফুরা উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে তাপস দাসগুপ্তকে নিয়োগ করা প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ভাঙ্গরের বিধায়ককে পুলিশ অনেকদিন আটকে রেখেছিল, সেখানে তো অনেকটা ড্যামেজ হয়েছে। তাই এখন ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, এসব চেয়ারম্যান-টেয়ারম্যান করে কিছু হবে না। ড্যামেজ কন্ট্রোল করা কিছু যাবে না। 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিএ দিতে পারবেন না বলে যে কথা জানিয়েছেন, 'সেই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'আমরা তো বলছি, দিতে না পারেন, তাহলে পদ ছেড়ে দিন। আমরা ৫-৭ বছরের মধ্যেই কেন্দ্রীয় হারে ডি এ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।' নারী দিবসের দিন কলকাতার পথে চাকরিপ্রার্থীদের হাঁটা প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'আমাদের রাজ্যে চাকরিপ্রার্থীদের অবস্থা অত্যন্ত দূরহ। তবে চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই চাকরি পাওয়ার যোগ্য প্রার্থী রয়েছেন। কিন্তু কখনো ৬০০ চাকরি বাতিল হচ্ছে। এখনও ৪ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। আসলে চাকরি তো বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, সংখ্যাটা ২৫ হাজারও হতে পারে। তবে আমরা ক্ষমতায় এলে চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যা দূর করে দেবো।'' ভাঙ্গরে তৃণমূল কর্মী গুলিবিদ্ধ হলেও অধরা দুষ্কৃতীরা, পুলিশের উপরে বোমা মেরেছে সমাজ বিরোধীরা নদিয়াতে, এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এখন তো দুয়ারে বোমাও হচ্ছে। চাইলে বোমা পাওয়া যাবে। বস্তা ভর্তি করে বোমা দেওয়া হবে।'

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ব্যাতিক্রমী পদক্ষেপ উপপ্রধানের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আলু তোলার কাজে আসা মহিলা শ্রমিকদের হাতে জল ও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়ে সম্মান জানালেন জামালপুর ব্লকের জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব। তরুন উপপ্রধানের এই অভিনব পদক্ষেপে খুশি দূরদুরান্ত থেকে কাজ করতে আসা মহিলা শ্রমিকরা। জামালপুর তথা দক্ষিণ দামোদরে চলছে আলু তোলার কাজ। এই কাজে মহিলা শ্রমিকরাই বেশী করে মাঠে আসেন। এদিন দেখা যায় একজন মা মাঠে আলু তোলার কাজ করছেন আর তার ছোট্টো শিশুটি ক্ষিদের জ্বালায় কেঁদেই চলেছে মাঠের পাশে। মা শ্রমিকের কাছে তখন খাবার এবং জল নেই। তার আলু তোলার কাজ তখনও শেষ হয় নি। এমন সময়ে হঠাৎ করে খাদ্য সামগ্রী,

জল নিয়ে সাহাবুদ্দিন পৌঁছে যান মাঠে। সেখানে গিয়ে মাঠে কর্মরত মহিলাদের হাতে তুলে দিলেন ফুলের তোড়া, জল, খাবার। তারপর অভুক্ত এবং ক্রন্দনরত শিশুটিকে দেখতে পেয়ে তাকে কোলে তুলে নিজে হাতে খাবার ও জল খাইয়ে দেন উপপ্রধান সাহাবুদ্দিনবাবু। উপপ্রধানের এই কাজে আপ্লুত হয়ে উঠল শিশুটির মায়ের মন। তাকে ধন্যবাদ জানালেন শিশুটির মা সহ মাঠে কাজ করা অন্যান্য মহিলা শ্রমিকরা। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে উপপ্রধানের এই ব্যাতিক্রমী ও মানবিক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এলাকার মানুষ।

দিল্লিতে অনুব্রত থেকে শুরু করে ফুরফুরা শরিফে বদল! একাধিক ইস্যুতে প্রতিক্রিয়া জানালেন কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ অনুব্রত মণ্ডলের দিল্লি যাত্রা প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবারও বিজেপিকে নিশানা করলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বললেন, অনুব্রত মণ্ডলকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার কেসে মেরিটে যাচ্ছিনা। যারা সমানে কটাক্ষ করছেন তাদের বলব, আপনাদের হাতে ইডি, সিবিআই আছে বলে আপনারা ধারা বিবরণী দিচ্ছেন। আপনাদের নেতাদের নাম থাকা সত্ত্বেও কেন গ্রেফতার হলেন না? আসলে খুব মজা লাগছে নাকি। হিম্মত থাকলে সিবিআই দিলীপ ঘোষ, শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেফতার করুন। রাজনৈতিক অবস্থায় নিজেরা নিরাপদ থেকে অন্যদের ট্রোল করছেন এটা হয় না। সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। তার আগে বীরভূম জেলা সভাপতিকে রাজ্য ছাড়া করা কি বিরোধীদের চাল? এদিন অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দেন কুণাল। বলেন, শুধু একা অনুব্রত মণ্ডল নিয়ে বিরোধী দল কী চাপে ছিল, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এতে বিরোধী দলের দেউলিয়া অবস্থার কথা বোঝা যাচ্ছে। বীরভূমে আমাদের সংগঠকরা রয়েছেন। সাংসদ, বিধায়কেরা রয়েছেন। তাঁরা নেমেছেন ময়দানে। একা অনুব্রতকে নিয়ে বিরোধীরা বিব্রত হয়ে উঠেছে। এরপরেই কুণালের দাবি, বিরোধীদের বিরুদ্ধে ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্য বিরোধী নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে যে চিঠি দিয়েছেন, তারপরেই যেন তারা আরও বেশি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। অনুব্রত ছাড়াও, এদিন আরও একাধিক বিষয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন কুণাল। গত বুধবারই ফুরফুরা শরিফ উন্নয়ন পর্ষদ তথা এফএসডিএর নতুন কমিটির মাথা থেকে ফিরহাদ হাকিমকে সরিয়ে বসানো হয়েছে তপন দাশগুপ্তকে। যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে চর্চাও খুব একটা কম হয়নি। প্রশ্ন উঠছিল, তবে কি এবার ধীরে ধীরে দায়িত্ব কমানো হবে ফিরহাদ হাকিমের? এ কি পরোক্ষে সাগরদিঘির হারেরই প্রতিক্রিয়া? এ দিন এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কুণাল বলেন, ফুরফুরা শরিফে বেশ কিছু উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। ববি হাকিমের সময় নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। তাঁর জায়গায় তপন দাশগুপ্তকে আনা হয়েছে। এরপরেই কুণালের কটাক্ষ, এক সময় তো দিলীপ ঘোষকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি পদ থেকে সরানো হয়েছিল। তার পিছনেও কি ব্যর্থতার মতো কোনও কারণ ছিল? তা হলে ফুরফুরা শরিফের এই পদ নিয়েই বা জল্পনা হচ্ছে কেন? প্রশ্ন তৃণমূল নেতার। নকশালবাড়িতে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে লেনিনের মূর্তি ভাঙার অভিযোগ নিয়েও মন্তব্য করেন কুণাল। বলেন, এসএফআই আগে প্রায়শ্চিত্ত পদযাত্রা করুক। যখন প্রাথমিকে, ইংরেজি শিক্ষা তুলে দেওয়ায় একাধিক জেনারেশন পিছিয়ে পাছেন। আইটি-কে পিছিয়ে দিয়েছেন। বাম জমানায় হোল টাইমার কমরেড মানেই সরকারি চাকরি ছিল তাদের বাড়িতে। সেটা কী করে হত? কালো দিন ভুলিয়ে দেবেন এমনটা হবে না। লেনিন মূর্তি কারা ভেঙেছেন তা জানি না। তবে যাঁরা ভেঙেছেন তাঁরা ঠিক করেননি। কোনও আন্তর্জাতিক মঞ্চের শ্রদ্ধেয় নেতার মূর্তি ভাঙা ঠিক নয়। এর তীব্র বিরোধিতা করছি। এটা খুব দুঃখের।

হোলি উৎসব পালন চিকিৎসক পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ মার্চ ঃ রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে তারস্বরে সাউন্ড বক্স ও ডিজে বাজিয়ে বুধবার খেলা হল হোলি। ঘটনাটি বীরভূমের রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের। যাতে কেউ ভিডিও করতে না পারে তার জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা হলো নিরাপত্তারক্ষীদের। আজ দুপুরের এই ঘটনা ঘটে। রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে শিশু মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত থাকায় যখন স্বাস্থ্য দফতর থেকে স্বাস্থ্যকর্মীসহ চিকিৎসকদের সমস্ত ছুটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, সেই সময় পড়ুয়া চিকিৎসকদের এহেন আচরণ রীতিমত চিন্তায় ফেলেছে সকলকে। অতিরিক্ত সাউন্ডে অসুবিধায় পড়তে হল রোগী ও তাদের পরিজনদের। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পড়ুয়ারা এই হোলির আয়োজন করে। মেতে উঠেছিল ডাক্তারির ছাত্রীরাও।

অজ্ঞাত পরিচয় দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ সাত সকালে অজ্ঞাত পরিচয় দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ফুলবাড়ীর

ফাঁসিদেওয়া এলাকায়। বুধবার সাত সকালে ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজ সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দ্বারা বক্স এলাকায় মহানন্দা নদীর তীরে কচুরিপানায় এক ব্যক্তির দেহকে আটকে থাকতে দেখেন পথচারীরা। খবর দেওয়া হয় ফাঁসিদেওয়া থানায়। অবশেষে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটিকে উদ্ধার করে, ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। উদ্ধার হওয়া মৃতদেহের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ১০ -১২ দিন আগের দেহ হতে পারে।

লেলিনের আবক্ষ মূর্তি ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ লেলিনের মূর্তি ভাঙচুর। নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের শহীদ বেদীতে দুস্কৃতি হানা। লেলিনের আবক্ষ মূর্তিতে ভাঙার অভিযোগ। বুধবার সকালে নকশালবাড়ি

আন্দোলনের শহীদ বেদীতে লেলিনের আবক্ষ মূর্তিতে ভাঙচুর দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে ভিড় জমান স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে নকশালবাড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লেলিনের মূর্তিতে ভাঙচুর করলেও অন্য মূর্তিতে কোনো ভাঙচুর হয়নি। ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি করছেন সিপিআইএমএলের কর্মী সমর্থকরা। এর আগেও এই শহীদ বেদীতে মূর্তি ভাঙার ঘটেছিল।

ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে আগুন, পুড়ে ছাই একাধিক দোকান

দুরন্ত বার্তা, ধূপগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ হোলিতে ধূপগুড়ি সুপার মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। পুড়ে ছাই একটি গোডাউন সহ বেশ কয়েকটি দোকান। জানা গিয়েছে, বুধবার দুপুরে ওই বাজারে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে তা ভয়াবহ আকার নেয়। খবর পেয়ে ধূপগুড়ি দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আগুন নেভাতে দমকলকর্মীদের সহযোগিতা করেন স্থানীয় লোকজন। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে একটি গোডাউন সহ কমপক্ষে ১৭টি দোকান পুড়ে গিয়েছে বলে খবর। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বাড়িতে লরি ঢুকে মৃত এক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ মার্চ ঃ , ৮ মার্চ ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা বাড়িতে ঢুকে পড়ল লরি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরো একজন। মৃতের নাম পরান মাল। তার বাড়ি বীরভূমের নালহাটির ভেলিয়ান গ্রামে। বুধবার সকালে রানীগঞ্জ - মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে লরিটি যাচ্ছিল। সেই সময় নলহাটি থানার ভেলিয়ান গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে ঢুকে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পরান মালের। গুরুতর জখম হয় জাহির শেখ নামে আরো একজন। তাকে উদ্ধার করে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। নলহাটি থানার পুলিশ ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে। তবে লরিটির চালক ও খালাসি পলাতক।

বাঙালির মন ছোঁয়া বসন্ত উৎসব গান্ধর্বী সোসাইটি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৮ মার্চ ঃ ধর্মীয় অনুষঙ্গকে দূরে রেখে বাঙালির মন ছোঁয়া বসন্ত উৎসব পরিবেশন করলো গান্ধর্বী সোসাইটি। এক মুহূর্তে

মনে হলো এ যেন শান্তিনিকেতনের বাইরে আরেকটি ছোট্ট শান্তিনিকেতন। কোভিড প্রোটোকল মেনেই রঙ খেলা নয়, নৃত্য, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও স্মৃতিচারণের মধ্যে দিয়ে বসন্ত উৎসব পালিত হলো একদম প্রকৃতির অঙ্গনে। মূল মঞ্চ থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রজেক্টরের পর্দায় সবুজ বনানীতে ঘেরা মনোরম পরিবেশে অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন রামপুরহাটের মানুষ। মূল মঞ্চেও ছিল প্রচন্ড ভিড়। বাগানের মধ্যেও ছিল আগত মানুষের যথেষ্ট ভিড়। এক কথায় ছিল না তিল ধারণের জায়গা। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপক নিখিল চন্দ্র সিনহা, মলয় মজুমদার, দেবব্রত রায়, অপূর্ব দাস এবং জীবন ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণীজনেরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে আধুনিক ও মাটির লোকসঙ্গীতের ত্র্যহস্পর্শে এবং সর্বোপরি গান্ধর্বীর কর্ণধার চৈতি মজুমদারের সঞ্চালনা ও সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনায় তা অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে ওঠে। 'ওরে ভাই আগুন লেগেছে বনে বনে, ফাগুন হাওয়াই করেছি যে দান, আসিবে তুমি জানি প্রিয়, আনজি বনে বসন্ত এল, যে কথাটি আগে বলি নি, বলে দিয়েছি এমন অজস্র গান ও নৃত্যে দর্শকের মন কেড়ে নেয়। নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে দেবদত্তা, সুকন্যা, লিপ্সা, শ্রেষ্ঠা, আদ্রিতা,অর্ণা, ঐশিকী, রাজেশ্বরী, মধুবনী, অভীশা, বিদিশা, বিপাশা, ঈষিকা, ইর্শিতা, সোমলতা, পৃথ্বীশ্ব ও ইশিতা, সৃঞ্জয়িনী, অনিন্দিতা ও প্রিয়াঙ্কা। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন গান্ধর্বীর নৃত্য শিক্ষিকা কাবেরী সিং। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে পৌলমী, অগ্নিভ, অয়ন্তিক, প্রেরণা, সৌম্যজিত বিকাশ, বিনীতা, তৃষিতা, প্রজ্ঞা, তপতী, নবনীতা, বিপাশা, শ্রেয়া, তনুশ্রী, পায়েল, রজত, মৌতৃষা তুহিনা, প্রিয়াঙ্কা ও বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়। সঙ্গতে ছিলেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাপস ভট্টাচার্য্য। আবৃত্তি পাঠে অনমিত্র এবং বক্তব্যে দেবশ্রী মজুমদার ও দেবব্রত রায়।

নবদ্বীপে রেলের আইওডব্লু অফিসের পাশে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ঘটনাস্থলে দমকলের ইঞ্জিন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ মার্চ ঃ নবদ্বীপে রেলের (আই ও ডব্লিউ) IOW অফিসের পাসে, মঙ্গলবার মধ্য রাতে ঘটে গেল ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন। জানা যায়, নবদ্বীপ ধাম স্টেশন সংলগ্ন রেলের আইওডব্লু অফিসের পাশে এবং চিলড্রেন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় আবর্জনা স্তূপে আগুন লেগে যায়। স্থানীয়রা আগুন দেখতে পেয়েই খবর দেয় নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের জিআরপি কে। জিআরপির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম ভট্টাচার্য্য ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে এসে সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগে খবর দেয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসে, দমকলের একটি ইঞ্জিন। পাশাপাশি এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে রেলের আরপিএফ এবং নবদ্বীপ থানার পুলিশ। দমকল বাহিনীর প্রচেষ্টায় প্রায় এক ঘন্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই বিষয়ে দমকল বাহিনীর এক আধিকারিক বলেন, আগুনটা বেশ বড় ধরনের লেগেছিল। কে বা কারা এই জঞ্জাল স্তূপে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পরেই এই ঘটনাটি ঘটে। তবে আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে। তবে কিভাবে ওই এলাকায় আগুন লাগলো তা ক্ষতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও জিআরপি।

ঝাড়গ্রামে হাতির হানায় জখম ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৮ মার্চ ঃ একদিনের ব্যবধানে আবারও হাতির হানায় গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। বুধবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের কেশররেখা রেঞ্জের বালিগেড়িয়া বীটের তুলসীবনীর জঙ্গল এলাকায়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত ওই ব্যক্তির নাম সিরু সরেন বাড়ি রাইপাল গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে সিরু সরেন গ্রামের পাশের জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি হাতির সামনা সামনি হয়ে যান তিনি। হাতিটিকে দেখার পরেই সেখান থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পিছন ফিরে পালানোর সময় হাতিটি শুঁড় দিয়ে ধরে তুলে আছা। মারলে ঘটনাস্থলেই গুরুতর ভাবে আহত হয়। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা আহত সিরু বাবুকে উদ্ধার করে প্রথমে নয়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার পর মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ওড়িশার সীমান্তবর্তী কেশররেখা রেঞ্জের তুলসীবনীর জঙ্গল এলাকায় ৯ থেকে ১০ টি হাতি ওই এলাকায় রয়েছে। উল্লেখ্য সোমবার সকালে সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী এলাকায় হাতির আক্রমণে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন জিতু হেমব্রম নামে এক ব্যক্তি। সেই ঘটনার একদিন পর এদিন আবারও হাতির আক্রমণে গুরুতর ভাবে আহত হলেন এক ব্যক্তি। এদিকে রোজদিন হাতির তান্ডব ফসলের ক্ষয়ক্ষতি, বাড়িঘর ভাঙ্গচুর ও আহত, নিহতের ঘটনা ঘটতে থাকায় আতঙ্কিত জঙ্গল লাগুয়া গ্রামের মানুষজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বনদফতর জঙ্গলে হাতি রয়েছে বলে খবর দেওয়া হলেও বনকর্মীরা হাতি তাড়ানোর কোনো ব্যাবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও বনদফতরের দাবি হাতিকে সব সময় তাড়ানো যায় না। হাতির মুভমেন্ট না থাকলে হাতিকে তাড়াতে গেলে বিপদ হতে পারে। তাই হাতির মুভমেন্ট দেখে ড্রাইভ করানো হয়। তবে এলাকায় হাতি থাকলে মণিটারিং করেন বনদফতরের কর্মীরা। এবিষয়ে খড়গপুর ডিভিশনের ডিএফও শিবা নন্দ রাম বলেন, এদিন সকালে এক ব্যক্তিকে জঙ্গলের দিকে গিয়েছিলেন সেই সময় একটি হাতি তাঁকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারলে আহত হন। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

ভেন্টিলেশনেই সন্তান প্রসব, বিরল ঘটনা বারাসত হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ৮ মার্চ ঃ শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে শুরু করেছে, হু হু করে বাড়ছে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ। এমন অবস্থা নিয়েই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। বাঁচার আশাও ক্ষীণ ছিল বলে মনে করেছিলেন চিকিৎসকেরা। সেই অবস্থা থেকে সুস্থ জীবনে ফিরল মা ও সন্তান। বুধবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া হল তাঁদের। এমন ঘটনা বিরল তো বটেই, রাজ্যে এমন ঘটনা প্রথম বলে জানিয়েছেন বারাসাত মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতালের সুপার। চিকিৎসকদের সাহায্যেই সন্তানকে পেয়েছেন বলে জানালেন সদ্য মা হওয়া ওই মহিলা। গত ১ মার্চ তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। সেই সময় ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, গুরুতর শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে ওই মহিলা ভর্তি হন বারাসত মেডিক্যাল কলেজে। সঙ্গে ছিল খিঁচুনির সমস্যাও। পরিস্থিতি বুঝে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর মহিলার ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করা হয় সঙ্গে সঙ্গে। রাখা হয় সিসিইউতে। ভেঃি টলেশনে থাকা অবস্থায় ইউএসজি-র মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা যায়, ভিতরে তখনও প্রাণ আছে সন্তানের। তখনই চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নেন দ্রুত অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন। ওই দিনই পরিবারের সম্মতি নিয়ে রীতা সাহা নামে ওই রোগীর সিজার করা হয়। ভেন্টিলেশনে থাকা কোন রোগীকে এইভাবের অজ্ঞান করে সিজার করার এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে আগে কখনও ঘটেনি বলেই জানিয়েছেন হাসপাতালের সুপার সুব্রত মণ্ডল। এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা, যার ওজন হয়.১৬০০ গ্রাম। মা ও শিশু দুজনেই ভাল আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বুধবার তাঁদের বারাসত হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুপার সুব্রত মণ্ডল দাবি করেন, পরিবারের লোক সেই সময় আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাতেও বিপদ বাড়তে পারত বলেই মনে করেন তিনি। তাই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিয়ে ওই অন্তঃসত্ত্বা মহিলার সিজার করার ব্যবস্থা করেন।

বোলারদের ওপর আস্থা হারাচ্ছেন!

ডিআরএস নিয়ে আরও সতর্ক হতে চান রোহিত

আমেদাবাদ, ৮ মার্চঃ ভুল থেকেই মানুষ শেখে। তেমনই ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা ইন্দোর টেস্টের ভুল ত্রুটিগুলো আমেদাবাদ টেস্টে আর পুনরাবৃত্তি করতে চাইছেন না। আগামী কাল, ৯ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ তথা শেষ টেস্ট ম্যাচ। চলতি বছরের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছতে হলে আমেদাবাদ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে হবে রোহিতের ভারতকে। আর সেটা হওয়ার জন্য, ইন্দোর টেস্টের ভুল শুধরে আমেদোবাদ টেস্ট জয়ের লক্ষ্যে নামতে চাইছেন রোহিত শর্মারা। অনেক ভুলের মধ্যে ডিআরএস ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই সিরিজে ধন্দে দেখা গিয়েছে ভারতীয় শিবিরকে। বোলারের প্রতি আস্থা রাখতে গিয়ে ভুল হয়েছে। ডিআরএস নিয়ে ভারতকে আরও সতর্ক হতে হবে, সে কথাও উল্লেখ করেন হিটম্যান। ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টের আগে প্রেস কনফারেন্সে কী কী বললেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা? আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-অস্ট্রেলিয়া চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিন হাজির থাকবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ। এ ব্যাপারে রোহিতকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ''দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন, এটা একটা দারুণ ব্যাপার। আমরা চাইব নিজেদের সেরাটা দিতে এবং এই টেস্ট ম্যাচটা জিততে।'' ইন্দোর টেস্টে ৯ উইকেটে জিতে সিরিজ ২-১ করেছিল অস্ট্রেলিয়া। আমেদাবাদ টেস্টের আগে রোহিত

বলেন, ''যেখানেই টেস্ট ম্যাচে খেলি সেখানে গিয়ে রান তোলার সুযোগটা খুঁজতে হবে। পিচ কতটা চ্যালেঞ্জিং সেই নিয়ে দলের মধ্যে কথা তো হয়। যেমন পিচেই খেলি না কেন, রান তুলতেই হবে এই কথাটাই মাথায় রাখতে হয় আমাদের সকলকে। যখন পিচ চ্যালেঞ্জিং থাকে, সেখানে কীভাবে পারফর্ম করব সেই বিষয়েই আমাদের আলোচনা হয়। টেকনিক্যাল ব্যাপারটা তো থাকেই, তার সঙ্গে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'' ইন্দোর টেস্টে দু'টো রিভিউ নষ্ট করেন ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। যার ফলে রেগে যান টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ডিআরএস নিয়ে টিমকে আরও সচেতন হতে হবে, এ কথা উল্লেখ করে রোহিত বলেন, ''হ্যাঁ আমরা স্বীকার করে নিয়েছি যে শেষ ম্যাচে আমাদের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। বিশেষ করে জাড্ডু (জাডেজা) মনে করছিল ওর প্রতিটা বলেই আউট ছিল।'' অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নাগপুর ও দিল্লিতে পরপর দুটো টেস্টে জেতার পর ইন্দোরে রোহিত ব্রিগেড হারার পর অনেকেই দাবী তোলেন, ভারত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছে। যার ফলেই তৃতীয় টেস্টে ভুগতে হয়েছে। তিনি বলেন, ''পরপর দু'টো টেস্টে জেতার পর বাইরের লোকেরা বলতেই পারে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়েছি আমরা। আমি মনে করি না এটা ঠিক। দু'টো ম্যাচ জেতার পর কেউ থেমে যেতে চাইবে না। যে কেউ চারটি ম্যাচেই সেরাটা দিতে চায়।'' টস যে এই সিরিজে কোনও ফ্যাক্টর নয়, সে কথা উল্লেখ করে রোহিত বলেন, ''আমি শেষ প্রেস কনফারেন্সেও বলেছিলাম, শেষ টেস্টে আমরা ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি। প্রথম ইনিংসে বোর্ডে বেশি রান তুলতে পারিনি, যেটা আমাদের চাপে ফেলেছিল। আমার মনে হয়, টস এই সিরিজে কোনও প্রভাব ফেলছে না।''

আইপিএলে ধোনির কাঁধে এ বার আরও বড় দায়িত্ব

মুম্বই, ৮ মার্চঃ আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তার পরেই চেন্নাই সুপার কিংসকে নেতৃত্ব দিতে নামবেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। তবে শুধু চেন্নাইকে আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়াই নয়, এ বার আরও বড় দায়িত্ব চাপতে চলেছে তাঁর কাঁধে। যারা মোবাইলে আইপিএল দেখাবে সেই 'ভায়াকম ১৮' সংস্থার বিপণন দূত হয়েছেন ধোনি। ফলে আইপিএলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে তাঁকে। মোবাইলে 'ভায়াকম ১৮'-এর অ্যাপ জিয়ো সিনেমায় আইপিএল দেখা যাবে। সেখানে বিজ্ঞাপনে ধোনিকে দেখা যাবে। শুধু তাই নয়, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেলেও বিজ্ঞাপনে দেখা যাবে ধোনিকে। ব্যক্তিগত সমাজমাধ্যম অ্যাকাউন্টে ভায়াকমের বিভিন্ন খেলাধুলোর অনুষ্ঠানে ধোনিকে বিজ্ঞাপনী প্রচার করতে দেখা যাবে। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে চুক্তি করে দেশের খেলাধুলোর জগতে নিজেদের দাপট দেখাতে চাইছে ভায়াকম। ধোনি নিজেও বেশ উত্তেজিত। জানিয়েছেন, ঘরে বসে খেলা দেখার আনন্দ সব সময়েই মধুর। সেই খেলা যদি নিজের পছন্দ অনুযায়ী দেখা যায়, তা হলে আনন্দ আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। জিয়ো সিনেমা দর্শকদের সেটাই উপহার দেবে বলে তাঁর বিশ্বাস। গোটা ভারতে ধোনির গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাঁকে প্রচুর মানুষ পছন্দ করেন। ফলে ধোনিকে কাজে লাগিয়ে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো যাবে বলে মনে করছে ভায়াকমও।

নিজামের শহরে বদলার ম্যাচে পয়েন্ট চুরি করতে মরিয়া এটিকে মোহনবাগান

হয়দরাবাদ, ৮ মার্চঃ এ যেন ঠিক বদলার ম্যাচ। গত বছর আইএসএলে হায়দরাবাদ এফসির কাছে হেরে থামতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। এবার সেমিফাইনালে আবার সেই হায়দরাবাদের সামনে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। বদলার ম্যাচ প্রীতম কোটাল, শুভাশিস বসুদের কাছে। প্রথম পর্বের ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে ১-৩ হেরে গিয়েছিল মোহনবাগান। পরের পর্বে ১-০ জিতলেও, ফাইনালে খেলা হয়নি প্রীতমদের। গত বছর গোয়াতেই হয়েছিল প্লে অফ। এ বারে হোম-অ্যাওয়ে ভিত্তিতে খেলা। পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। ওগবেচে, সিভেইরো, বোরহা হেরেরাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জটা বেশ কঠিন। তবে ঘাবড়াচ্ছে না বাগান শিবির। একরাশ আত্মবিশ্বাসকে হাতিয়ার করেই প্রথম সেমিফাইনালে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনতে তৎপর মোহনবাগান। মাঠে নামার আগেই খুশির খবর বাগান শিবিরে। এবছর গোল্ডেন গ্লাভস পাচ্ছেন এটিকে মোহনবাগানের গোলকিপার বিশাল কাইথ। ১০ ম্যাচে কোনও গোল হজম করেননি বিশাল। সুনীলদের কাছে মুম্বই হারতেই লানচেনপার

রেকর্ড ভেঙে দেন বিশাল। প্লে অফে ওড়িশা ম্যাচে কাঁধে চোট পেলেও, সেমিফাইনালে তাঁর খেলতে অসুবিধে নেই। তবে সেমিফাইনালে নেই কে আশিক। ওড়িশা ম্যাচে গোড়ালিতে চোট পান। চিকিৎসার জন্য মুম্বইয়ের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাগান উইঙ্গারকে। তাঁর পরিবর্তে শুরু করবেন লিস্টন কোলাসো। হায়দরাবাদ এফসি লিস্টনের প্রাক্তন ক্লাব। মানোলো মার্কুয়েজের দলের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠতে তৈরি লিস্টন। মোহনবাগান দল এখন দারুন সংঘবদ্ধ। দিমিত্রি পেত্রাতোস, হুগো বোমাস, কার্ল ম্যাকহিউরা তেল খাওয়া মেশিনের মতো দৌড়চ্ছেন। গোলের মধ্যে আছেন বাগান স্ট্রাইকার পেত্রাতোস। হুগো বোমাসও ওড়িশা ম্যাচে গোল পেয়েছেন। এছাড়া মনবীর, পুইতিয়ারাও বেশ ভালো ফুটবল খেলছেন। হায়দরাবাদের উইং প্লে বন্ধ করতে পাল্টা অ্যাটাকের রাস্তাই খুঁজছেন ফেরান্দো। দলের সঙ্গে এ দিন অনুশীলন করেননি ব্রেন্ডন হ্যামিল। অস্ট্রেলিয়া থেকে সরাসরি হায়দরাবাদে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। প্রথম একাদশে হয়তো একটাই পরিবর্তন। আশিকের জায়গায় খেলবেন লিস্টন। বাকি দল অপরিবর্তিতই রাখতে চলেছেন ফেরান্দো। অ্যাওয়ে ম্যাচে শুরুতেই গোল তুলে নিতে চান দিমিত্রিরা। একই সঙ্গে রক্ষণ জমাট রাখতে চান প্রীতমরা। নিজামের শহরে বদলার ম্যাচে পয়েন্ট চুরি করে ফাইনালের পথে পা বাড়িয়ে রাখতে সচেষ্ট মোহনবাগান।

দ্বিতীয়বার বাবা হলেন উমেশ যাদব

আমেদাবাদ, ৮ মার্চঃ সারা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে নারী দিবস। এই নারী দিবসেই সুখবর শোনালেন ভারতীয় দলের তারকা পেসার উমেশ যাদব। দ্বিতীয় বার তাঁর স্ত্রী তানিয়া কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আগামী কাল, ৯ মার্চ শুরু হবে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চতুর্থ টেস্ট। তার আগে উমেশ ও তানিয়ার ঘর আলো করে এল আরও এক কন্যা সন্তান। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে উমেশ ও তানিয়ার প্রথম কন্যার জন্ম হয়। তাঁরা তাঁদের প্রথম কন্যা সন্তানের নাম রাখেন হুনার। সোশ্যাল মিডিয়ায় উমেশ ও তানিয়া তাঁদের দ্বিতীয় কন্যা সন্তানের জন্মের খবর জানিয়েছেন। ইন্সটাগ্রামে এই ছবি শেয়ার করে উমেশ যাদব নিজের কন্যা সন্তানের জন্মের খবর জানিয়েছেন। সেই ছবিতে শুভেচ্ছা বার্তার ঢল বয়ে চলেছে। উমেশ যাদবকে ভারতের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার অনিল কুম্বলে, প্রজ্ঞান ওঝারা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ২০১৩ সালের ২৯ মে উমেশ যাদব ও তানিয়ার বিয়ে হয়। উমেশ যাদবের স্ত্রী তানিয়া পেশায় ফ্যাশান ডিজাইনার। তিনিও ইন্সটাগ্রামে তাঁদের কন্যা সন্তানের জন্মের খবর শেয়ার করেছেন। সেই ছবিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বলিউড সুপারস্টার অনুষ্কা শর্মা। উমেশ যাদবের সতীর্থ লোকেশ রাহুল এবং তাঁর স্ত্রী বলিউড তারকা আথিয়া

শেট্টি, জসপ্রীত বুমরার স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন, অজিঙ্কা রাহানের স্ত্রী রাধিকা ধোপাবকর, অক্ষর প্যাটেলের স্ত্রী মেহা প্যাটেলরা। উল্লেখ্য, গত মাসেই বাবাকে হারিয়েছেন উমেশ যাদব। সেই খবর পেয়ে ভেঙে পড়েছিলেন তিনি। সেই সময় উমেশ জাতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন। বাবার প্রয়াণের খবর শুনে তিনি বাড়িতে ফিরে যান। এর পর তৃতীয় টেস্টের আগে তিনি আবার ইন্দোরে দলের সঙ্গে যোগ দেন। বাবার প্রয়াণের শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জাতীয় দলের দায়িত্বে নেমে পড়েন উমেশ ইন্দোর টেস্টে তিনি নিয়েছিলেন ৩টি উইকেট। তাঁর রিভার্স সুইং প্রতিপক্ষের ব্যাটারদের চাপে ফেলেছিল। এ বার দেখার চতুর্থ টেস্টে ভারতের একাদশে সুযোগ পেলে উমেশ কেমন পারফর্ম করেন। প্রসঙ্গত, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজের চতুর্থ এবং শেষ ম্যাচটি ৯ মার্চ থেকে আমেদাবাদের অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের টিকিট পেতে হলে এই ম্যাচে ভারতকে জিততেই হবে। রোহিতের ভারত আপাতত এই সিরিজে ২-১ এগিয়ে।

বুমরার পিঠের অস্ত্রোপচার সফল, বিশ্বকাপে খেলতে পারবেন তো?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারতীয় দলের পেস তারকা জসপ্রীত বুমরার পিঠে সফল অস্ত্রোপচার করা হল। অস্ত্রোপচারের জন্য নিউজিল্যান্ডে গিয়েছেন বুমরা। ক্রাইস্টচার্চের বিখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জেন ডা. রোবেন স্টাউটনের তত্ত্বাবধানে সার্জারি হয়েছে তাঁর। চোটের জন্য গতবছরের সেপ্টেম্বর থেকে বাইশ গজ থেকে দূরে রয়েছেন চোটের কারণে। সার্জারির ধাক্কা সামলে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে আরও সময় লাগবে। এদিকে ঘরের মাঠে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ওডিআই বিশ্বকাপ। ততদিনে সুস্থ হয়ে আদৌ মাঠে নামতে পারবেন বুম বুম? এই প্রশ্ন ঘুরছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। ওডিআই বিশ্বকাপে বুমরাকে পেতে তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার করানোর সিদ্ধান্ত নেয় বিসিসিআই। বুমরাকে নিয়ে বোর্ডের পরিকল্পনা আদৌ সফল হবে? সুস্থ হয়ে কতদিনের মধ্যে মাঠে নামতে পারবেন তিনি? দীর্ঘদিন ধরে পিঠের চোট ভোগাচ্ছে বুমরাকে। গতবছরের ইংল্যান্ড সফরে পিঠের পুরনো চোট চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। এরপর সুস্থ হয়ে ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাস জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। চোট বেগ দেওয়ায় বুমরাকে আর খেলানোর ঝুঁকি নেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এশিয়া কাপ, টি-২০ বিশ্বকাপে

খেলতে পারেননি বুমরা। ঘরের মাঠে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজেও তাঁকে পায়নি টিম ইন্ডিয়া। আইপিএল খেলার সম্ভাবনা উঁকি দিলেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আসন্ন মরসুমে মাঠে নামার হচ্ছে না তাঁর। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে আরও ছয়মাস লাগবে। তার আগে বাইশ গজে পা রাখতে পারবেন না। অর্থাৎ, আগামী অগস্ট মাস নাগাদ মাঠে নামতে পারবেন তিনি। এতেই বুমরার ওডিআই বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা শুরু হয়েছে। আগস্ট মাসে অনুশীলন শুরু করলেও পর কবে নাগাদ প্রতিযোগিতমূলক ম্যাচ খেলতে পারবেন তার নিশ্চয়তা নেই। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ না খেলা বুমরাকে সরাসরি ওডিআই বিশ্বকাপে খেলানোর ঝুঁকি কি নেবে ভারতীয় বোর্ড?

পর্দার সৌরভ কে? বায়োপিক নিয়ে নয়া জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকের খবর গত কয়েকবছর ধরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে নেটপাড়ায়। সেই প্রসঙ্গে একাধিকবার মুখও খুলেছেন খোদ মহারাজ। কিন্তু বায়োপিকের চরিত্রে অভিনয় কে করবেন? প্রথম দিন থেকেই একটা নাম ভাসছিল। সেটা রণবীর কাপুর। সৌরভ ব্যক্তিগত ভাবেও পছন্দ করেন রণবীরকে। এছাড়া মহারাজের অন্যতম প্রিয় নায়ক হৃত্বিক রোশনও। তবে বেহালার বাঁ-হাতির চরিত্রে রণবীর কাপুরের নাম প্রথম দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। আবারও সেই নামটা প্রবল ভাবে জোরালো হল। শোনা গিয়েছিল ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের বায়োপিকের চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন রণবীর। যদিও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। অন্যদিকে শোনা যায় সৌরভও নিজের স্ক্রিপ্টও বেশ খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে নিচ্ছেন, চলছে কাজ। তবে কলকাতায় পা রাখতেই সকল জল্পনাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন রণবীর কাপুর। 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কা।' ছবির প্রচারে এসে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক জল্পনাতে মুখ খুলেছিলেন অভিনেতা। জানালেন, তিনি এই বিষয় কিছুই জানেন না। তাঁর কাছে কোনও প্রস্তাবই আসেনি। তিনি করছেন না সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। তবে এবার ইঠে এল এক অন্য অভিনেতার নাম। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে আয়ুষ্মান খুরানার নাম।

কোন পিচে খেলা হবে? ধন্দ নিয়েও কম্বিনেশন প্রস্তুত স্টিভ স্মিথের!

আমেদাবাদ, ৮ মার্চঃ প্রস্তুত হচ্ছে দুটো পিচ। কোন পিচে খেলা হবে, এই নিয়ে পুরোপুরি ধন্দ কাটেনি অস্ট্রেলিয়ার ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের। সিরিজে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। নাগপুরে ইনিংস ও ১৩২ রানের বিশাল ব্যবধানে হার দিয়ে সিরিজ শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। দিল্লিতে দ্বিতীয় টেস্টেও হার। এর মাঝে মায়ের অসুস্থতার জন্য নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের দেশে ফেরা। সব মিলিয়ে নানা অস্বস্তিতে ছিল অজি শিবির। ইন্দোর টেস্টে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক স্টিভ স্মিথের সৌজন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ বার লক্ষ্য আমেদাবাদ টেস্ট জিতে সিরিজ সমতায় রাখা। কিন্তু স্টিভ স্মিথের ধন্দ পিচ নিয়ে। তাতে অবশ্য কম্বিনেশন নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই। আমেদাবাদ টেস্টের আগে স্টিথ জানালেন সে কথাই। অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক জানিয়েছেন, কিউরেটরদের তরফে দুটো পিচ নিয়ে ভিন্ন তথ্য পেয়েছেন। একটা লাল মাটির পিচ, অন্যটি কালো মাটির। ইন্দোরে দুইয়ের মিশ্রণে পিচ ছিল। অসমান বাউন্স এবং প্রথম সেশন থেকেই টার্ন ছিল ইন্দোরে। আইসিসির তরফে খুবই খারাপ রেটিং দেওয়া হয়েছে। আমেদাবাদের পিচের চরিত্র কেমন হবে এ নিয়ে ধন্দ থাকছে সে কারণেই। কোন পিচে খেলা হবে আপনি কি জানেন? অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ বলেন, ''সংক্ষেপে উত্তর-না।'' এরপর যোগ করেন, ''দুটো পিচ প্রস্তুত করা হচ্ছে, এটুকু জানি।'' তবে ভারতীয় দলের হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড় কালো মাটির পিচটাই বেশি বার দেখেছেন বলে অজি শিবিরের ধারনা, সেই

পিচেই খেলা হবে। স্মিথ চাইছেন, চ্যালেঞ্জিং পিচেই খেলা হোক। পিচ যেমন হোক, নিজের কম্বিনেশনে ভরসা রাখতে চাইছেন স্টিভ স্মিথ। এখনও অবধি যা পরিস্থিতি, গত দুই ম্যাচের মতো তিন স্পিনারেই নামছে অস্ট্রেলিয়া। তবে স্মিথদের কম্বিনেশন অস্ট্রেলিয়া সংবাদমাধ্যমেই সমালোচিত হওয়ায় অবাক অজি অধিনায়ক। বলছেন, ''এটা সত্যিই অদ্ভুত লেগেছে, আমাদের ধারাভাষ্যকারও বলছেন, তিন পেসার-এক স্পিনার খেলানোর কথা। আমার কাছে বিষয়টি একেবারেই পরিষ্কার হচ্ছে না। গত তিন ম্যাচে ১১টা ইনিংস খেলা হয়েছে। বেশিরভাগ উইকেটই স্পিনারদের দখলে। স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং কতটা কঠিন, সহজেই ধরা পড়েছে। আমরা নিজেদের পরিকল্পনায় ভরসা রাখছি। এটাও দেখিয়ে দিয়েছি, আমরাও তিন স্পিনার খেলাতে পারি এবং জিততেও পারি।''

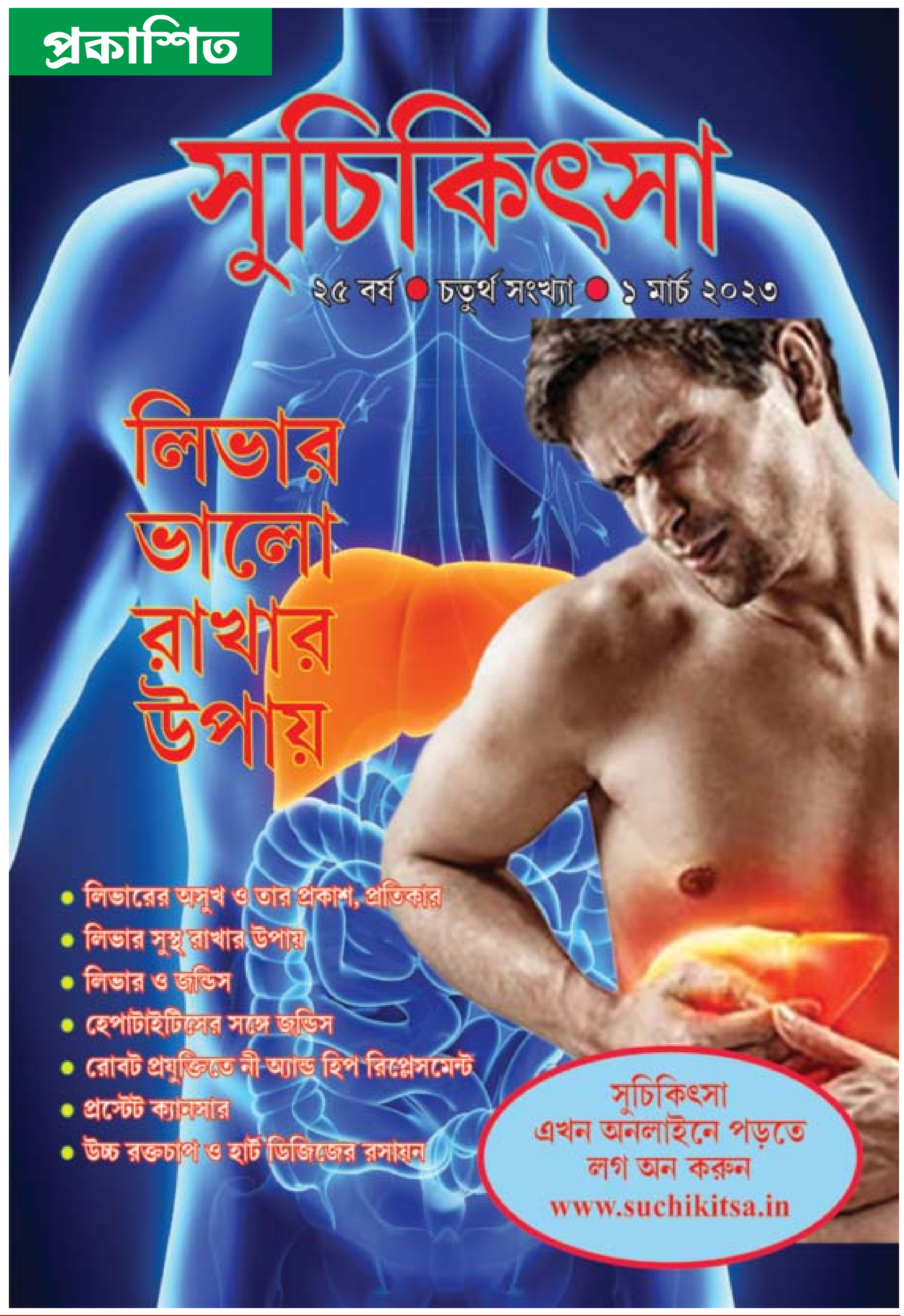

বরুশিয়াকে হারিয়ে শেষ আটে চেলসি

লন্ডন, ৮ মার্চঃ দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া চেলসি পেল আলোর দেখা। বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে পেল দারুণ এক জয়। প্রথম লেগে হেরে পিছিয়ে থাকার পরও জায়গা করে নিতে পারল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার-ফাইনালে। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে মঙ্গলবার রাতে শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে ২-০ গোলে জিতেছে গ্রাহাম পটারের দল। প্রথমার্ধে রাহিম স্টার্লিং দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে দুইবার নেওয়া স্পট কিকে ব্যবধান বাড়িয়েছেন কাই হাভার্জ। প্রথম লেগে ১-০ ব্যবধানে হারা চেলসি ২-১ গোলের অগ্রগামিতায় জায়গা করে নিল শেষ আটে। সেখানে তাদের সঙ্গী বেনফিকা। একই সময়ে হওয়া অন্য ম্যাচে ক্লাব ব্রুজের বিপক্ষে ৫-১ গোলে জেতে পর্তুগালের দলটি। ঘরের মাঠে গোল উৎসবের আগে বেলজিয়ামে প্রথম লেগে ২-০ ব্যবধানে জিতেছিল তারা। বরুশিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে প্রথম ১০ মিনিটে গোলের তিনটি ভালো সুযোগ পায় চেলসি। এর মধ্যে কেবল জোয়াও ফেলিক্স শট রাখতে পারেন লক্ষ্যে। এগিয়ে এসে কর্নারের বিনিময়ে সেটি ঠেকান বরুশিয়া গোলরক্ষক আলেকসান্ডার মেয়ার। সেই কর্নারে হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি কালিদু কলিবালি। নবম মিনিটে ফেলিক্সের কাছ থেকে বল পেয়ে ডি বক্স থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি হাভার্টজ। ১৭তম মিনিটে মার্কো রয়েসের ফ্রি কিক ঝাঁপিয়ে এক হাতে ব্যর্থ করে দেন চেলসি গোলরক্ষক কেপা আরিসাবালাগা। প্রথমার্ধে এই একটি শটই লক্ষ্যে রাখতে পারে বরুশিয়া। ১১ মিনিট পর গোল প্রায় পেয়েই যাচ্ছিল চেলসি। কিন্তু হাভার্টজের শট এক পোস্টে লেগে বেরিয়ে যায় আরেক পোস্ট ঘেঁষে! ৩৮তম মিনিটে অবশ্য জার্মান মিডফিল্ডার জালে বল পাঠান। তবে আক্রমণের শুরুতে স্টার্লিং অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। পরের মিনিটে গোলমুখে একটুর জন্য পা ছোঁয়াতে পারেননি কলিবালি। পরে ফেলিক্সের শট ঠেকিয়ে দেন বরুশিয়া গোলরক্ষক। অসংখ্য সুযোগ তৈরি করা চেলসি এগিয়ে যায় ৪৩তম মিনিটে। আলগা

বলে চিলওয়েলের কাটব্যাক পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে যান স্টার্লিং। প্রথম চেষ্টায় তার শট বলে ঠিক মতো লাগেনি। রয়েসের পায়ে লাগার পর পেয়ে যান তিনি। এবার বুলেট গতির শটে খুঁজে নেন জাল। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হাভার্টজ। চিলওয়েলের ক্রস বরুশিয়ার মারিউস উলফের হাতে লাগলে ভিএআরের সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি। প্রথম শটে গোল করতে পারেননি হাভার্টজ, ডানদিকে পোস্টে লেগে ফিরে আসে বল। তবে তিনি শট নেওয়ার আগেই দুই দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ডি বক্সে ঢুকে যাওয়ায় পান আবার শট নেওয়ার সুযোগ। দ্বিতীয়বার আর কোনো ভুল করেননি হাভার্টজ। ডানদিকের পোস্ট ঘেঁষে জালে জড়ায় তার ঠাণ্ডা মাথার শট। চলতি বছরে প্রথমবারের মতো কোনো ম্যাচে একাধিক গোল করে অগ্রগামিতা পেয়ে যায় চেলসি। ৫৮তম মিনিটে একটুর জন্য জালের দেখা পাননি বরুশিয়ার জুড বেলিংহ্যাম। বিপজ্জনক জায়গা থেকে তার শট বেরিয়ে যায় পোস্ট ঘেঁষে। সাত মিনিট পর উলফের শট ব্যর্থ করে দেন চেলসি গোলরক্ষক। ৭৬তম বরুশিয়ার জালে বল পাঠান কনর গ্যালাগার। তবে তাকে বল দেওয়া স্টার্লিং অফসাইডে থাকায় গোল মেলেনি। শেষ দিকে বেশিরভাগ সময় ২১ জন ছিল চেলসির অর্ধে। তবে এত প্রবল চাপেও ভেঙে পড়েনি প্রিমিয়ার লিগের দলটির রক্ষণ। তাদের নৈপুণ্যে থামল বরুশিয়ার টানা ১০ ম্যাচের অজেয়যাত্রা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501